* শ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ *

দশমঃ স্কন্ধঃ

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ

১। প্রলম্ববকচানূরতৃণাবর্ত্তমহাশনৈঃ।
মুষ্টিকারিষ্টদ্বিবিদ পূতনাকেশিধেনুকৈঃ॥

২। অন্যৈশ্চাসুরভূপালৈর্বাণভৌমাদিভির্যুতঃ।
যদূনাং কদনং চক্রে বলী মাগধসংশ্রয়ঃ॥

৩। তে পীড়িতা নিবিবিশুঃ কুরুপঞ্চালকেকয়ান্।
শাল্বান্ বিদর্ভান্ নিষধান্ বিদেহান্ কোশলানপি॥

১-৩। অন্বয়ঃ শ্রীশুক উবাচ – প্রলম্ব-বক-চানূর-তৃণাবর্ত্ত-মহাশনৈঃ (তত্তন্নাম্না প্রসিদ্ধৈ র্মহাসুরৈঃ মহাশন ইতি অঘাসুরস্য নামান্তরং) মুষ্টিকারিষ্ট-দ্বিবিদ-পূতনা-কেশি-ধেনুকৈঃ অন্যৈশ্চ বাণভৌমাদিভিঃ অসুর-ভূপালৈঃ যুতঃ বলী (কংসঃ) মাগধসংশ্রয়ঃ (জরাসন্ধঃ তৎসহায়ঃ সন্) যদূনাং কদনং (পীড়নং) চক্রে।

তে (যাদবাঃ) পীড়তাঃ কুরু-পাঞ্চাল-কেকয়ান্-শাল্বান্-বিদর্ভান্-নিষধান্-বিদেহান্-কোশলান্ অপি-(তত্তদ্দেশবিশেষান্) নিবিবিশুঃ (নিভৃতং প্রবিষ্টাঃ)।

১-৩। মূলানুবাদঃ শ্রীশুকদেব বললেন—হে রাজন্! প্রলম্ব-বক-চানূর-তৃণাবর্ত-অঘাসুর-মুষ্টিক বৃষভাসুর-দ্বিবিদবানর-পুতনা-কেশী-ধেনুক এবং অন্যান্য বাণ ও নরকাসুর প্রভৃতি অসুর রাজগণের সঙ্গে মিলিত হয়ে এবং মগধরাজ জরাসন্ধের আশ্রয়ে অতি বলবান্ হওয়ায় কংস যাদবগণের সহিত বিরোধ করতে লাগল। দুষ্ট কংস কর্তৃক পীড়িত হয়ে যাদবগণ কুরু-পাঞ্চাল-কেকয়-শাল্ব-বিদর্ভ-নিষধ-মৈথিল এবং কোশল প্রভৃতি দেশে প্রচ্ছন্ন ভাবে বাস করতে লাগলেন।

১৩। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকাঃ প্রলম্বেতি যুগ্মকম্। তৈর্যুতত্বে হেতুঃ—বলীতি। নিভৃতং বিবিশুঃ, তত্তদ্দেশাদিনা হলিকগোপগ্রামেষু গুপ্তা ইত্যর্থঃ॥ জী॰ ১-৩॥

৪। একে তমনুরুন্ধানা জ্ঞাতয়ঃ পর্য্যুপাসতে।
হতেষু ষট্সু বালেষু দেবক্যা ঔগ্রসেনিনা॥
৫। সপ্তমো বৈষ্ণবং ধাম যমনন্তং প্রচক্ষতে।
গর্ভো বভূব দেবক্যা হর্ষশোকবিবর্দ্ধনঃ॥

৪-৫। **অন্বয়ঃ** একে (কতিপয়ে) জ্ঞাতয়ঃ তং (কংসম্) অনুরুন্ধানাঃ (অনুবর্ত্তমানাঃ) পর্য্যুপাসতে (আরাধয়ামাসুঃ) ঔগ্রসেনিনা (কংসেন)দেবক্যাঃ ষট্সু বালেষু (পুত্রেষু)হতেষু বৈষ্ণবংধাম (কৃষ্ণস্য অংশমিত্যর্থঃ) যম্ অনন্তং প্রচক্ষতে (বদন্তি) দেবক্যাঃ হর্ষশোকবিবর্দ্ধনঃ (আনন্দময়স্যাবতীর্ণত্বাৎ হর্ষঃ, পূর্ব্বগর্ভবৎনাশশঙ্কয়া শোকঃ তৌ বর্দ্ধয়তি ইতি) সপ্তমঃ গর্ভঃ বভূব।

৪-৫। **মূলানুবাদঃ** কেবল অক্রূরাদি কতিপয় বান্ধব কংসের অজ্ঞানুবর্তী হয়ে মথুরাতেই বাস করতে লাগলেন। উগ্রসেন-নন্দন কংস দেবকীর ছয়টি পুত্র বধ করল। তৎপর হর্ষশোক বিবর্ধন, কৃষ্ণাংশ এবং অনন্ত নামে প্রসিদ্ধ সপ্তম গর্ভ প্রকাশিত হল দেবকীর।

১-৩। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ** প্রলম্বেতি—দুটি শ্লোক একসঙ্গে। নরকাসুর প্রভৃতির সহিত মিলিত হওয়াতে কংস মহাপরাক্রমশালী। **বিবিশুঃ** কৃষকগোপেদের গ্রামে তাঁদের বেশ ধারণ করে গুপ্তভাবে বাস করতে লাগলেন॥ জী০ ১-৩॥

১-৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** গর্ভ্ত সঞ্চার্য্য রোহিণ্যাং দেবক্যা যোগমায়য়া। তস্যাঃ কুক্ষিং গতঃ কৃষ্ণো দ্বিতীয়ে বিবুধৈঃ স্তুতঃ। যদুভিঃ স ব্যরুধ্যত ইত্যুক্তং তমেব বিরোধং প্রপঞ্চয়তি প্রলম্বেতি সার্দ্ধত্রয়েণ। মহাশনোঽঘাসুরঃ॥ বি০ ১-৩॥

১-৩। **শ্রীবিশ্বনাথ-টীকানুবাদঃ** এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে যোগমায়ার দ্বারা দেবকীর গর্ভ রোহিণীতে সঞ্চালনা, দেবকীর গর্ভে কৃষ্ণের আগতি এবং দেবগণের গর্ভস্তুতি বর্ণিত হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে যে বলা হল, কংস যদুগণের সহ বিরোধ করতে লাগলেন—সেই কথাই এখানে বিস্তারিত ভাবে বলা হচ্ছে—প্রলম্বেতি। **মহাশন**—অঘাসুর॥ বি০ ১-৩॥

৪-৫। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** এক ইত্যর্দ্ধকম্। অনুরুন্ধানাঃ, চাতুর্য্যেণ বশীকুর্ব্বন্তঃ; যদ্বা,একে ভক্তাঃ শ্রীকৃষ্ণাবতারদর্শনরূপং স্বার্থমপেক্ষমাণা ইত্যর্থঃ। এতচ্চাগ্রেঽক্রূরযানে ব্যক্তং ভাবি। পর্য্যুপাসতে পর্য্যুপাসত। হতেষ্বিতি সার্দ্ধকম্। 'জাতং জাতমহন্' (শ্রীভা০ ১০।১।৬৬) ইতি পূর্ব্বমুক্তম্, তে কতি হতা ইত্যপেক্ষায়ামাহ—হতেষ্বিতি; তে হি পুরা মরীচেঃ পুত্রাঃ দেবাঃ শ্রীব্রহ্মণ্যপরাধেনাসুরত্বপ্রাপ্ত্যা হিরণ্যকশিপু পুত্রাৎ কালনেমেরুৎপন্নাঃ ষড়্গর্ভা ইতি খ্যাতাঃ, স্বং পরিত্যজ্য ব্রহ্মোপাসকাস্তে জাতা ইতি ক্রুদ্ধস্য হিরণ্য-কশিপোঃ 'পিতা যুষ্মান্ বধিষ্যতি' ইতি শাপং স্মৃত্বা শ্রীদেবকীগর্ভে যোগমায়াদ্বারা শ্রীভগবতা নিযোজ্য তৎ পিতৃ-কালনেম্যবতার-কংসহস্তেন ঘাতিতা ইত্যাদিকমত্র শ্রীহরিবংশাদ্যুক্তমনুসন্ধেয়ম্। যত্ত্বগ্রে হিরণ্যকশিপো-র্জাতা ইতি তেষামাখ্যানং, তেনৈকবাক্যত্বায় কালনেমিক্ষেত্রে তস্মাদেব জাতা ইতি জ্ঞেয়ম্। জাতা ইত্যত্র

পুত্রা ইত্যনুক্তত্বাৎ ভারতাদিষু চ তথা শ্রবণাৎ, অথবা কল্পভেদব্যবস্থেয়ং। ঘাতনঞ্চ তেষাং বিমুক্তয় এবেত্যগ্রে পঞ্চাশীতিতমাধ্যায়ে ব্যক্তং ভাবি। এবং তেষাং হননে শ্রীভগবৎকৃতোপেক্ষাঽপি পরিহৃতা স্যাৎ। ঔগ্রসেনিনেতি সের্ষ্যমুক্তং, সাক্ষাত্তন্নামাগ্রহণাৎ। বৈষ্ণবং শ্রীকৃষ্ণময়ং যদ্ধাম—অনন্তং সঙ্কর্ষণং চতুর্ব্যূহদ্বিতীয়ম্, প্রচক্ষতে—বদন্ত্যভিজ্ঞাঃ ॥ জী০ ৪-৫ ॥

৪-৫। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** এক ইতি অর্ধশ্লোক। **অনুরুন্ধানাঃ জ্ঞাতয়ঃ**—চাতুর্য্যের দ্বারা কংসকে বশীভূতকারী জ্ঞাতিগণ। অথবা, শ্রীকৃষ্ণ-অবতার দর্শনের জন্য অপেক্ষমান্ অক্রূরাদি ভক্তগণ। ইহা অক্রূরের দ্বারা বৃন্দাবনের পথে রথে ব্যক্ত হবে। **পর্যুপাসতে**—সেবা করতে লাগলেন।

হতেষু ইতি দেড় শ্লোক—একটির জন্ম একটির হত্যা, একটির জন্ম একটির হত্যা, এইরূপ চলতে থাকল—(১০।১।৬৬ শ্লোকে)। এরা কতজন হত হল, এরই উত্তরে—হতেষু ইতি। দেবকীর ছয়টি পুত্র হত হল। পূর্বকালে এঁরা মরীচি ঋষির পুত্র ছিল। ব্রহ্মার নিকট অপরাধে অসুরযোনি প্রাপ্তি—হিরণাক্ষ্যপুত্র কালনেমি থেকে উৎপন্ন। ষড়্গর্ভ নামে খ্যাত। হিরণ্যকশিপুকে ত্যাগ করে এরা ব্রহ্মোপাসক হয়ে যাওয়াতে ক্রুদ্ধ হিরণ্যকশিপুর শাপ হল—'তোরা পিতার হাতে নিহত হবি।' এই শাপের স্মরণে তাঁরা ভগবানের দ্বারা যোগমায়ার সাহায্যে দেবকীগর্ভে স্থাপিত হয়ে কালনেমির অবতার কংসের হস্তে নিহত হল। এই সব কথা শ্রীহরিবংশ থেকে নেওয়া হল। অগ্রে যে আছে, 'হিরণ্যকশিপু থেকে জাত'—এই কথার সঙ্গে এখানকার আখ্যানের সঙ্গে মিল করার জন্য এইরূপ বুঝে নিতে হবে, যথা কালনেমি ক্ষেত্রে হিরণ্যকশিপু থেকে জাত—সেই জন্য এখানে 'জাত' বলা হল 'পুত্র' বলা হল না। এবং মহাভারত প্রভৃতিতেও সেইরূপই শুনা যায়। অথবা, ইহা কল্পভেদের কথা এইরূপ বুঝতে হবে। এই যে 'হত্যা', ইহা তাঁদের বিশেষ মুক্তি অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তির জন্য ইহা অগ্রে ৮৫ অধ্যায়ে প্রকাশিত আছে। এইরূপে তাদের হননে শ্রীভগবানের উপেক্ষা, এরূপ ভাব পরিহার করা হচ্ছে। **ঔগ্রসেনিনা**—উগ্রসেন পুত্রের দ্বারা—ঈর্ষার সহিত বলা হল,কারণ কংসের নাম সাক্ষাৎ ভাবে গ্রহণে অপ্রবৃত্তি। **বৈষ্ণবং ধাম**—শ্রীকৃষ্ণময় যাঁর শ্রীঅঙ্গ। **অনন্তং**—সঙ্কর্ষণ, চতুর্ব্যূহের দ্বিতীয়—**প্রচক্ষতে**—অভিজ্ঞগণ বলেন ॥ জী০ ৪-৫ ॥

৪-৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** একেঽক্রূরাদয়ঃ শ্রীকৃষ্ণাবতারদর্শনোৎকণ্ঠাবন্তঃ তং কংসমনুরুন্ধানাস্তদাজ্ঞাবর্ত্তিনঃ। সপ্তমো গর্ভো বভূব, যং গর্ভমনন্তং প্রচক্ষতে। কীদৃশং ? বৈষ্ণবং ধাম কৃষ্ণস্যাংশমিত্যর্থঃ। সাক্ষাদানন্দস্য কুক্ষিগতত্বাদ্ধর্ষঃ, কংসো বধিষ্যতীতি বুদ্ধ্যা শোকঃ ॥ বি০ ৪-৫ ॥

৪-৫। **শ্রীবিশ্বনাথ-টীকানুবাদ ঃ** অক্রূরাদি শ্রীকৃষ্ণাবতার দর্শনের জন্য উৎকণ্ঠায় আকুল হয়ে সেই কংসের আজ্ঞানুবর্তী হয়ে মথুরায় বাস করতে লাগলেন। **সপ্তমগর্ভঃ ইত্যাদি**—সপ্তমগর্ভ প্রকাশ পেল—যে গর্ভ অনন্ত নামে প্রসিদ্ধ। সেই গর্ভটি কিরূপ ? বৈষ্ণবধাম অর্থাৎ কৃষ্ণের অংশ। সাক্ষাৎ আনন্দের গর্ভগততা হেতু হর্ষ; আর কংস বধ করবে, এই বুদ্ধিতে শোক ॥ বি০ ৪-৫ ॥

৬। ভগবানপি বিশ্বাত্মা বিদিত্বা কংসজং ভয়ম্।
যদূনাং নিজনাথানাং যোগমায়াং সমাদিশৎ ॥

৬। অন্বয় ঃ বিশ্বাত্মা (সর্ব্বান্তর্গতঃ) ভগবান্ অপি নিজনাথানাং (ভগবদনুরক্তানাম্) যদূনাং কংসজং (কংসনিমিত্তং) ভয়ং বিদিত্বা যোগমায়াং সমাদিশৎ (আজ্ঞাপয়ামাস)।

৬। মূলানুবাদ ঃ সর্বাংশী নিত্যরূপ শ্রীকৃষ্ণ নিজেও বসুদেবাদির আশ্রিত যাদবগণের কংসজ ভয় জানতে পেরে যোগমায়াকে বিশেষ ভাবে আদেশ করলেন।

৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ ভগবান্ স্বয়মেব নিত্যরূপঃ শ্রীকৃষ্ণঃ বিশ্বাত্মা সর্ব্বাংশী; অপি-শব্দঃ—ক্ষীরোদশায্যপেক্ষয়া, পূর্ব্বং স ব্রহ্মাদীন্ সমাদিশৎ, অধুনা স্বয়মসাবপি। যোগমায়ামিতি — বিদিত্বা নিবেদনং বিনাপি যদূনাং ভয়ং জ্ঞাত্বা তদ্ভয়নিরাসার্থমিত্যর্থঃ, সম্যক্প্রোৎসাহনাদিপূর্ব্বকম্ আদিশৎ; কুতঃ ? নিজাঃ শ্রীবসুদেবাদয়ো নাথা যেষাং তেষাং ভক্তবাৎল্যাদিতি ভাবঃ; স্বীয়েষু শ্রেষ্ঠানামিতি বা; যোগো ভগবচ্ছক্তিবিশেষঃ, স এব ব্রহ্মাদীনামপি মোহনান্মায়া, তাং জগৎকারণশক্তিতোঽপি পরাবস্থাম্ একানংশাখ্যাম্। যদ্বা, অত্রাপি-শব্দোঽয়ং শ্রীভগবতঃ পরমোৎকর্ষং সূচয়িত্বা তস্যাস্তাদৃশত্বেঽপি ততোঽতিনিকর্ষং সূচয়তি। তাদৃশোঽপি তাদৃশীং তাং সমাদিশদিতি তু তস্য নিজেষু বাৎসল্যাতিশয়ম্ ॥ জী০ ৬ ॥

৬। জীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ ভগবানপি—নিত্যরূপ শ্রীকৃষ্ণ নিজেই (আদেশ করলেন) **বিশ্বাত্মা**—সর্বাবতারাবতারী। **অপি**—ক্ষীরোদশায়ীর অপেক্ষায় 'অপি' শব্দের ব্যবহার। পূর্বে ক্ষীরোদশায়ীরূপে ব্রহ্মাদিকে আদেশ করেছিলেন, অধুনা **বিশ্বাত্মা**। সর্বাবতারাবতারী স্বয়ং কৃষ্ণ 'অপি' নিজেও আদেশ করলেন—যোগমায়াকে। **বিদিত্বা**—নিজেই জেনে—যদুগণের নিবেদনের পূর্বেই তাঁদের ভয় জেনে উহা নিরসনের জন্য আদেশ করলেন। **সমাদিশৎ** ঢিলে ঢালা ভাবে যে আদেশ করলেন, তা নয় - সম্যক্ অর্থাৎ নানাভাবে সাহস দিয়ে উত্তেজিত করে আদেশ করলেন। কেন ? **যদূনাং নিজনাথানাং**—'নিজাঃ' শ্রীবসুদেবাদি 'নাথা' আশ্রয় যাঁদের সেই যাদবগণের কংসজ ভয় অবগত হয়ে ভক্তবৎসলতা হেতু। অথবা নিজেদের মধ্যে 'নাথানাং' শ্রেষ্ঠজনদের ভয় জেনে। **যোগমায়াং**—শ্রীভগবানের শক্তি বিশেষ তিনিই ব্রহ্মাদিকে মোহন করা হেতু মায়া। এরই নাম একানংশ, যিনি জগৎ কারণশক্তি থেকেও পরাবস্থ। এই শ্লোকে 'অপি' শব্দের আর একটি অর্থ হতে পারে, যথা—শ্রীভগবানের পরমোৎকর্ষতা প্রকাশ করত যোগমায়ার তাদৃশ ভাব থাকলেও শ্রীভগবান্ থেকে তাঁর অতি নিকৃষ্টতা প্রকাশ। শ্রীভগবান্ তাদৃশ **অপি**—হয়েও তাদৃশী যোগমায়াকে আদেশ করলেন। এতে যদুগণের প্রতি তাঁর বাৎসল্যের আধিক্য প্রকাশিত হল ॥ জী০ ৬ ॥

৬। শ্রীবিশ্বনাথ-টীকা ঃ ইদানীং স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণোঽপি যোগমায়াং বিমলাদীনাং চিচ্ছক্তিবৃত্তীনাং পঞ্চমীম্ ॥ বি০ ৬ ॥

৭। গচ্ছ দেবী ! ব্রজং ভদ্রে ! গোপগোভিরলঙ্কৃতম্।
রোহিণী বসুদেবস্য ভার্য্যাস্তে নন্দগোকুলে॥
অন্যাশ্চ কংসসংবিগ্না বিবরেষু বসন্তি হি॥
৮। দেবক্যা জঠরে গর্ভং শেষাখ্যং ধাম মামকম্।
তৎ সন্নিকৃষ্য রোহিণ্যা উদরে সন্নিবেশয়॥

৭। **অন্বয়ঃ** দেবি ! ভদ্রে ! (সর্ব্বমঙ্গলে !) গোপগোভিঃ অলঙ্কৃতং (সুশোভিতং) ব্রজং গচ্ছ, নন্দ গোকুলে (নন্দালয়ে) বসুদেবস্য ভার্য্যা রোহিণী আস্তে (বর্ত্ততে) অন্যাশ্চ (অন্যাশ্চ বসুদেবভার্য্যাঃ) কংসসংবিগ্নাঃ (কংসভয়পীড়িতাঃ) বিবরেষু (গুপ্তস্থানেষু) বসন্তি হি।

৭। **মূলানুবাদঃ** হে জগৎপূজ্যে ! হে সর্বমঙ্গলে ! তুমি গোপ গোপী-গোগনে অলঙ্কৃত ব্রজে-গমন কর। কংস ভয়ে বসুদেবের ভার্যা রোহিণী তথায় বাস করছেন। তাঁর অন্যান্য ভার্যাগণও কংসভয়ে কোনও গোপন স্থানে বাস করছেন।

৮। **অন্বয়ঃ** দেবক্যাঃ জঠরে মামকং ধাম (মদংশ ভূতং বলদেবস্বরূপং) শেষাখ্যং [আবির্ভূতম্] তৎ (মমধাম) সন্নিকৃষ্য (দেবকীগর্ভাদাকৃষ্য) রোহিণ্যাঃ উদরে সন্নিবেশয় (সংস্থাপয়)।

৮। **মূলানুবাদঃ** যিনি আমার অংশভুত বলদেব স্বরূপ এবং যিনি বলদেবাংশে শেষ নামে প্রসিদ্ধ সেই দেবকী-উদরস্থ ভ্রূণ গোপনে আকর্ষণ করে রোহিণীর উদরে স্থাপন কর।

৬। **শ্রীবিশ্বনাথ-টীকানুবাদঃ** ভগবানপি—ইদানীং স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণও **যোগমায়াং**—চিচ্ছক্তি বৃত্তি বিমলাদি নয়-এর মধ্যে পঞ্চমী যোগমায়াকে আদেশ করলেন॥ বি০ ৬॥

৭। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** গচ্ছেত্যর্দ্ধকম্, হে দেবি জগৎপূজ্যে ভদ্রে সর্ব্বমঙ্গলে—এতৎ সর্ব্বং তস্যাঃ প্রোৎসাহনার্থম্; যদ্বা, তত্র গমনে যোগ্যতোক্তা। পুনর্বিশেষেণ প্রোৎসাহয়তি—গোপেতি, অনেন তেষাং গোপানাং গবাঞ্চ তস্যা অপ্যগম্যং পরমাশ্চরূপত্বং দর্শিতম্। অস্যা বসুদেবভার্য্যাঃ॥ জী০ ৭॥

৭। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ** 'গচ্ছ'ইতি,অর্ধশ্লোক। **হে দেবী**—হে জগৎপূজ্যে ! **ভদ্রে**—হে সর্বমঙ্গলে। এই সব কিছু সম্বোধন, যোগমায়াকে বিশেষ ভাবে সাহস ও উত্তেজনা দানের জন্য। অথবা ব্রজে গমনে যোগমায়ার যোগ্যতা বলা হল। পুনরায় বিশেষ ভাবে সাহস-উত্তেজনা দেওয়া হচ্ছে, **গোপ ইতি**—ব্রজের এমন পরমাশ্চর্য স্বভাব যে সেই গোপগণের ও গোদের, এমন কি যোগমায়ারও দুর্বোধ্য, তাই দেখান হল, 'গোপ' ইত্যাদি বাক্যে। **অন্য**—বসুদেব ভার্যাগণ॥ জী০ ৭॥

৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** নন্দগোকুলে রোহিণ্যাস্তে ইতি ষড়্গর্ভবধানন্তরং রোহিণ্যা অপি জাতং গর্ভমালক্ষ্য রহসি লোকদ্বারা বসুদেবেনৈব সা প্রেষিতা। কংসাৎ সংবিগ্না ভীতাঃ বিবরেষু রহস্যস্থলেষু॥

৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** **নন্দগোকুলে রোহিণ্যাস্তে**—ষড়্গর্ভের বধের পর রোহিণীরও গর্ভাবস্থা লক্ষ্য করে তাকে গোপনে লোকদ্বারা গোকুলে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন বসুদেব। **কংসসংবিগ্না**—কংস থেকে ভীতা। বিবরেষু—রহস্থলে॥ বি০ ৭॥

৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ গর্ভং ভ্রূণং, শেষাখ্যং শিষ্যত ইতি শেষোঽংশঃ, স আখ্যা খ্যাতির্যস্য তং, মমাংশত্বেন খ্যাতমিত্যর্থঃ মামকং সঙ্কর্ষণসংজ্ঞং ধাম রূপম্ আধারশক্তিময়ত্বেনাশ্রয়ং বা, সম্যক্ অলক্ষিতং সুখপূর্ব্বঞ্চ নিতরাং কৃষ্ট্বা ॥ জী০ ৮ ॥

৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ গর্ভং- ভ্রূণ শেষাখ্যং—আমার অংশ রূপে বিখ্যাত। **মামকং**—আমার সঙ্কর্ষণ নামক **ধাম**—রূপ, অথবা আধারশক্তিময়তা হেতু আশ্রয়, তাঁকে আকর্ষণ করো **সন্নিকৃষ্য**—'সম্যক্' অলক্ষিত ভাবে সুখপূর্বক একান্ত ভাবে আকর্ষণ করে ॥ জী০ ৮ ॥

৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ মামকং ধাম মদংশভূতং বলদেবস্বরূপং, কীদৃশং শেষ ইত্যংশেন আখ্যা যস্য "যস্যৈকাংশেন বিধৃতা জগতী জগতঃ পতেঃ" ইত্যগ্রিমোক্তেঃ। অতএব তস্য রোহিণী নিত্যমাতৃকত্বেঽপি দেবক্যা গর্ভে মৎপ্রবেশানুরোধেন এব প্রথমং তেন প্রবিষ্টং ততঃ স্বাংশং মন্নিবাস-শয্যাসনাদ্যাত্মকং শেষং তত্র দেবকীগর্ভে স্থাপয়িত্বৈব স্বমাতুরোহিণ্যাঃ গর্ভে যিয়াসদিত্যর্থঃ। নন্থ শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপায়াং ভগবৎপ্রকাশিকায়াং মহাশক্তৌ দেবকীদেব্যাং প্রাকৃতানাং ষড়্গর্ভাণাং কথং প্রবেশঃ সমুচিতো ভবতি ? সত্যং শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপে শ্রীভগবতি সমষ্টিব্যষ্টীনাং প্রবিষ্টত্বেঽপি যথা ন তদ্‌যোগস্তথৈব দেবক্যামপি ষড়্গর্ভাণামিত্যর্থঃ। যদুক্তং "মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ। ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরমিতি"। কিন্তু জনেষু ভক্তিপরিপাটীপ্রদর্শনার্থমেবেয়ং লীলাঽবগম্যতে। তথাহি ভক্তজনে শ্রবণকীর্ত্তনাদিলক্ষণা ভক্তিস্তিষ্ঠতি, তদ্গর্ভ এব তদানুষঙ্গিকফলভূতত্বাৎ ষড়্বিষয়-ভোগাশ্চ তিষ্ঠন্তি। হন্ত ঐতৈরেব সংসারান্ধকূপে পতিষ্যামীতি ততঃ প্রকটীভূতাদ্ভয়াৎ কালেন তে নিবর্ত্তন্তে চ। ততো ভগবদ্‌যশঃশ্রবণকীর্ত্তনপরিচর্য্যাদিময়ী ভক্তিরতিপ্রবৃদ্ধা ভবতি। তস্যাং চ ভগবান্ রূপগুণমহোদধিঃ প্রাদুর্ভবতি, ভক্তের্ভগবৎপ্রকাশশুদ্ধসত্ত্ব স্বরূপত্বাৎ "ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তীতি" শ্রুতেঃ। এবমেব মরীচির্মনসোঽভবদিতি শ্রবণান্মরীচের্মনোঽবতারত্বং তৎপুত্রাণাং যন্নাং শব্দাদিতি ষড়্বিষয়াবতারত্বং; দেবক্যা ভগবৎ প্রাদুর্ভাবকত্বাদ্ভক্ত্যবতারত্বম্। 'ভয়াৎ কংস' ইতি শ্রবণাদ্ভয়ময়ত্বেন কংসস্য ভয়াবতারত্বম্। অতো ভক্তিগর্ভগতানাং ষড়্বিষয়াণাং যথা সংসারভয়মেব নিবর্ত্তকং তথৈব দেবকীষড়্গর্ভাণাং কংসো হন্তা। বিষয়নিবৃত্তৌ সত্যাং যথা ভক্তিগর্ভে ভগবদ্‌যশঃপরিচর্য্যাদিময়ী প্রেমভক্তিরেব ভবেৎ তথৈব দেবক্যাং ষড়্গর্ভনিবৃত্ত্যনন্তরং সপ্তমো গর্ভো ভগবদ্‌যশোনিবাসশয্যাসনচ্ছত্রাদিরূপোঽনন্তঃ। ততঃ প্রেমভক্ত্যাবির্ভাবানন্তরং যথা ভগবৎ সাক্ষাৎকারো ভক্তেরষ্টমো গর্ভস্তথৈব দেবক্যাশ্চাষ্টমো গর্ভো ভগবানিতি তত্ত্বং দ্রষ্টব্যম্ ॥ বি০ ৮ ॥

৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ মামকং ধাম—(কৃষ্ণ-উক্তি) বলদেব স্বরূপ আমার অংশভূত। কিদৃশ ? **শেষাখ্যং**—যিনি অংশে শেষ নামে প্রসিদ্ধ—এ কথা ভা০ ১০।৬৫।২৮ শ্লোকে পরে বলা হয়েছে, যথা—"হে জগতের পতি রাম ! আপনার এক অংশ দ্বারা এই পৃথিবী ধৃত হয়ে আছে।" অতএব রোহিণী দেবী বলরামের নিত্য মাতা হলেও দেবকীর গর্ভে আমার প্রবেশ উপরোধ হেতুই সেখানে প্রথমে প্রবেশ করত অতঃপর স্বাংশ—আমার নিবাস-শয্যা আসনাদিরূপ শেষদেবকে সেখানে স্থাপন করে রেখে তিনি নিজের মাতা রোহিণীগর্ভে যেতে ইচ্ছা করলেন। এখানে একটি প্রশ্ন, শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবৎ প্রকাশিকা

৯। অথাহমংশভাগেন দেবক্যাঃ পুত্রতাং শুভে।
প্রাপ্স্যামি ত্বং যশোদায়াং নন্দপত্ন্যাং ভবিষ্যসি॥

৯। **অন্বয়ঃ** শুভে! (ভদ্রে) অথ (ত্বৎকৃতগর্ভাকর্ষণান্তে) অহং অংশভাগেন (পূর্ণরূপেণ) দেবক্যাঃ পুত্রতাং প্রাপ্স্যামি, ত্বং চ নন্দপত্ন্যাং যশোদায়াং ভবিষ্যসি (উৎপৎস্যসে মাত্রম্)॥

৯। **মূলানুবাদঃ** হে ভদ্রে! তৎপর আমি পরিপূর্ণস্বরূপে দেবকীর পুত্রত্ব স্বীকার করবো এবং তুমিও নন্দপত্নী যশোদার গর্ভে জাতমাত্র হবে কিন্তু কন্যারূপে স্নেহ লাভ করবে না।

মহাশক্তি দেবকীদেবীর গর্ভে প্রাকৃত ষড়্‌গর্ভের প্রবেশ কি করে সমুচিত হয়? উত্তর,শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ শ্রীভগবানে সমষ্টি ব্যষ্টি জগত যেমন প্রবিষ্ট অবস্থায় থাকলেও শ্রীভগবানের সঙ্গে সংযোগ হয় না, তেমনই দেবকীর সঙ্গে তাঁর প্রাকৃত ষড়্‌গর্ভের সংযোগ হয় না। এ বিষয়ে প্রমাণ গীতার ৯।৪-৫ শ্লোক, যথা—"সমস্ত ভূত চৈতন্য-স্বরূপ আমাতে অবস্থিত, কিন্তু আমি তা দিগেতে অবস্থিত নই। আবার ভূতগণ আমাতে অবস্থিত নয়। আমার ঐশ্বরিক অঘটন-ঘটন চাতুর্য দেখ।" কিন্তু লীলায় যে এই মেশামেশি দেখা যায়,তা এ-লোকে ভক্তি-পরিপাটী দেখবার জন্যই। তথা হি—ভক্তজনে শ্রবণ-কীর্তনাদিরূপ সাধনভক্তি থাকা অবস্থাতেই তাঁর ভিতরে ঐ ভক্তির আনুষঙ্গিক ফল স্বরূপে ষড়্‌বিষয়-সুখভোগও অবস্থান করে। ভক্ত তখন দৈন্যে বলে, হায় হায় এর দ্বারা আমি সংসার অন্ধকূপে পতিত হব, এইরূপে অতঃপর ভয়ের প্রকাশ হয়—এই ভয় থেকে কালক্রমে উক্ত বিষয়ভোগ নিবর্তিত হয়। অতঃপর ভগবানের নামরূপগুণলীলা শ্রবণকীর্তনময়ী ও পরি-চর্যাদিময়ী ভক্তি উচ্ছলিত হয়ে উঠে। তখন ঐ ভক্তের ভিতর রূপগুণের মহাসাগর ভগবান্ প্রাদুর্ভূত হন। ভক্তি হলেন শুদ্ধসত্ত্ব স্বরূপ এবং ভগবানের প্রকাশক। তাই "ভক্তিই ভগবান্‌কে দর্শন করায়"—শ্রুতিতে এইরূপ দেখা যায়। এইবার প্রস্তুত বিষয়ে আসা যাক্, এইরূপেই মন থেকে মরীচির আবির্ভাব শোনা যায় বলে মরীচি মনের অবতার। মরীচির ছয়টি পুত্র শব্দ স্পর্শাদি ছয়টি বিষয়, এরূপ বলা যায়। দেবকীর ভগবৎ-প্রাদুর্ভাবক গুণ থাকায় তিনি সাক্ষাৎ মূর্তিমতী ভক্তি। 'ভয়াৎ কংস' এইরূপ শোনা যায় বলে ভয়-ময়ত্ব হেতু কংস ভয়ের অবতার অর্থাৎ কংস মূর্তিমান্ ভয়, এরূপ বলা যায়। সংসার ভয়ই যেমন ভক্তিগর্ভগত ষড়্‌বিষয় অপসারিতকারী তেমনই কংস দেবকীর ষড়্‌গর্ভের বিনষ্টকারী। বিষয়নিবৃত্তি হয়ে গেলে যেমন ভক্তিগর্ভে ভগবদ্‌যশ পরিচর্যাদিময়ী প্রেমভক্তি অবশ্য আবির্ভাব হয়, সেইরূপ দেবকীর ষড়্‌গর্ভ অপসারিত হওয়ার পর সপ্তম গর্ভ ভগবদ্ যশোনিবাস শয্যাসনছত্রাদি রূপ অনন্তের আবির্ভাব হয়। অতঃপর প্রেম-ভক্তির আবির্ভাবের পরই যেমন ভগবৎ সাক্ষাৎকার ভক্তির অষ্টমগর্ভ সেইরূপই দেবকীর অষ্টমগর্ভ ভগবান্, এইরূপ তত্ত্ব দর্শনীয়॥ বি০ ৮॥

৯। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** অথানন্তরমেবেতি—দেবকীপুত্রত্বপ্রাপ্তৌ ত্বরাং বোধয়তি, এবমেব শ্রীবলদেবস্যাল্পকালাগ্রজত্বং, তচ্চাগ্রে ব্যক্তং ভাবি। অংশেতি তৈর্ব্যাখ্যাতম্। তত্র প্রথমেইর্থে কর্ত্তরি ঘঞ্ আর্ষঃ দ্বিতীয়ে চ ণিজন্তত্বাত্তদ্বৎ। তৃতীয়েহংশেন পুরুষরূপেণেত্যাদিকং ত্বন্মন্মতসহায়মিতি জ্ঞেয়ম্

যদ্বা, অংশানাং ভাগো ভজনং প্রবেশো যত্র তেন স্বরূপেণ; যদ্বা, অংশানাং ব্রহ্মাদীনাং জীবানাং ভাগধেয়েন হেতুনা। নন্থ শ্রীসঙ্কর্ষণাকর্ষণে শ্রীযশোদায়াং জন্মনি চ মম কা যোগ্যতা? ইত্যপেক্ষায়ামাহ—শুভে মন্নিদেশেনৈব প্রাপ্তমঙ্গলে, তত্র ত্বং যোগ্যা ভূরিত্যর্থঃ। এবং তাং প্রতি বরদানং জ্ঞেয়ম্। অতএব তয়া শ্রীনন্দাদিমোহনং বক্ষ্যতি; যদ্বা, হে ভাগ্যবতি, যতো যশোদায়াং ভবিষ্যসি, যশোদায়ামিতি তেন তব যশঃ নন্দপত্ন্যামিত্যানন্দশ্চ ভবিতেতি ভাবঃ। নিগূঢ়শ্চায়মর্থঃ—অংশভাগেন প্রকাশ-ভেদেন দেবক্যাঃ পুত্রতাং প্রাপ্স্যামীত্যেবং প্রকাশান্তরেণ শ্রীযশোদায়া অপি পুত্রতাং প্রাপ্স্যামীতি জ্ঞেয়ম্। 'অবতীর্ণৌ জগত্যর্থে স্বাংশেন বল-কেশবৌ' (শ্রীভা০ ১০।৩৮।৩২) ইত্যত্র শ্রীস্বামি-চরণৈরপি ব্যাখ্যাতং, স্বাংশেন মূর্ত্তিভেদেনেতি। অতএব ত্বং যশোদায়াং ভবিষ্যসি, বিদ্যমানতামেব প্রাপ্স্যসি, ন তু পুত্রীত্বমিতি তথা ব্যবহারাভাবাৎ ইতি ভাবঃ। এতদ্ব্যঞ্জনয়ৈব ভবিষ্যসি ইতি পৃথগুক্তম্, অন্যথা শ্রীযশোদায়াং ত্বং পুত্রতাং প্রাপ্স্য-সীতি বিভক্তিবিপরিণামেনৈবার্থসিদ্ধিঃ স্যাৎ; পুত্রশব্দো হি কন্যামপি বদতি, অতএব তদ্ব্যবচ্ছেদায় 'পুমাংসং পুত্রমাধেহি' ইতি শ্রুতৌ, পুমাংসমিতি পুত্রতামিতি—সামান্যবচনত্বেন পুংস্ত্বব্যভিচারিত্বং যুক্তীনামিতিবৎ। অয়ং ভাবঃ—'দধার সর্ব্বাত্মকমাত্মভূতম্' (শ্রীভা০ ১০।২।১৮) ইতিবৎ বক্ষ্যমাণদিশা যথা দেবকী মাং মনসি ধারয়িষ্যতি, স্বগর্ভজত্বেনাভিমংস্যতে চ, তথা সাপি; যথা চ দেবক্যাং মম মাতৃত্বানুভবস্তথা তস্যামপীতি। 'নন্দস্ত্বাত্মজ উৎপন্নে' (শ্রীভা০ ১০।৫।১) ইত্যাদৌ শ্রীশুকবাক্যে বিবৃতীভবিষ্যতি। অতো ভবত্যাস্তত্র সত্তা-ব্যাজমাত্রার্থং ময়া দিশ্যতে, যতো ভবতী মায়েতি॥ জী০ ৯॥

৯। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ অথ—'অতঃপরই' এই পদে দেবকীপুত্রতা প্রাপ্তিতে ত্বরা এবং এইরূপে শ্রীবলদেবের অল্প অগ্রজত্ব—বুঝানো হল—ইহা আগে ব্যক্ত হবে। **অংশভাগেন**—(স্বামিপাদের ব্যাখ্যার প্রতি সম্মান দেখিয়ে শ্রীজীবপাদ নিজে অন্য ব্যাখ্যা করছেন—) অংশ সমূহের 'ভাগো' ভজন অর্থাৎ প্রবেশ যাতে, সেই স্বরূপে অর্থাৎ পূর্ণরূপে। অথবা, 'অংশানাং' ব্রহ্মাদি জীবসমূহের, ভাগ্য হেতু। পূর্বপক্ষ, যোগমায়া বল্‌ছেন, আচ্ছা, শ্রীসঙ্কর্ষণের আকর্ষণ এবং শ্রীযশোদাতে জন্ম নেওয়ার আমার কি যোগ্যতা? এরই উত্তরে বলা হচ্ছে—**শুভে**—আমার আদেশরূপ মঙ্গল লাভে ধন্যা তুমি, ওতেই যোগ্যা হয়ে গিয়েছ। এইরূপে যোগমায়ার প্রতি বরদান হল, বুঝতে হবে। অতএব তাঁর দ্বারা শ্রীনন্দাদি-মোহন বলা হয়েছে। অথবা, 'শুভে' হে ভাগ্যবতি, যেহেতু যশোদাতে জন্ম হবে - তাই ভাগ্যবতী। যশোদাতে জন্ম হওয়াতে তোমার যশ হবে—আর 'নন্দপত্নী' এইপদে তোমার যে আনন্দ হবে, তাই ধ্বনিত হচ্ছে।

এই শ্লোকের নিগূঢ় অর্থ—**অংশ ভাগেন** - প্রকাশভেদে দেবকীর পুত্রতা প্রাপ্ত হব—এই কথার ধ্বনি হল, প্রকাশান্তরে যশোদারও পুত্রতা প্রাপ্ত হব। (ভা০ ১০ ৩৮ ৩২) "জগতের ভার হরণের জন্য 'স্বাংশেন' অর্থাৎ মূর্তিভেদে রাম-কৃষ্ণ অবতীর্ণ—এখানে 'স্বাংশ' পদের অর্থ স্বামিচরণের ব্যাখ্যা, অনুসরণে,যথা—'স্বাংশেন' মূর্তিভেদে।

অতএব হে দেবি, তুমি যশোদা থেকে ভবিষ্যসি' বিদ্যমানতা মাত্র প্রাপ্ত হবে—কিন্তু কন্যাভাব প্রাপ্ত হবে না, তাদৃশ ব্যবহারের অভাব হেতু, এইরূপ ভাব। এইরূপ অর্থ ব্যঞ্জনা দ্বারাই অর্থাৎ গূঢ় অর্থ প্রকাশ করেই তুমি আবির্ভূত হবে। এইরূপে 'ভবিষ্যসি' পৃথক উক্তি করা হল। অন্যথায় অর্থাৎ এরূপ

১০। অর্চ্চিষ্যন্তি মনুষ্যাস্ত্বাং সর্ব্বকামবরেশ্বরীম্।
ধূপোপহারবলিভিঃ সর্ব্বকামবরপ্রদাম্॥

১০। অন্বয় ঃ মনুষ্যাঃ সর্ব্বকামবরেশ্বরীং সর্ব্বকামবরপ্রদাং (সর্ব্বকাম্যফলদাত্রীং) ত্বাং ধূপোহার বলিভিঃ (ধূপাদিভিঃ পূজোপকরণৈঃ) অর্চ্চিষ্যন্তি।

১০। মূলানুবাদ ঃ নিখিল বস্তু যাচ্ঞাকারী মনুষ্যগণের শ্রেষ্ঠা ঈশ্বরী এবং তদীয় ভক্তগণের সমস্ত অভিলষিত বর প্রদানকারী তোমাকে সকামী মনুষ্য সকল বিবিধ উপহার ও বলি দ্বারা অর্চনা করবে।

পৃথক্ উক্তি না করা হলে 'যশোদাতে তুমি পুত্রতা প্রাপ্ত হবে' এইরূপ বিভক্তি-বিপরিত ভাবেই অর্থসিদ্ধি হয়ে যেত। 'পুত্র' শব্দ কন্যার প্রতিও প্রযোজ্য – কাজেই এরূপ অর্থ পরিহার করবার জন্য এখানে 'ভবিষ্যসি' পদটি পৃথক্ ব্যবহার করা হল—কারণ শ্রুতিতে প্রমাণ আছে 'পুমাংসং পুত্রমাধেহি ইতি'। দেবকীতে আমার যেরূপ মাতৃত্ব অনুভব সেইরূপ যশোদাতেও। শ্রীভা০ ১০ ৫।১ শ্লোকে শ্রীশুকের বাক্যে এ কথার প্রমাণ আছে, যথা—'নন্দের আত্মজ উৎপন্ন হলে' ইত্যাদি।

অতএব হে দেবি তোমাকে আমি আদেশ করছি—তথায় তোমার সত্তা প্রকাশের ভান মাত্র করার জন্য, যেহেতু তুমি মায়া। [যশোদার কন্যারূপে যোগমায়া প্রকট হলেন কি মহামায়া, এ সম্বন্ধে শ্রীজীবপাদের সঙ্গে শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তিপাদের তফাৎ দৃষ্ট হয়]॥ জী০ ৯॥

৯। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ অংশৈ র্জ্ঞানবলাদিভির্ভজনম্ অনুবর্ত্তনং ভক্তেষু যস্য তেন সর্ব্বথা পরিপূর্ণস্বরূপেণেতি ভাবার্থদীপিকায়াং। অংশানাং ভাগঃ ভজনং প্রবেশো যত্র তেন পূর্ণেন স্বরূপেণেতি। অংশানাং ব্রহ্মাদীনাং ভাগেন ভাগধেয়েন হেতুনেতি দ্বয়ং বৈষ্ণবতোষণ্যাম্। যদ্বা, অংশভাগেন অংশাংশেন পুত্রতাং পুত্রভাবং প্রাপ্স্যামি ন তু সর্ব্বাংশেনেত্যতঃ সা দেবকী ময়ি বাৎসল্যমৈশ্বর্য্যভাবময়ং করিষ্যতীত্যর্থঃ। তেন ভাবান্তরশূন্যং সম্পূর্ণমেব বাৎসল্যসুখং শ্রীযশোদায়ামেব প্রাপ্স্যামীতি দ্যোতিতম্। ত্বন্তু যশোদায়াং ভবিষ্যসি উৎপৎস্যসে মাত্রং, যশোদায়াং পুত্রীত্বং সমবাপ্স্যসীত্যনুক্তেস্ত্বয়ি সুতায়ামপি সা বাৎসল্যং ন করিষ্যতে। অলক্ষ্যবিগ্রহত্বেনৈব তব ব্রজে বর্ত্তিষ্যমাণত্বাদিতি ভাবঃ॥ বি০ ৯॥

৯। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ অংশ ভাগেন—জ্ঞান-বল-করুণাদি প্রকট করে ভক্তগণের ভজনং অনুবর্ত্তনং পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন যিনি করেন সেই সর্বথা পরিপূর্ণ স্বরূপ শ্রীধর।

(১) অংশ সকলের 'ভজনং' প্রবেশ যেখানে সেই পরিপূর্ণ স্বরূপে। (২) অংশ সকলের অর্থাৎ ব্রহ্মাদির 'ভাগেন' ভাগ্যবশতঃ যাঁর আবির্ভাব সেই স্বয়ংভগবান্। এই দুটি অর্থ – শ্রীজীব বৈষ্ণবতোষণী।

এইবার নিজ ব্যাখ্যা—**অংশ ভাগেন**—অংশা শ রূপে দেবকীর পুত্রতাং পুত্রভাব প্রাপ্ত হব, সর্বাংশে নয়। অতএব সেই দেবকী আমাকে ঐশ্বর্যভাবময় বাৎসল্য করবেন। পরিপূর্ণ স্বরূপে ঐশ্বর্যভাব শূন্য সম্পূর্ণ বাৎসল্যসুখ শ্রীযশোদাতেই পাবো, এরূপ ব্যঞ্জিত হচ্ছে। তুমি কিন্তু যশোদা থেকে **ভবিষ্যসি**—জাত হবে মাত্র। যশোদাতে পুত্রীত্ব 'সমবাপ্সসি' সম্যক্রূপে প্রাপ্ত হবে অর্থাৎ অবিকল সাধারণ কন্যার ভাব

১১। নামধেয়ানি কুর্ব্বন্তি স্থানানি চ নরা ভুবি।
দুর্গেতি ভদ্রকালীতি বিজয়া বৈষ্ণবীতি চ ॥
১২। কুমুদা চণ্ডিকা কৃষ্ণা মাধবী কন্যকেতি চ।
মায়া নারায়ণীশানী শারদেত্যম্বিকেতি চ ॥

১১-১২। অন্বয় ঃ নরাঃ ভুবি স্থানানি (তব নিকেতনানি) কুর্ব্বন্তি [তথা] দুর্গা ইতি ভদ্রকালী ইতি বিজয়া বৈষ্ণবী ইতি চ কুমুদা চণ্ডিকা কৃষ্ণা মাধবী কন্যাকা ইতি চ মায়া নারায়ণী ঈশানী শারদা অম্বিকা ইতি চ নামধেয়ানি (নামানি করিষ্যন্তি)।

১১-১২। মূলানুবাদ ঃ লোকে তোমার পীঠস্থান স্থির করবে। এবং লোকে তোমার নামকরণ করবে–দুর্গা-ভদ্রকালী বিজয়া-বৈষ্ণবী কুমুদা-চণ্ডিকা-কৃষ্ণা মাধবী-কন্যকা-মায়া-নারায়ণী-ঈশানী-শারদা-অম্বিকা প্রভৃতি।

প্রাপ্ত হবে, এরূপ না বলে শুধু **ভবিষ্যসি** এরূপ বলাতে বোঝা যাচ্ছে, যশোদার কন্যারূপে জাত হলেও তিনি বাৎসল্য করবেন না—অলক্ষ্য বিগ্রহরূপেই ব্রজে তোমার অবস্থিতি হওয়ায়। বি০ ৯ ॥

১০। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ তদেবাভিব্যঞ্জয়তি—অর্চ্চিষ্যন্তীতি ত্রিভিঃ। মনুষ্যা ইতি প্রায়স্তেষামেব সকামত্বাৎ ধর্ম্মেইধিকারাচ্চ। ইত্যাদিকঞ্চ তাং প্রতি বর এব। তথা চ শ্রীহরিবংশে—'প্রসাদং তে করিষ্যামি মৎপ্রভাবসমং ভুবি। যেন সর্ব্বস্য লোকস্য দেবি দেবী ভবিষ্যসি ॥' ইতি ॥ জী০ ১০ ॥

১০। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ সেই কথাই বিস্তার করে বলা হচ্ছে তিন শ্লোকে। **মনুষ্যা অর্চিষ্যন্তি** - জনগণ কেন অর্চনা করবে? তারা সকলেই প্রায় সকাম বলে এবং ধর্মেই তাঁদের অধিকার বলে করবে। এই যে সব কথা ভগবান্ এখানে বললেন, এ মায়ার প্রতি বরই দেওয়া হল। শ্রীহরিবংশেও এইরূপই আছে, যথা - "হে মায়া, তোমাকে আশীর্বাদ করছি, জগতে আমার মতো তোমার প্রভাব হবে। এই আমার প্রসাদে তুমি সকল লোকের দেবী হবে ॥ জী০ ১০ ॥

১০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ তবাংশভূতাং মায়ান্তু বসুদেবেনানেয়্যমাণাং কংসং বঞ্চয়িত্বা বিন্ধ্যাদি-স্থানেষু প্রভবিষ্যন্তীং নরা আরাধয়িষ্যন্তীত্যাহ,—অর্চ্চিষ্যন্তীতি। যতঃ সর্ব্বকামানাং লোকানাং বরাং শ্রেষ্ঠামীশ্বরীম্ ॥ বি০ ১০ ॥

১০। শ্রীবিশ্বনাথ-টীকানুবাদ ঃ কিন্তু তোমার অংশভূতা মায়া বসুদেবের দ্বারা আনিত হবার পর কংসকে বঞ্চনা করে বিন্ধ্যাচল প্রভৃতি স্থানে ঐশ্বর্য প্রকট করে বিভিন্ন মূর্তিতে বিরাজমানা হবেন। লোকসকল ঐ ঐ মূর্তিকে আরাধনা করবে—এই আশয়ে বলা হচ্ছে, অর্চিষ্যন্তি ইতি। **সর্বকামবরেশ্বরীম্** —কারণ সর্বকামী জনগণের তুমি শ্রেষ্ঠা ঈশ্বরী ॥ বি০ ১০ ॥

১১-১২। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ নামেতি যুগ্মকম্। কুর্ব্বতি করিষ্যন্তি, ভুবীতি—ভুবি বর্ত্তমানাঃ সর্ব্বেইপীত্যর্থঃ। দুর্গাদিনামানি অর্চ্চকানাং ভাবভেদেন তত্তৎকামাপেক্ষয়া, কিংবা, স্থানভেদেন তত্তদাখ্যয়া প্রসিদ্ধেঃ। তত্র চ ক্বাপি নামৈকং, কুত্রাপি চ দ্বে. ক্বচিচ্চ বহূনি ইত্যেতদভিপ্রায়েণ তত্র তত্রেতি শব্দপ্রয়োগঃ, চকারাশ্চ সর্ব্বেষামেব প্রাধান্যবোধনার্থমিতি ॥ জী০ ১১-১২ ॥

১৩। গর্ভসঙ্কর্ষণাৎ তং বৈ প্রাহুঃ সঙ্কর্ষণং ভুবি।
রামেতি লোকরমণাদ্বলভদ্রং বলোচ্ছ্রয়াৎ॥

১৩। অন্বয় ঃ তং বৈ গর্ভসঙ্কর্ষণাৎ (দেবকীগর্ভত আকর্ষণাৎ) ভুবি সঙ্কর্ষণং লোকরমণাৎ রামেতি, বলোচ্ছ্রয়াৎ (বলস্য আধিক্যাৎ) বলভদ্রং প্রাহুঃ।

১৩। মূলানুবাদ ঃ দেবকীর গর্ভ থেকে আকর্ষণ হেতুই রোহিণীনন্দকে জগতের লোকে বলবে সঙ্কর্ষণ। আরও, লোকরমণ হেতু রাম ও বলাধিক্য হেতু বলভদ্র বলবে।

১১-১২। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ ভুবি ইতি—জগতে বর্তমান্ সকলেই অর্চকের ভাবভেদে সেই সেই বাসনা অনুসারে দুর্গাদি নাম। অথবা, স্থান ভেদে সেই সেই নামে প্রসিদ্ধ। এ বিষয়েও কোথাও এক নাম। কোথাও আবার দু-নাম। আবার কোথাও বহুনাম এই অভিপ্রায়েই যেখানে দু বা বহু নাম সেখানের প্রথম নামের পর ইতি শব্দের প্রয়োগ, যথা, দুর্গেতি। সকলেরই প্রাধান্য বুঝানোর জন্য 'চ'কার॥ জী০ ১১-১২॥

১১-১২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ কুর্ব্বন্তি করিষ্যন্তি তদেবমিদানীং মদবতারেণ ত্বদবতারেণ চ লোকাঃ কেচিদ্বৈষ্ণবাঃ কেচিচ্ছাক্তাশ্চ ভবিষ্যন্তীতি ভাবঃ॥ বি০ ১১-১২॥

১১-১২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ কুর্ব্বন্তি—করবে॥ এইরূপে ইদানীং আমার এবং তোমার আবির্ভাবের দ্বারা লোক সকল কেউ বৈষ্ণব কেউ শাক্ত হবে॥ বি০ ১১-১২॥

১৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ পরমমধুরপ্রেমময়-শ্রীগোকুল-সম্বন্ধেন তস্যাপি মাহাত্ম্য-মুদেষ্যতীতি সঙ্কর্ষণপ্রয়োজনান্তরমাহ—গর্ভেতি। বৈ এব গর্ভতঃ সঙ্কর্ষণাদেব, ন তু শেষত্বাদিনা প্রলয়াদৌ জগদাকর্ষণাদিত্যর্থঃ। গর্ভ-সঙ্কর্ষণাদেব গোকুলপ্রাপ্ত্যা সর্ব্বেষাং লোকানাং রমণাৎ, তথৈব বলস্য উচ্ছ্রয়াৎ আধিক্যাৎ তদীয়পরমপ্রেমোর্জ্জিতমনন্তয়েতি ভাবঃ। বলং বলবদুচ্ছ্রয়াদিতি পাঠে বলবৎসু আধিক্যাদিত্যর্থঃ। রামেতি—সহসুপেতি সুপ্ মাত্রেণ সমাসঃ॥ জী০ ১৩॥

১৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ পরতত্ত্বসীমা আমার প্রেমময় গোকুল সম্বন্ধে যোগমায়ারও মাহাত্ম্য প্রকাশিত হবে, তাই সঙ্কর্ষণ আকর্ষণরূপ অন্য একটি প্রয়োজন বলা হচ্ছে—গর্ভেতি। 'বৈ' শব্দটি এখানে 'এব' অর্থে ব্যবহার হয়েছে। 'গর্ভসঙ্কর্ষণাৎ এব' অর্থাৎ গর্ভসঙ্কর্ষণ হেতুই—এ-টি হল মূল হেতু। এই হেতু থেকে প্রথমে লোকের মুখে মুখে আদরে স্বাভাবিক ভাবেই 'সঙ্কর্ষণ' নামের উদ্ভব হল রোহিনী নন্দনের। পুনরায় এই মূল করণকে অবলম্বন করেই আর একটি কারণের উদ্ভব হল—রোহিণীর গর্ভশয্যায় শায়িত অবস্থাতেই তাঁর প্রাপ্তি হল মাধুর্যভূমি শ্রীগোকুল, যার প্রভাবে তাঁর স্বাভাবিক মাধুর্য উচ্ছলিত হয়ে উঠল—তাই লোকের মনোরঞ্জন থেকে তাঁর নাম হল রাম। আবার এই গোকুল হল প্রেমপরাকাষ্ঠার পীঠস্থান, এখানে এসে রোহিনী-নন্দনের প্রেমবলও উচ্ছলিত হয়ে উঠাতে তার নাম হল বলভদ্র॥ জী০ ১৩॥

১৪। সন্দিষ্টৈবং ভগবতা তথেত্যোমিতি তদ্বচঃ।
প্রতিগৃহ্য পরিক্রম্য গাং গতা তৎ তথাকরোৎ॥
১৫। গর্ভে প্রণীতে দেবক্যা রোহিণীং যোগনিদ্রয়া।
অহো বিস্রংসিতো গর্ভঃ ইতি পৌরা বিচুক্রুশুঃ॥

১৪। **অন্বয়ঃ** ভগবতা এবং সন্দিষ্টা (আদিষ্টা) তদ্বচঃ (ভগবদ্বাক্যং) তথা ইতি ওম্ ইতি (তথৈব করিষ্যামি ইতি স্বীকৃত্য) প্রতিগৃহ্য (শ্রীভগবন্তম্ অভিবাদ্য) পরিক্রম্য গাং গতা (পৃথিবীং গতা) তত্তথা অকরোৎ।

১৪। **মূলানুবাদঃ** শ্রীভগবান্ কর্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হয়ে 'ভাল তাই হোক্' বলে যোগমায়া ভগবদ্বাক্য অত্যাদরে স্বীকার করে তাঁকে পরিক্রমা করত মর্তলোকে গমন পূর্বক হুবহু তাঁর আদেশানুরূপ কার্য করলেন। একটুও এদিক-ওদিক হল না।

১৫। **অন্বয়ঃ** যোগনিদ্রয়া দেবক্যাঃ গর্ভে রোহিণীং প্রণীতে (রোহিণী গর্ভে স্থাপিতে সতি) পৌরাঃ (পুরবাসিনঃ জনাঃ) অহো গর্ভঃ বিস্রংসিতঃ (অহো! দেবক্যা গর্ভঃ পাতিতঃ) ইতি বিচুক্রুশুঃ (উচ্চৈঃ বিলেপুঃ)।

১৫। **মূলানুবাদঃ** যোগমায়া দ্বারা ভ্রূণ আকৃষ্ট হয়ে রোহিণীতে সংস্থাপিত হলে পুরবাসিগণ 'হায় হায় গর্ভপাত হয়ে গেল' বলে বিলাপ করতে লাগলেন।

১৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** রামেতি সহসুপেতি সমাসঃ॥ বি০ ১৩॥

১৩। **শ্রীবিশ্বনাথ-টীকানুবাদঃ রামেতি** রাম নামে ডাক্‌বে—'সহসুপ', এইরূপ সমাস॥

১৪। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** তস্য ভগবতো বচস্তদ্‌যথাদিষ্টং তথৈব, ন তু কিঞ্চিদ্-ব্যভিচারেণেত্যর্থঃ॥ জী০ ১৪॥

১৪। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ তদ্বচ**—সেই ভগবানের বাক্য পালন করলেন—যথা আদেশ তথা কাজ—একটুও এদিক-ওদিক হল না॥ জী০ ১৪॥

১৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** তথেতি পুনরপ্যোমিতি অত্যাদরেণ তদীয়ং বচঃ প্রতিগৃহ্য গাং পৃথ্বীং তত্তদনন্তরং॥ বি০ ১৪॥

১৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ তথেত্যোমিতি**—'তথা ইতি' বলেই পুনরায় বললেন 'ওম্ ইতি' এতে অত্যাদর বুঝা যাচ্ছে শ্রীভগবানের কথায়। প্রথমে শ্রীভগবানের কথা অঙ্গীকার করলেন, তৎপর পরিক্রমা করলেন এবং তৎপরই পৃথিবীতে গেলেন—একটার পর আর একটা কার্য করলেন॥ বি০ ১৪॥

১৫। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** যোগমায়ৈব যোগনিদ্রা, নিদ্রাবৎ সকললোকবোধহরণাৎ, তয়া প্রকর্ষণে নীত ইতি দেবক্যা দুঃখাদিকং, রোহিণ্যাশ্চ বিস্ময়াদিকং, গোকুলবাসিনাঞ্চ তজ্‌জ্ঞানাদিকং কিমপি নাভূদিতি বোধিতম্। তত্র চ শ্রীহরিবংশাদ্যুক্তানুসারেণৈব জ্ঞেয়ম্। প্রাগেব শ্রীবসুদেবাহিত-গর্ভায়াঃ

শ্রীরোহিণ্যাঃ পশ্চাদ্গোকুলং গতায়াঃ সপ্তমে মাসি তং গর্ভমপসার্য্য শ্রীদেবকী-জঠরাৎ সাপ্তমাসিকং গর্ভম-লক্ষিতমাকৃষ্য রোহিণ্যুদরং নীত ইতি। তথা চ শ্রীহরিবংশে যোগনিদ্রাং প্রতি শ্রীভগবদুক্তৌ—'সপ্তমো দেবকীগর্ভো যোঽংশঃ সৌম্যো মমাগ্রজঃ। স সংক্রাময়িতব্যস্তে সপ্তমে মাসি রোহিণীম্॥' ইতি। তন্নয়ন-প্রকারবিশেষশ্চ তত্রৈব—'সার্দ্ধরাত্রে স্থিতং গর্ভং পাতয়ন্তী রজস্বলা। নিদ্রয়া সহসাবিষ্টা পপাত ধরণীতলে॥ সা স্বপ্নমিব তং দৃষ্ট্বা স্বগর্ভে গর্ভমাহিতম্। অপশ্যন্তী চ তং গর্ভং মুহূর্ত্তং ব্যথিতাঽভবৎ॥ তামাহ নিদ্রাসংবিগ্নাং নৈশে তমসি রোহিণীম্। কর্ষণেনাস্য গর্ভস্য স্বগর্ভে চাহিতস্য বৈ॥ সঙ্কর্ষণো নাম শুভে তব পুত্রো ভবিষ্যতি।' ইত্যাদি। অহো আশ্চর্য্যে খেদে বা, দেবক্যা গর্ভঃ বিস্রংসিতো বিস্রস্তঃ কংসভয়াদিতি শেষঃ। তথা চ শ্রীবিষ্ণু-পুরাণে—'সপ্তমো ভোজরাজস্য ভয়াদ্রোধোপরোধতঃ। দেবক্যাঃ পতিতো গর্ভ ইতি লোকো বদিষ্যতি॥' ইতি।' যদ্বা, কংসেনৈব কেনচিদুপায়েন পাতিত ইত্যর্থঃ, ব্যক্ততয়া তদনুক্তিস্তেষাং তদ্ভয়াৎ; বিচুক্রুশুঃ উচ্চৈরার্ত্তস্বরেণ জজল্পুর্বিলেপুরিতি বা॥ জী০ ১৫॥

১৫। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ যোগনিদ্রয়া**—যোগমায়াই যোগনিদ্রা—নিদ্রার মতো সকল লোকের বোধ হরণ করেন বলে তাকে যোগনিদ্রা বলা হল। **প্রণীতে**—তাঁর দ্বারা অতি সুষ্ঠু ভাবে এক গর্ভ থেকে অন্য গর্ভে নেওয়া কাজটি নিষ্পাদিত হল, তাই 'প্র' শব্দটি দেওয়া হল—দেবকীর যন্ত্রনাদি, রোহিণীর বিস্ময় এবং গোকুলবাসিদের এ বিষয়টি জানা – কিছুই হল না। শ্রীহরিবংশের উক্তি অনুসারে এইরূপ জানা যায়, যথা—পূর্বেই শ্রীবসুদেবের দ্বারা রোহিণীর গর্ভ আধান হয়েছিল, পরে গোকুলে যাওয়ার পর সপ্তম মাসে সেই গর্ভের অপসারণ করবার পর দেবকীর গর্ভ অলক্ষিতে আকর্ষণ করে রোহিণীর উদরে নীত হয়। সেই আনায়ন প্রকার আরও বিশেষ ভাবে ঐ হরিবংশেই বলা হয়েছে, যথা—'অর্ধরাত্রে রোহিণীর উদরের স্থির গর্ভটি যোগমায়া আকর্ষণ করে ফেলে দিলেন। রোহিণী সহসা নিদ্রায় আবিষ্ট হয়ে ধরণীতলে পড়ে গেলেন। তার উদরে যে গর্ভ স্থাপন হল, তা তিনি স্বপ্নবৎ দেখলেন। পূর্বের গর্ভটিও মাটিতে পড়া দেখে মুহূর্তকাল ব্যথিত হলেন। নিদ্রাকাতর রোহিণীকে অন্ধকার গভীর রাত্রে যোগমায়াদেবী বললেন—ঐ যে মাটিতে পড়া দেখছ, ঐ গর্ভকে আকর্ষণ করত তোমার গর্ভে স্থাপিত করা হল যাঁকে, তাঁর নাম সঙ্কর্ষণ—হে শুভে! তোমার সঙ্কর্ষণ নামক পুত্র হবে।" ইত্যাদি। **অহো**—আশ্চর্যে বা খেদে। দেবকীর গর্ভপাত হল, কংস ভয় হেতু। এ বিষয়ে বিষ্ণুপুরাণে—"ভোজরাজ কংসের ভয়ে সপ্তম গর্ভ-স্থিতি বিঘ্ন ব্যধি ঘটে গেল দেবকীর গর্ভপাত হয়ে গেল"—লোকে এইরূপ বলতে লাগল। অথবা, কংসই কোনও উপায়ে গর্ভপাত করালো—প্রকাশ্য ভাবে তা না বলার কারণ তাদের কংস ভয়। **বিচুক্রুশুঃ**—উচ্চ আর্তস্বরে জল্পনা বা বিলাপ করতে লাগলেন॥ জী০ ১৫॥

১৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** বিস্রংসিতঃ কংসেনৈব কেনচিন্মন্ত্রৌষধাদ্যুপায়েনেত্যর্থঃ। বিচুক্রুশুঃ দেবক্যাং স্নেহবত্তয়া বিলেপঃ॥ বি০ ৫॥

১৫। **শ্রীবিশ্বনাথ-টীকানুবাদ ঃ বিস্রংসিতঃ** কংসই কোনও মন্ত্র-ঔষধাদি দ্বারা গর্ভপাত

১৬। ভগবানপি বিশ্বাত্মা ভক্তানামভয়ঙ্কর।
আবিবেশাংশভাগেন মন আনকদুন্দুভেঃ।
১৭। স বিভ্রৎ পৌরুষং ধাম ভ্রাজমানো যথা রবিঃ।
দুরাসদোঽতিদুর্দ্ধর্ষো ভূতানাং সম্বভুব হ॥

১৬। **অন্বয়** ঃ বিশ্বাত্মা (বিশ্বস্য আত্মা) ভক্তানাং অভয়ঙ্করঃ (অভয়দাতা) ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) অংশ-ভাগেন (পূর্ণস্বরূপেণ) আনকদুন্দুভেঃ (বসুদেবস্য) মনঃ (মনসি) আবিবেশ (আবির্বভুব)।

১৬। **মূলানুবাদ** ঃ এদিকে ভক্তের অভয়দাতা ও সমস্ত বিশ্বের প্রেমাস্পদ ভগবান্‌ও ষড়ৈশ্বর্যের সহিত বসুদেবের মনে আবির্ভূত হলেন।

১৭। **অন্বয়** ঃ সঃ (বসুদেবঃ) পৌরুষং ধাম (শ্রীভগবত্তেজঃ) বিভ্রৎ (ধারয়ন্) রবি যথা (সূর্য্যবৎ) ভ্রাজমানঃ (দীপ্তিশালী সন্) ভূতানাং দুরাসদঃ (নিকটে গন্তুমশক্যঃ চক্ষুরাদ্যগ্রাহ্যো বা) অতিদুর্দ্ধষঃ (দুঃখে-নাপি সোঢ়ুং অশক্যঃ) সম্বভুব হ (জাতঃ কিল)।

১৭। **মূলানুবাদ** ঃ নিজের ভিতরে কৃষ্ণের প্রাদুর্ভাব হেতু বসুদেব সূর্যসম দীপ্তি পেতে লাগলেন। কংসাদি দুষ্ট লোক তার নিকটেও আসতে সমর্থ হল না, তাই তিনি সকলের অপরাজেয় হয়ে বিরাজমান্ হলেন।

করিয়ে দিল, এইরূপ মনে করতে লাগল। **বিচুক্রুশুঃ**—দেবকীতে স্নেহ বশতঃ পুরজন বিলাপ করতে লাগলেন॥ বি॰ ১৫॥

১৬। **শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকা** ঃ বিশ্বস্য আত্মা প্রভুরপি ভক্তানামভয়ঙ্কর, তদানীং তচ্চিত্তে ভাববিশেষেণ পর্য্যস্ফুরদিত্যর্থঃ। তত্র চ সর্ব্বৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণতয়েত্যভিপ্রায়েণাহ—শ্রীভগবানিতি। এতদাদ্য-পদ্যার্দ্ধং সর্ব্বসম্মতং ন স্যাৎ, অতএব শ্রীচিৎসুখেনৈবং ব্যাখ্যাতম্—মন আবিবেশ পৌরুষং ধামেতি সম্বন্ধ ইতি শ্রীস্বামিপাদানান্ত সম্মতং লক্ষ্যতে, তথা চ তদ্ব্যাখ্যানাৎ॥ জী॰ ১৬॥

১৬। **শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদ** ঃ বিশ্বের আত্মা **ভগবান্‌পি**—প্রভু এবং ভক্তগণের অভয়ঙ্কর হয়েও, তদানীং বসুদেবের চিত্তে ভাববিশেষে আবির্ভূত হলেন। আবার এর মধ্যেও সর্বৈশ্বর্যে পরিপূর্ণ ভাবে, এই আশয়ে বলা হল—শ্রীভগবান্ ইতি॥ জী॰ ১৬॥

১৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ বিশ্বাত্মা বিশ্বস্যৈব প্রেমাস্পদীভবিষ্যন্ অংশেন পুরুষাদ্যবতারবৃন্দেন সহ ভাগেন ভগসমূহেন ষড়ৈশ্বর্য্যেণ সহিত এব মন আবিবেশ মনস্যাবির্বভূব। "পরাবরেশো মহদংশযুক্তো হ্যজোঽপি জাত ভগবান্" ইতি তৃতীয়োক্তেঃ॥ বি॰ ১৬॥

১৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ **বিশ্বাত্মা**—সমস্ত বিশ্বেরই প্রেমাস্পদ হয়েও। **অংশেন**—পুরুষাদি অবতারবৃন্দকে নিজের ভিতরে অন্তর্ভূত করে নিয়ে। এবং **ভাগেন**—ভগ সমূহের অর্থাৎ

১৮। ততো জগন্মঙ্গলমচ্যুতাংশং সমাহিতং শূরসুতেন দেবী।
দধার সর্ব্বাত্মকমাত্মভূতং কাষ্ঠা যথানন্দকরং মনস্তঃ॥

১৮। **অন্বয়** ঃ ততঃ (অনন্তরং) দেবী (দেবকী) শূরসুতেন (শ্রীবসুদেবেন) সমাহিতং (বেদদীক্ষয়া অর্পিতম্) সর্ব্বাত্মকং (সর্ব্বময়ং বিষ্ণুং) আত্মভূতং (স্বয়মেবাবির্ভূতং) জগন্মঙ্গলং অচ্যুতাংশং (সর্ব্বাংশপরিপূর্ণং শ্রীভগবন্তং) মনস্ত (মনসা এব) কাষ্ঠা (পূর্ব্বাদিক্) আনন্দকরং যথা (আহ্লাদজনকং পূর্ণচন্দ্রমিব) দধার (ধৃতবতী)।

১৮। **মূলানুবাদ** ঃ অনন্তর পূর্বদিক্ যেমন আনন্দপ্রদ চন্দ্রকে ধারণ করে দেবকীও তদ্রূপ বসুদেবের দ্বারা বেদদীক্ষা বিধানে সমর্পিত শ্রীভগবান্‌কে মনে ধারণ করলেন, যিনি সর্বভক্তের সুখস্বরূপ, স্বয়ম্ আবির্ভূত, জগন্মঙ্গল এবং নারায়ণাদি নিখিল অংশ সমন্বিত।

ষড়ৈশ্বর্যের সহিত বসুদেবের মনে আবির্ভূত হলেন। তৃতীয়ে এইরূপই বলা আছে,—যথা—"পরতত্ত্বসীমা ভগবান্ মহদংশযুক্ত হয়ে অজ হয়েও জাত হলেন॥ বি॰ ১৬॥

১৭। শ্রীজীব বৈ॰ তোষণ টীকা ঃ পৌরুষং ধাম শ্রীভগবত্তেজঃ, মনসি শ্রীভগবদাবেশেন তত্তেজোঽভিব্যক্তেঃ; যদ্বা, ধাম প্রাদুর্ভাবং প্রভাবং বা। তথা চ বিশ্বঃ—'ধাম দেহে গৃহে রশ্মৌ স্থানে জন্ম-প্রভাবয়োঃ' ইতি। দুরাসদঃ নিকটে গন্তুমশক্যঃ, চক্ষুরাদ্যগ্রাহ্যো বা, অতএবাতিদুর্দ্ধর্ষঃ—অভিভবিতুমশক্যঃ সম্যক্ বভূব, হ স্ফুটম্॥ জী॰ ১৭॥

১৭। শ্রীজীব বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদ ঃ পৌরুষং ধাম—শ্রীভগবানের তেজ—মনে শ্রীভগবদাবেশের দ্বারা তাঁর তেজ প্রকাশ হেতু। অথবা, **ধাম**—প্রাদুর্ভাব বা প্রভাব। **দুরাসদঃ**—যার নিকটে গমনে অন্যজন অসমর্থ তিনি দুরাসদ। অথবা, চক্ষুরাদির অগ্রাহ্য—অতএব অতি দুর্দ্ধর্ষ অর্থাৎ অন্যের দ্বারা পরাভূত হওয়ার অযোগ্য। **সম্বভুব**—সম্যক্‌রূপে (তেজস্বী) হলেন। **হ** – স্পষ্টরূপে॥ জী॰ ১৭॥

১৭। শ্রীবিশ্বনাথ-টীকা ঃ পৌরুষং ধাম পুরুষোত্তমস্য প্রাদুর্ভাবং দধানঃ স্বস্মিন্ প্রাদুর্ভূতং কৃষ্ণং পশ্যন্নিত্যর্থঃ। ধাম দেহে গৃহে রশ্মৌ স্থানে জন্ম প্রভাবয়োরিতি বিশ্বঃ। দুরাসদঃ প্রাণিভিরাসন্নভবিতুমশক্যঃ অতএবাতিদুর্দ্ধর্ষঃ কংসাদিভিরপ্যভিভবিতুমশক্যঃ॥ বি॰ ১৭॥

১৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ পৌরুষং ধাম**—পুরুষোত্তমের আবির্ভাব ধারণকারী বসুদেব — অর্থাৎ তাঁর নিজেতে আবির্ভূত কৃষ্ণকে দেখতে দেখতে দীপ্ত হয়ে উঠলেন বসুদেব।

ধাম শব্দের অর্থ—দেহ-গৃহ, রশ্মি, স্থান, জন্ম এবং প্রভাব—বিশ্বকোষ। **দুরাসদঃ**—প্রাণীরা কাছে আসতেই অসমর্থ হল, অতএব অতি দুর্ধর্ষঃ কংসাদিও তাঁকে পরাজীত করতে পারল না॥ বি॰ ১৭॥

১৮। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকা ঃ সর্ব্বাত্মকমপি আত্মভূতম্ আত্মনি প্রাদুর্ভূতং পুত্ররূপতয়া দধারেত্যর্থঃ; তেন জীববজ্জন্মাভাবাৎ ব্যক্তিরেব শ্রীভগবতো জন্ম উচ্যতে। তথা চ শ্রীমধ্বাচার্য্যধৃতং তন্ত্র-ভাগবতবচনম্—'অহেয়মনুপাদেয়ং যদ্রূপং নিত্যমব্যয়ম্। স এবাপেক্ষরূপস্য ব্যক্তিমেব জনার্দ্দনঃ॥ অগৃহ্লাদ্-

ব্যস্থচ্চেতি কৃষ্ণরামাদিকাং তনুম্। পঠ্যতে ভগবানীশো মূঢ়বুদ্ধিব্যপেক্ষয়া॥ তমসা হ্যুপগূঢ়স্য যত্তমঃপানমীশিতুঃ। এতৎ পুরুষরূপস্য গ্রহণং সমুদীর্য্যতে॥ কৃষ্ণরামাদিরূপাণাং লোকে ব্যক্তি-ব্যপেক্ষয়া' ইতি। মহাবারাহ-বচনঞ্চ—'সর্ব্বে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেহাস্তস্য পরাত্মনঃ। হেয়োপাদেয়রহিতা নৈব প্রকৃতিজাঃ ক্বচিৎ॥ পরমানন্দসন্দোহা জ্ঞানমাত্রাশ্চ সর্ব্বতঃ' ইতি ভগবন্তমিতি শেষঃ। আনন্দয়ন্তীত্যানন্দাঃ করা যস্য চন্দ্রস্য তম্, অমৃতরশ্মিত্বাৎ। অন্যত্তৈঃ। যদ্বা, ন চ্যুত একোঽপ্যংশো যস্য তং সর্ব্বাংশপরিপূর্ণ ভগবন্তমিত্যর্থঃ। যত এবাত্মভূতং সর্ব্বমূলস্বরূপং সমাহিতং সাক্ষাদর্পিতবৎ প্রকাশিতম্। হর্ষশোকবিবর্দ্ধন ইতি পূর্ব্বং শোকোঽপ্যুক্তঃ, অধুনা চ পরমানন্দ এব জাত ইত্যহ—সর্ব্বেষাম্ আত্মনাং জীবানাং কং সুখং যস্মাত্তম্; যদ্বা, ন চ যোগিনামিব তদ্ধারণে যত্ন ইত্যাহ—আত্মনা ভূতং, সমাহিতঃ সন্ যঃ স্বয়মেবাবির্ভূতস্তমিত্যর্থঃ॥ জী০ ১৮॥

১৮। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** সকল জীবের আত্মা হয়েও যিনি দেবকীর মনে প্রাদুর্ভূত হলেন, সেই তাঁকে পুত্রভাবে 'দধার' ধারণ করলেন দেবকীমাতা। সুতরাং শ্রীভগবানের জীববৎ জন্ম-অভাব হেতু তাঁর প্রকাশ হওয়াটাকেই জন্ম বলা হয়—তন্ত্র-ভাগবত বচনে এবং মহাবরাহ বচনে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। মহাবরাহ বচন—"পরমাত্মা শ্রীভগবানের সমস্ত মূর্তিই নিত্য ও অবিনশ্বর, হেয়-উপাদেয়তা রহিত। কখনও-ই প্রকৃতি জাত নয়।" **আনন্দ করং**—অমৃত রশ্মি হেতু যার জ্যোৎস্না মনকে আনন্দিত করে তোলে, সেই চন্দ্রকে পূর্বদিক্ যেমন ধারণ করে। **অচ্যুতাংশং**—একটি অংশও যাঁর বাদ পড়েনি অর্থাৎ সর্বাংশ পরিপূর্ণ—সর্বাবতার যাঁর ভিতরে অন্তর্ভুক্ত সেই স্বয়ং ভগবান্—সেই হেতুই **আত্মভূতং**—সর্বমূলস্বরূপ। **সমাহিতং**—বসুদেবের দ্বারাই সাক্ষাৎ যেন অর্পিত হল, এই ভাবে প্রকাশিত। 'হর্ষশোক বিবর্ধন' বাক্যে পূর্বে শোকও বলা হয়েছে—অধুনা শুধু পরমানন্দই জাত, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—**সর্বাত্মকম্**—সকল জীবের সুখ যাঁর থেকে তিনি 'সর্বাত্মক'। অথবা, যোগীগণের মতো ঐ ভগবান্‌কে ধারণে যত্ন নয়, এই আশয়ে **আত্মভূতং**—নিজে নিজেই আবির্ভূত সমাহিত হয়ে। **সমাহিতম্**—প্রেমে বশীভূত হয়ে যিনি নিজে নিজেই আবির্ভূত সেই স্বয়ং ভগবান্॥ জী০ ১৮॥

১৮। **শ্রীবিশ্বনাথ-টীকা ঃ** ততো ভগবাংস্তদ্দেহাদ্দেবকীদেহে প্রবিষ্ট ইত্যাহ-তত ইতি। জগতাং মূর্ত্তিমন্মঙ্গলং চ্যুতিরহিতা অংশা নারায়ণনৃসিংহাদয়ো যত্র তৎ। সর্ব্বেষাং ভক্তানাং সর্ব্বস্য শম্ভোর্বা আত্মনো মনসঃ কং সুখং যত্র তৎ। আত্মভূতং আত্মনৈব ভূতং স্বয়মাবির্ভূতং, ন তু যোগবদ্‌যত্নেন ধারণয়া মনস্যানীতং। মনস্তো মনসা দধার, তেন জীববজ্জননীজঠর সম্বন্ধো বারিতঃ। অতএবানুরূপং দৃষ্টান্তমাহ। কাষ্ঠা প্রাচী দিক্ আনন্দকরং চন্দ্রং যথেতি কিয়দ্দিনানন্তরং তন্তু সা স্বকুক্ষিমধ্যেঽপি কৃষ্ণং পশ্যন্তী বভূবেতি জ্ঞেয়ম্। "দিষ্ট্যাম্ব তে কুক্ষিগতঃ পরঃ পুমান্" ইত্যগ্রিমোক্তেঃ॥ বি০ ১৮॥

১৮। **শ্রীবিশ্বনাথ-টীকানুবাদ ঃ** অতঃপর ভগবান্ সেই বসুদেবের দেহ থেকে দেবকী দেহে প্রবিষ্ট হলেন—তাই বলা হচ্ছে, ততো ইতি। **জগন্মঙ্গলমচ্যুতাংশং** যিনি জগতের মূর্তিমান্ মঙ্গল-স্বরূপ এবং চ্যুতি রহিত ভাবে অংশ সকল অর্থাৎ নারায়ণ-নৃসিংহাদি যাঁর মধ্যে আছে সেই ভগবান্! **সর্বাত্মকমাত্মভূতং**—'সর্ব'—সর্বেষাং অর্থাৎ সব ভক্তগণেরই। অথবা, 'সর্ব'—সর্বস্য অর্থাৎ শম্ভুর—

১৯। সা দেবকী সর্ব্বজগন্নিবাসনিবাসভূতা নিতরাং ন রেজে।
ভোজেন্দ্রগেহেঽগ্নিশিখেব রুদ্ধা সরস্বতী জ্ঞানখলে যথা সতী॥

১৯। অন্বয় ঃ জ্ঞানখলে (জ্ঞানবঞ্চকে) সরস্বতী যথা সতী (যথা বিরাজত এব ন তু প্রকাশতে) [তথা] সা দেবকী সর্ব্বজগন্নিবাস নিবাসভূতা (প্রাকৃতাপ্রাকৃত সর্ব্বাধার স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণস্যাশ্রয়ত্বং প্রাপ্তাপি) ভোজেন্দ্র গেহে (কংসকারাগারে) অগ্নিশিক্ষা ইব রুদ্ধা (আবদ্ধাসতী) নিতরাং (আতিশয্যেন) ন রেজে (শুশুভে)।

১৯। মূলানুবাদ ঃ কংস কারাগারে অগ্নিশিখার মতো অবরুদ্ধা সেই দেবকী সর্বভুবনের আশ্রয় শ্রীহরির নিবাসরূপা হয়েও সর্বত্র সবার নিকট শোভা পাচ্ছিলেন না, যেমন জ্ঞানবঞ্চকের হৃদয়রুদ্ধা বিদ্যা সর্বলোকে উপকারীরূপে শোভা পায় না।

'আত্মনো' মনের 'কং' সুখ যেখানে সেই ভগবান্। 'আত্মভূতং'—স্বয়মাবির্ভূত, যোগীদের মতো যত্ন করে হৃদয়ে আনতে হয় নি দেবকী মাতার। **মনস্তঃ দধার**—মনে ধারণ করলেন—এই বাক্যে জীববৎ জননী জঠর সম্বন্ধ নিবারিত হল॥ বি০ ১৮॥

১৯। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ 'গচ্ছতীতি জগৎ' ইতি নিরুক্ত্যা সর্ব্বমাত্রবাচকেনাপি তচ্ছব্দেনাত্রানিত্য এব সর্ব্ব উচ্যতে, সর্ব্ব-শব্দস্য পৃথক্‌পাঠাৎ; ততঃ সর্ব্বশব্দেন তদতীতং সর্ব্বমিতি, ততশ্চ নিত্যস্য সর্ব্বস্য, অনিত্যস্য চ সর্ব্বস্য নিবাস আশ্রয়ঃ যস্য; 'যস্য ভাসা' (শ্রীশ্বে ৬।১৪) ইত্যাদি শ্রুতের্যদাশ্রয়ত্বে-নৈব, তত্তৎ সর্ব্বং ভাসতে, স শ্রীকৃষ্ণ ইত্যর্থঃ, তস্য চ নিবাসভূতা আশ্রয়ত্বং প্রাপ্তাঽপীত্যর্থঃ—ইতি সর্ব্বাহ্লা-দক-শোভাযোগ্যতোক্তা। তাদৃশ্যপি নিতরাং সর্ব্বাহ্লাদকতয়া ন রেজে, কিন্তু স্বান্তরঙ্গৈঃ শ্রীবসুদেবাদিভির্বিশিষ্টস্য স্বস্যৈবাহ্লাদকতয়া রেজ ইত্যর্থঃ। যথা তাদৃশ্যগ্নিশিখা সরস্বতী চ নিতরাং সর্ব্বোল্লাস-কতয়া ন রাজতে, কিন্তু স্বান্তরঙ্গবিশিষ্টস্যোল্লাসকতয়ৈব রাজত ইত্যর্থঃ। এতে হি স্বদীপ্ত্যা স্বয়মুল্লাসতঃ স্বান্তরঙ্গানেবোল্লাসয়ত ইতি। সরস্বতীপক্ষে স্বান্তরঙ্গং তমন আদিকম্। অগ্নিশিখেব রুদ্ধেত্যনেন সা প্রবলা তদ্‌গৃহমপি ধক্ষ্যতি। তাদৃশী সরস্বতী চ নিজাধারং পাপেন নাশয়িষ্যত্যেব ইতি ভাবঃ॥ জী০ ১৯॥

১৯। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ সর্বজগন্নবাস-নিবাস ভূতা—অর্থাৎ সর্ব্বজগতের আশ্রয় যিনি, সেই ভগবানের আশ্রয় দেবকী। 'জগৎ'—[গচ্ছতি ইতি—গম্+ক্বিপ্] এইরূপ নিরুক্তি অনুসারে এ-পদ সর্বমাত্র অর্থ-প্রকাশক হলেও এই 'জগৎ' শব্দে এখানে অনিত্যরূপ সর্বই কথিত হচ্ছে—সর্ব শব্দের পৃথক্ উল্লেখ হেতু। অতঃপর এই সর্বশব্দে নিত্যসর্ব। এইভাবে 'সর্বজগন্নিবাস' পদের অর্থ হচ্ছে—অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড এবং অনন্ত বৈকুণ্ঠ এই জড় ও চিৎ দ্বিবিধ জগতেরই 'নিবাস' আশ্রয় অর্থাৎ আধার-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ—'যস্যভাসা' ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে যিনি আধার অর্থাৎ আশ্রয়রূপে থাকাতেই নিত্য অনিত্য সকল জগত প্রকাশিত হচ্ছে, সেই শ্রীকৃষ্ণ—সেই তাঁরই 'নিবাসভূতা' আধারত্ব প্রাপ্ত হয়েও সেই

২০। তাং বীক্ষ্য কংসঃ প্রভয়াজিতান্তরাং বিরোচয়ন্তীং ভবনং শুচিস্মিতাম্।
আহৈষ মে প্রাণহরো হরির্গুহাং ধ্রুবং শ্রিতো যন্ন পুরেয়মীদৃশী॥

২০। **অন্বয়ঃ** কংসঃ অজিতান্তরাং (অজিতঃ শ্রীকৃষ্ণঃ অন্তরা কুক্ষিমধ্যে যস্যাস্তাং) প্রভয়া (অঙ্গকান্ত্যা) ভবনং (কারাগৃহং) বিরচয়ন্তীম্ (উজ্জ্বলয়ন্তীম্) শুচিস্মিতাং তাং (দেবকীং) বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) আহ এষঃ মে প্রাণহরঃ (জীবনান্তকারী) হরিঃ ধ্রুবং (নিশ্চিতমেব) গুহাং (দেবকীজঠরে) শ্রিতঃ (আশ্রিতঃ) যৎ (যস্মাৎ) ইয়ং (দেবকী) পুরা ঈদৃশী ন (নৈবাসীৎ)।

২০। **মূলানুবাদ** ঃ প্রভায় ঘর আলোকরা, কুক্ষি মধ্যে বিষ্ণু-ধারিণী এবং স্বাভাবিক আনন্দোত্থ স্মিতবদনা দেবকীকে লক্ষ্য করে কংস বলে উঠলো, অহো এই-যে এখানেই আমার প্রাণহর হরি—নিশ্চয় দেবকী জঠর আশ্রয় করে শোভা পাচ্ছে। কেন-না পূর্বে তো কখনও দেবকী এরূপ প্রভাশালিনী ছিল না।

দেবকী 'ন রেজে'—শোভা পেলেন না। তৎকালে দেবকীর শোভার সর্বাহ্লাদক যোগ্যতা বলা হল। এরূপ হলেও তিনি সকলের নিকটই আহ্লাদকরূপে দীপ্ত হয়ে উঠলেন না। কিন্তু নিজ অন্তরঙ্গ শ্রীবসুদেবাদি বিশিষ্ট জনের নিকট বা নিজ জনের নিকট দীপ্ত রূপে প্রকাশ পেলেন। যথা তাদৃশ অগ্নিশিখা ও সরস্বতী অবশ্যই সকলের উল্লাসক ভাবে শোভা পায় না, কিন্তু নিজ অন্তরঙ্গ বিশিষ্টজনের উল্লাসক ভাবেই শোভা পায়। এরা নিজের দীপ্তিতেই নিজে উল্লসিত হয়ে নিজের অন্তরঙ্গ জনকেও উল্লসিত করে তোলে। সরস্বতী পক্ষে—নিজ অন্তরঙ্গ সেই মনাদি।—অগ্নিশিখা যেমন অবরুদ্ধ হলে প্রবল আকার ধারণ করত অবরোধক ঘর জ্বালিয়ে দেয় সেইরূপ তাদৃশী সরস্বতী নিজ আধারকে পাপে নাশ করে দেয়, এইরূপ ভাব॥ জী০ ১৯॥

১৯। **শ্রীবিশ্বনাথ-টীকা** ঃ প্রাকৃতাপ্রাকৃত সর্ব্বজগন্নিবাসস্য শ্রীহরের্নিবাসরূপা সত্যপি নিতরাং সর্ব্বজনস্যাহ্লাদকতয়া ন রেজে কিন্তু তত্রত্য স্বান্তরঙ্গ-দ্বিত্রজন-সহিতস্য স্বস্যৈবেত্যর্থঃ। যতঃ কংসস্য গৃহে রুদ্ধা অগ্নিশিখা ইবেতি সা যথা গৃহে রুদ্ধা নগরং ন প্রকাশয়তি কিন্তু গৃহস্থিতবস্তুেব তথা স্বসমীপবর্ত্তিনাং দ্বিত্রিজনানাং শীতাদিনাশিকা চ তথৈবেত্যর্থঃ। যথা চ সা প্রবলা সতী রোধকস্য গৃহং দহতি তথৈব দেবক্যপি কংসস্যৈশ্বর্য্যং ধক্ষতীত্যর্থঃ জ্ঞানখলে জ্ঞানবঞ্চকে রুদ্ধা সরস্বতী সর্ব্বলোকানুকারিণী সতী যথা ন রাজতে পাপাতিশয়েন স্বরোধকঞ্চ কালেন যথা নাশয়তি তথৈব স্বাপরাধেন কংসমপি দেবকী নাশয়িষ্যতীতর্থঃ॥

১৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ **সর্বজগন্নিবাস নিবাসভূতা**—প্রাকৃতাপ্রাকৃত সর্বভুবনের আশ্রয় শ্রীহরির নিবাসরূপা হয়েও নিয়ত সকলজনের আহ্লাদকরূপে শোভা পাচ্ছিলেন না। কিন্তু সেখানকার নিজ অন্তরঙ্গ দু-তিন জনের সহিত নিজেরই আহ্লাদকরূপে শোভা পাচ্ছিলেন। **ভোজেন্দ্রগেহে-ইগ্নিশিখেবরুদ্ধা**—যেহেতু কংসের গৃহে রুদ্ধা অগ্নিশিখার মতো, অগ্নিশিখা যেমন গৃহরুদ্ধা হয়ে নগর আলোকিত করে না, কিন্তু গৃহস্থিত বস্তুই করে এবং নিজের নিকটবর্তী দু-তিন জনকে আলোকিত করে

২১। কিমদ্য তস্মিন্ করণীয়মাশু মে যদর্থতন্ত্রো ন বিহন্তি বিক্রমম্।
স্ত্রিয়াঃ স্বসুর্গুরুমত্যা বধোঽয়ং যশঃ শ্রিয়ং হন্ত্যনুকালমায়ুঃ॥

২১। অন্বয়ঃ অদ্য তস্মিন্ (শত্রুরূপি দেবকী সুতনাশ বিষয়ে) আশু (সাম্প্রতং) মে কিং করণীয়ং (কঃ পন্থা অবলম্বনীয়ঃ ?) যৎ (যতঃ) অর্থতন্ত্রঃ (দেবকার্য্য সাধকো হরিঃ) বিক্রমং (নিজপৌরুষং) ন বিহন্তি নৈব সঙ্কোচয়িষ্যন্তি) স্ত্রিয়াঃ (অবলায়াঃ) স্বসুঃ (ভগিণ্যাঃ) গুরুমত্যাঃ (গর্ভিণ্যাঃ) অয়ং মৎকৃতঃ বধঃ যশঃ (খ্যাতিং) শ্রিয়ং (ঐশ্বর্য্যম্) আয়ুঃ অনুকালং (চিরায়) হন্তি।

২১। মূলানুবাদঃ এই দেবকীসুতের নাশ বিষয়ে আজ এখন আমার কি করা সমীচীন ? কারণ স্বার্থপর লোকও নিজের বিক্রম-গৌরবের হানি করে না। একে অবলা ভগিনী, তাতে আবার আসন্ন প্রসবা এর এই বধে যশ-শ্রী-আয়ু সর্বকালের জন্য বিনষ্ট হবে।

এবং তাদের শীতাদিও নাশ করে থাকে। আরও যেমন অগ্নিশিখা প্রবল হয়ে উঠে অবরোধকের গৃহ পুড়িয়ে দেয় তেমনই দেবকীও কংসের ঐশ্বর্য যথাকালে পুড়িয়ে দিবেন। **জ্ঞানখলে ইত্যাদি**—জ্ঞান বঞ্চকের হৃদয় গুহায় রুদ্ধা বিদ্যা সর্বলোকের উপকারী হয়ে যেমন শোভা পায় না পরন্তু, পাপাতিশয় হেতু নিজ রোধককে যেমন কালে নাশ করে সেইরূপ অপরাধ হেতু কংসকেও দেবকী নাশ করবে॥ বি০ ১৯॥

২০। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ বীক্ষ্য সাক্ষাদৃষ্ট্বা, প্রভয়েত্যত্র বিশেষঃ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—'ন শেকে দেবকীং দ্রষ্টুং কশ্চিদপ্যতিতেজসা। জাজ্বল্যমানাং তাং দৃষ্ট্বা মনাংসি ক্ষোভমাযযুঃ॥' ইতি ভগবদানন্দস্ফূর্ত্তিস্বাভাব্যাৎ শুচি শুদ্ধং, ন তু পূর্ব্ববদ্বঞ্চনার্থম্, সকপটং স্মিতং যস্যাস্তাম্ আহ—স্বচিত্তে, গুহাং হৃদয়মুদরং বা; শ্লেষেণ নাগস্যেব মম সিংহ ইব ভীষণোঽয়ং দরীং শ্রিত ইতি॥ জী০ ২০॥

২০। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ বীক্ষ্য—সাক্ষাৎ নিরীক্ষণ করে। **প্রভয়া**—শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—'অতি তেজহেতু দেবকীর দিকে চোখ তুলে কেউ তাকাতে পারলো না—অতি উজ্জ্বল তাকে দেখে আপনি আপনি মন আলোড়িত হয়ে উঠলো' কারণ শ্রীভগবৎ-আনন্দ স্ফূর্তির স্বভাবই এইরূপ। **শুচিস্মিতাম্**—শুদ্ধ হাসিযুক্তা, পূর্ববৎ কংসের বঞ্চনার্থ নয়, যথা 'সকপট হাসিযুক্তা দেবকীকে বলল—স্বচিত্তে' ইত্যাদি **গুহাং**—হৃদয়, অথবা উদর। কংসের বিদ্রূপাত্মক কথা—সিংহের মতো আমার ভয়ে সর্পের মত ভীষণ এই বিষ্ণু গুহায় লুকিয়ে আছে॥ জী০ ২০॥

২০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ প্রভয়া ভবনং বিরোচয়ন্তীং, অজিতঃ অন্তরে কুক্ষিমধ্যে যস্যাস্তাম্। শুচিঃ স্বাভাবিকমানন্দোত্থং ন তু পূর্ব্ববদ্বঞ্চনার্থং সকপটং স্মিতং যস্যাস্তাং বীক্ষ্য স্বগতমাহ মে মতঙ্গজস্য হরিঃ সিংহঃ, যদ্যস্মাদীদৃশী পূর্ব্বং নাসীৎ॥ বি০ ২০॥

২০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ প্রভয়াজিতান্তরাং—প্রভায় ঘর আলোকরা বিষ্ণুকে কুক্ষি মধ্যে ধারিণী। **শুচিস্মিতাম্**—স্বাভাবিক আনন্দোত্থ হাসি—কংস বঞ্চনের জন্য পূর্ববৎ সকপট নয়। এরূপ সুন্দর হাসি-মুখী দেবকীকে দেখে কংস স্বগত বললেন, **মে হরি ইত্যাদি**—হস্তীর প্রাণহারী

সিংহের মতো আমার প্রাণহারী হরি দেবকীজঠর আশ্রয় করে বর্তমান্। **যৎ**—যেহেতু এখন দেবকী ঈদৃশী প্রভাবতী, যা কখনও ছিল না পূর্বে ॥ বি॰ ২০ ॥

২১। **শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকা ঃ** কিমত্যেতি—অত্র টীকায়াং যদ্যেত্যস্য পূর্ব্বত্র, কিন্তু স্ত্রিয়া ইতি যদি বিক্রমং ন বিহন্তি, তথাপি স্ত্রিয়া ইতি জ্ঞেয়ম্; অদ্য অস্মিন্নেবাহনি তত্রাপ্যাশু অধুনৈব। এবং ভয়েনৈব যৎ স্বদৌরাত্ম্যং স্তব্ধং, তত্তু বিবেকেনৈব স্বয়ং কারোমীতি স্বস্মিন্নভিমানসুখং কল্পয়তি—স্ত্রিয়া ইতি সার্দ্ধেন। অয়ং স্বদেহরক্ষার্থকঃ ক্ষণিকোঽপি বা, সর্ব্বকালং যশ-আদি হন্তি। স্ত্রিয়া ইত্যাদের্যথোত্তরমধ্যত্বে, যশ-আদেশ্চ যথোত্তরং তদপেক্ষাত্বে শ্রৈষ্ঠ্যং, যদর্থং বধস্তজ্জীবনমপি হন্যাদিতি, কিং তেনেতি ভাবঃ ॥

২১। **জীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** [স্বামিপাদের ব্যাখ্যা—কংস বাঁচার উপায় চিন্তা করছে—আচ্ছা, সাম-ভেদাদি উপায় তো আছে—না, এতে হবে না—এই অর্থতন্ত্রো – প্রয়োজন বশ দেবকার্য প্রধান হরি আমার বধে বিক্রম ত্যাগ করবে না—আমার বধে পরাক্রম প্রকাশ করবে। অথবা, আচ্ছা এখনই এই দেবকীকে বধ করাই উচিত, এরূপ চিন্তা করে বলছেন—লোকে 'অর্থতন্ত্র' অর্থাৎ নিজ স্বার্থবশ হলেও নিজ বিক্রম নষ্ট করে না—স্ত্রীবধে তো সেই বিক্রমেরই নাশ হবে।]

অদ্য—এই আজই—শুধু আজই নয়, এই এখনই শীঘ্র।

এই রূপে প্রথম দুইচরণে ভয়ে নিজ দৌরাত্ম্য যা স্তব্ধ হয়ে গেল, তাকেই বিবেকের প্রেরণায় নিজের দ্বারা কৃত হচ্ছে, এইরূপ নিজেতে অভিমান-সুখ কল্পনা করা হচ্ছে—স্ত্রিয়া ইতি। **অয়ং**—স্বদেহ-রক্ষার জন্য এই স্ত্রীবধ অথবা এই ক্ষণের স্ত্রীবধ—**অনুকালম্**—সর্বকালের জন্য (যশ-আদি নাশ করবে)। স্ত্রীবধ করা উচিত নয়, আরও বেশী উচিত নয় ভগিনী বধকরা আরও আরও বেশী উচিত নয় সেই স্ত্রী যদি আবার গর্ভিনী হয়। যশের নাশ থেকে সম্পত্তির নাশ, তার থেকেও অধিক গুরুতর ব্যাপার আয়ু নাশ। যে জীবনের জন্যে এই বধ—সেই জীবনই যদি নাশ হয়ে গেলো, তবে তার মধ্যে যাওয়ার দরকার কি ? ॥ জী॰ ২১ ॥

২১। **শ্রীবিশ্বনাথ-টীকা ঃ** স্পষ্টমপ্যাহ—তস্মিন্ মদ্বৈরিণি আশু ইদানীং কিং করণীয়ং গর্ভস্থমেব তমিমং হন্যাং চেন্নযদ্যস্মাদর্থতন্ত্রঃ স্বার্থপরোঽপি লোকঃ বিক্রমং ন বিনাশয়তি, সম্প্রত্যস্য বধে মম বীরত্ব-ব্যঞ্জকো বিক্রমো নঙ্ক্ষ্যতি, তস্মাজ্জাত প্রবৃদ্ধতরুণীভূতেনানেন সহ সংগ্রামে জয়ে পরাজয়ে বা মম বিক্রমস্তু স্থাস্যত্যেব, গর্ভবধে তু কো বিক্রম ইতি ভাবঃ। ন কেবলং বিক্রমহানিরেব ধর্ম্মাদিহানিরপীত্যাহ স্ত্রিয়া ইতি। গুরুমত্যা গুর্ব্বিণ্যাঃ অত্র ভয়েনৈব যৎ স্বদৌরাত্ম্যং স্তব্ধং তত্তু মদ্বিবেকেনৈব ইতি স্বস্মিন্নভিমানসুখং কল্পিতং কংসেনেতি জ্ঞেয়ম্ ॥ বি॰ ২১ ॥

২১। **শ্রীবিশ্বনাথ-টীকানুবাদঃ** কংস স্পষ্টরূপেও বললো **তস্মিন্**- সম্প্রতি আমার শত্রু হরির বিষয়ে কি করা উচিত ? এই ভ্রূণ অবস্থাতেই এই হরিকে হত্যা করা কি ঠিক হবে ? না হবে না। কারণ **অর্থতন্ত্র**—স্বার্থপর লোকও **ন বিহন্তি বিক্রমম্**—নিজের বিক্রমের গৌরব নষ্ট করে না। সম্প্রতি এর বধে আমার বীরত্ব ব্যঞ্জক শৌর্য বীর্যের হানি অবশ্যম্ভাবি। কাজেই ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর বেড়ে উঠে যখন

২২। স এষ জীবন্ খলু সম্পরেতো বর্ত্তেত যোঽত্যন্তনৃশংসিতেন।
দেহে মৃতে তং মনুজাঃ শপন্তি গন্তা তমোঽন্ধং তনুমানিনো ধ্রুবম্॥

২২। অন্বয় ঃ যঃ অত্যন্তনৃশংসিতেন (অতি হিংসাচরণেন) বর্ত্তেত স এষঃ (ক্রূরাত্মা) জীবন্ খলু (জীবিতোঽপি) সম্পরেতঃ (মৃতঃ এব যতঃ) মনুজাঃ (মনুষ্যাঃ) তং (ক্রূরং) শপন্তি (শাপং দদতি) তনুমানিনঃ (তস্য দেহাত্মাভিমানিনঃ) দেহে মৃতে ধ্রুবং (নিশ্চিতং সঃ) অন্ধতমঃ নরকং গন্তা গচ্ছতি।

২২। মূলানুবাদ ঃ যে ব্যক্তি অত্যন্ত ক্রূর ভাবে জীবন ধারণ করে সে জিয়ন্তেই মৃত। দেহান্তে এমনকি জীবদ্দশাতেও লোকে তাকে অভিসম্পাত করে। আর দেহান্তে হিংসাবৃত্তিতে দেহ পালনকারীজনের ভোগ্য নরকে পতিত হয়।

তরুণ অবস্থা প্রাপ্ত হবে, তখন এর সঙ্গে সংগ্রামে জয়পরাজয় উভয় অবস্থাতেই আমার বিক্রমের গৌরব থাকবে। ভ্রূণ বধে কোন্ বিক্রম—এরূপ ভাব। কেবল-যে বিক্রমহানি তাই নয়, ধর্মাদি হানিও হবে—তাই বলা হচ্ছে—'স্ত্রিয়াঃ' ইত্যাদি। **গুরুমত্যাঃ** আসন্ন প্রসবা। এখানে ভয়েতে যে নিজের দৌরাত্ম-স্তব্ধতা, তাকেই কংস বিবেকের দর্শনে হলো বলে নিজের মনে অভিমান-সুখ কল্পনা করলো॥ বি০ ২১॥

২২। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ নন্থ দিনানি কতিচিৎ যজ্জীব্যতে, তদপি শুভং, তত্রাহ—স ইতি। এষ জীবন্ জীববদস্থত্বেন দৃশ্যমানোঽপি মৃত এব, লোকবহিষ্কৃততা-সাম্যাদিতি ভাবঃ। খলু বিতর্কে, নৃশংসিতং হিংসা, মনুজাঃ সর্ব্বে এব মনুষ্যাঃ। অন্যত্তৈঃ। তত্র তনুমানিনঃ পাপিন ইতি। দেহাত্মবুদ্ধ্যৈব পাপাভিনিবেশো ভবতীতি ভাবঃ। যদ্বা. দেহেঽমৃতে জীবত্যপি, কিংবা দেহে সতি, মৃতে মরণে চ সতীত্যর্থঃ॥

২২। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ পূর্বপক্ষ—আচ্ছা, যে কয়টা দিন জীব বেঁচে থাকে, তাই তো ভাল—এরই উত্তরে—স ইতি। **স এষ জীবন্** এইরূপ বধ যারা করে, তাদের জীবিত অবস্থাতে দেখা গেলেও আসলে **সম্পরেতঃ**—মৃতই লোক সমাজের বাইরে ফেলে দেওয়ার সমান অবস্থা প্রাপ্ত বলে। **খলু**—বিতর্কে। **নৃশংসিতং** হিংসা। **মনুজাঃ**—সকল মানুষই। স্বামিপাদের টীকার 'তনুমানিনঃ পাপিনঃ ইতি'- দেহে আত্মবুদ্ধি হেতুই পাপে অভিনিবেশ হয়, এরূপ ভাব। অথবা, 'দেহেঽমৃতে' এরূপ ভাবে অর্থ হবে, বেচে থাকলেও। কিম্বা 'দেহে মৃতে' এরূপ ভাবে অর্থ হবে দেহে থাকলেও এবং মরণ হলেও উভয় অবস্থাতেই লোকেরা শাপ দেয়॥ জী০ ২২॥

২২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ গর্ভং হতবতা মম জীবিতব্যমপি ধিক্কৃতমেব ইত্যাহ স ইতি। নৃশংসিতেন ক্রৌর্য্যেণ। দেহে মৃতে সতীতি জীবতি তু যদ্যপি তস্মাদ্বিভ্যতি তদপীতি ভাবঃ। শপন্তি—রে পাপিন্ কুম্ভীপাকে পতেতি সাক্ষেপমুচ্চৈরাক্রোশন্তি। ততশ্চ তনুমানিনঃ—প্রাণ্যন্তরহিংসয়া স্বতনুং মানয়তো লালয়তো জনস্য ভোগ্যং যদন্ধং তমস্তৎ ধ্রুবমেব গন্তা গচ্ছতি॥ বি০ ২২॥

২২। শ্রীবিশ্বনাথ-টীকানুবাদ ঃ গর্ভ নাশে আমার বাঁচা সাব্যস্তও যদি হয়, তবে ধিক্কৃত জীবন যাপন করতে হবে। তাই বলা হচ্ছে, স ইতি। **নৃশংসিতেন** ক্রূরতার সহিত। **দেহে মৃতে**

২৩। ইতি ঘোরতমাদ্ভাবাৎ সন্নিবৃত্তঃ স্বয়ং প্রভু।
আস্তে প্রতীক্ষংস্তজ্জন্ম হরের্বৈরানুবন্ধকৃৎ॥

২৩। অন্বয়ঃ স্বয়ং প্রভুঃ (প্রভুম্মন্যঃ স কংসঃ) ইতি ঘোরতমাৎ (দেবকীবধোদ্যোগরূপাৎ) ভাবাৎ সংনিবৃত্তঃ (বিরতোঽভূৎ) [পরন্তু] হরেঃ বৈরানুবন্ধকৃৎ তজ্জন্ম (হরের্জন্ম) প্রতীক্ষন্ (প্রতীক্ষমানঃ) আস্তে (বর্ত্ততে)॥

২৩। মূলানুবাদঃ এইরূপ বিচার করে প্রভু-অভিমানী কংস তার ঘোরতর অভিপ্রায় থেকে সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হলেন বটে, কিন্তু সর্বমনোহর হরির প্রতি নিরন্তর বিদ্বেষভাব পোষণ করতে করতে তাঁর জন্মের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

ইত্যাদি—নিষ্ঠুর আচরণ করলে এই দেহ পতনের পর লোকে শাপ দিবে, এই কথায় বুঝা যাচ্ছে, এই দেহের জীয়ন্ত অবস্থায়ও শাপ দিবে; কাজেই জীয়ন্ত অবস্থাটাকেও ভয় করছি। শাপ দিবে—রে পাপি কুম্ভীপাকে পড়, হাত পা ছুড়ে চিৎকার করে বলবে। অতঃপর **তনুমানিনঃ ইত্যাদি**—অন্যপ্রাণীর হিংসা-দ্বারা নিজ তনুকে লালনকারী জনের যে-ভোগ্য নরক, তাতে নিশ্চয় পড়বে॥ বি০ ২২॥

২৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ ইতি এবং বিচারেণ, ভাবাদভিপ্রায়াৎ চেষ্টিতাদ্বা, স্বয়মেব ন ত্বন্যেষাং মন্ত্রণাদিনা সম্যঙ্ নিবৃত্তঃ, ন তু গর্ভপাতনাদৌ চ যত্নং চকারেত্যর্থঃ। যতঃ প্রভুরন্যনিরপেক্ষঃ; যদ্বা, স্বয়মাত্মনৈব, ন ত্বন্যসম্মত্যা প্রভুঃ প্রভুম্মন্য ইত্যর্থঃ। বস্তুতস্তু তত্র তত্রান্তর্যামিবশ এব স্যাদিতি ভাবঃ। হরের্বৈরাদ্যশেষদোষহরত্বেন, কিংবা সর্ব্বমনোহরত্বেন তন্নামতয়া প্রসিদ্ধস্যাপি যদ্বৈরং দ্বেষস্তস্যানুবন্ধোঽনুবর্ত্তনং, তং করোতীতি তথাভূতঃ সন্। যদ্যপি 'ভয়াৎ কংসঃ' (শ্রীভা০ ৭।১।৩০) ইত্যুক্তং, তথাপি ভয়স্থানে বৈরমপি ভবতীতি তথোচ্যতে—তস্য হরের্জন্ম প্রতীক্ষমাণ আস্তে বভূবেত্যর্থঃ। তৎপ্রতীক্ষায়াঞ্চ বিশেষঃ শ্রীহরিবংশে সচিবান্ প্রতি কংসোক্তৌ—'মাসান্ বৈ পুণ্যমাসাদীন্ গণয়ন্ত মম স্ত্রিয়ঃ। পরিণামে তু গর্ভস্য শেষং জ্ঞাস্যা-মহে বয়ম্॥' ইতি। অতস্তত্রৈব—'যদর্থং সপ্ত তে গর্ভাঃ কংসেন বিনিপাতিতাঃ। তং তু গর্ভং প্রযত্নেন ররক্ষুস্তস্য মন্ত্রিণঃ॥' ইতি॥ জী০ ২৩॥

২৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ ইতি—এইরূপ বিচার দ্বারা **ভাবাৎ ইতি**—তার দুষ্ট অভিপ্রায় বা চেষ্টা থেকে নিবৃত্ত হলো কংস। **স্বয়ং**—নিজে নিজেই নিবৃত্ত হল, অন্যের মন্ত্রনাদিতে নয়। **সন্নিবৃত্ত**—সম্যক্ নিবৃত্ত হল—অর্থাৎ গর্ভপাতাদি ব্যাপারে আর যত্ন করল না—যেহেতু সে **প্রভু**—অন্য নিরপেক্ষ। অথবা, **স্বয়ং প্রভু**—নিজে নিজেই প্রভু—অন্যের সম্মতির অপেক্ষা কোথায়? অর্থাৎ তিনি যে প্রভুম্মন্য। বস্তুতস্তু, এই এই ব্যাপারে কংস অন্তর্যামির বশ ছিলেন। **হরের্বৈরানুবন্ধকৃৎ**—অশেষ দোষহর কিম্বা সর্বমনোহর বলে হরিনামে প্রসিদ্ধ যিনি, তার প্রতিও বিদ্বেষভাবমগ্ন অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে। যদিও 'ভয়াৎ কংস'—শ্রীভা০ ৭।১।৩০ শ্লোকে বলা আছে, তথাপি এখানে যে 'বৈরানুবন্ধ' বলা হল, তার কারণ ভয়ের স্থানে শত্রুতা ভাব তো আপনিই এসে পড়ে। অর্থাৎ কংস সেই হরির জন্ম প্রতীক্ষা করে বসে থাকল। এই প্রতীক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ কথা মন্ত্রীগণের প্রতি কংসের যে উক্তি আছে শ্রীহরিবংশে,

২৪। আসীনঃ সংবিশংস্তিষ্ঠন্ ভুঞ্জানঃ পর্য্যটন্ মহীম্।
চিন্তয়ানো হৃষীকেশমপশ্যৎ তন্ময়ং জগৎ ॥

২৪। অন্বয়ঃ আসীনঃ সংবিশন্ (শয়ানঃ) তিষ্ঠন্ ভুঞ্জানঃ পর্য্যটন্ (বিচরন্) পিবন্ হৃষীকেশং চিন্তয়ানঃ জগৎ তন্ময়ং (হরিময়ং) অপশ্যৎ।

২৪। মূলানুবাদঃ বৈরানুবন্ধ জনিত ভয়ে সেই কংস উপবেশন, শয়ন, অবস্থান, ভোজন, ভ্রমণ এবং পানাদি সর্বাবস্থায় সর্বেন্দ্রিয়ের বিষয় শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করতে করতে সমস্ত জগৎ কৃষ্ণময় দেখতে লাগলো।

তার থেকে পাওয়া যায়, যথা—"মাসান্ বৈ পুন্যমাসাদিন' ইত্যাদি। 'আমার স্ত্রীগণ গর্ভ লালনমাস গুণছে—শেষপরিণাম তো আমরা জানতেই পাবব।' ওতেই অন্যত্র—'যার জন্য দেবকীর সপ্ত গর্ভ কংস বিনষ্ট করল, সেই গর্ভটিকে তাঁর মন্ত্রীগণ অতি যত্নে রক্ষা করল ॥ জী০ ২৩ ॥

২৪। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ বৈরানুবন্ধমেবাহ, আসীন ইতি। চিন্তয়ানঃ—অয়মধুনৈবাবির্ভূয় মাং হনিষ্যতীত্যেবং ভাবয়ন্নিত্যর্থঃ, হৃষীকেশমিতি সর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তৌ পরিস্ফুরণেন হৃষীকেশতাভিব্যক্তেঃ। যদ্যপি তন্ময়ত্বদর্শনং যোগিনামপি সুদুর্লভং, প্রেমভক্তানামেব সম্পদ্যতে, তথাপি তেষু পরমানন্দময়ত্বেন অস্মিংস্তু পরমদুঃখময়ত্বেনেতি ভেদঃ ॥ জী০ ২৪ ॥

২৪। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ সেই বৈরানুবন্ধ কিরূপ, তাই বলা হচ্ছে—আসীনঃ ইতি। **চিন্তয়ানঃ**—আমার প্রাণহর হরি এই এখনই আবির্ভূত হয়ে আমাকে বধ করবে, এইরূপ চিন্তা করতে করতে। **হৃষিকেশম্ ইতি**—সমস্ত ইন্দ্রিয় বৃত্তিতে সম্পূর্ণ ভাবে স্ফূর্তি লাভের দ্বারা হৃষিকেশ স্বরূপ প্রকাশ হেতু তন্ময়তা—নয়ন ভরে একমাত্র হরিই থাকল তার, তাই সমস্ত জগৎ হরিময় দেখতে লাগল কংস। যদিও তন্ময় দর্শন যোগিগণেরও দুর্লভ, প্রেমিক ভক্তদেরই সম্পন্ন হয়, তথাপি প্রেমিক ভক্তের পরমানন্দময়রূপে দর্শন, আর কংসের পরম দুঃখময় রূপে, এই ভেদ ॥ জী০ ২৪ ॥

২৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ বৈরানুবন্ধজনিতেন ভয়েন কংসস্য চিত্তাবেশং বিবৃণোতি—আসীন ইতি। সংবিশন্ শয়ানঃ চিন্তয়মানঃ চিন্তয়ন্ হৃষীকেশং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিষয়ীভূতং তন্ময়ত্বদর্শনং প্রেম্না পরমানন্দজনকং ভয়েন তু পরমদুঃখজনকমিতি ভক্তবৈরিণোস্তন্ময়ত্বদর্শনস্য ভেদো দ্রষ্টব্যঃ ॥ বি০ ২৪ ॥

২৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ বৈরানুবন্ধ জনিত ভয়ে কংসের চিত্তের আবেশ বর্ণন করা হচ্ছে আসীনঃ ইতি।

সংবিশন্—শয়নে। **হৃষিকেশম্** সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হরিকে **চিন্তয়ানো**—চিন্তা করতে করতে সমস্ত জগৎ তন্ময় দেখতে লাগলো। প্রেমে তন্ময় দর্শন পরমানন্দ জনক, আর ভয়ে পরমদুঃখ জনক—ভক্ত আর শত্রুর তন্ময় দর্শনের এই ভেদ জানতে হবে ॥ বি০ ২৪ ॥

২৫। ব্রহ্মা ভবশ্চ তত্রেত্য মুনিভির্নারদাদিভিঃ।
দেবৈঃ সানুচরৈঃ সাকং গীর্ভির্বৃষণমৈড়য়ন্॥

২৫। অন্বয় ঃ ব্রহ্মা ভবঃ চ (শিবশ্চ) নারদাদিভিঃ মুনিভিঃ সানুচরৈঃ (নিজ নিজানুচরবৃন্দ সহিতৈঃ) দেবৈঃ সাকং (সহ) তত্র (দেবকীগৃহে) এত্য (আগত্য) গীর্ভিঃ (বাক্যৈঃ) বৃষণং (সর্ব্বকামবর্ষিণং তং শ্রীহরিং) ঐড়য়ন্ (তুষ্টুবুঃ)।

২৫। মূলানুবাদ ঃ ব্রহ্মা এবং শিব নারদাদি মুনি ও সানুচর দেবগণের সহিত মিলিত হয়ে কংস কারাগারে এসে বিবিধ বাক্যে লীলামৃতবর্ষী কৃষ্ণকে স্তব করতে লাগলেন।

২৫। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ তত্র বন্ধনাগারে; আদি-শব্দেন সনকাদিভিঃ, তেষু শ্রীনারদস্যাদিত্বং কেবলপরমভক্ত্যারামত্বেন মুখ্যত্বাৎ, শ্রীহরিবংশোক্তস্য শ্রীভগবদবতারার্থতদীয়-প্রযত্ন-বিশেষস্য সফলতয়া প্রহর্ষেণ সর্ব্বেষামপি তেষামগ্রত আগমনাচ্চ। সানুচরৈর্গন্ধর্ব্বাদিসহিতৈঃ ঐড়য়ন্ ঐড়য়ত, দ্বিতেঽপি বাচ্যে বহুত্বমার্ষম্; কিংবা আগমনে মুন্যাদীনাং পশ্চাদ্ভাবেনাপ্রাধান্যাৎ সহার্থযোগস্তৃতীয়া চ। স্তুতৌ তু সর্ব্বেষাং যৌগপদ্যেন প্রাধান্যাদেব কর্তৃত্বমিতি। তৌ মুন্যাদিভিরনুগতৌ পূর্ব্বমাগতৌ চ, পশ্চাত্তে চ তৌ যুগপদেব তুষ্টুবুরিত্যর্থঃ। পূর্ব্বং তেষামপ্রধানকর্তৃত্বেনৈককর্তৃকত্বাবিরোধাৎ ক্ত্বা-প্রয়োগশ্চ॥ জী০ ২৫॥

২৫। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ তত্র**—কারাগারে নারদাদি—আদি পদে এখানে সনকাদি। সনক সনাতন প্রভৃতি মুনিগণের মধ্যে শ্রীনারদের নাম প্রথম করে তৎপর 'আদি' দিয়ে সবাইকে বুঝাবার কারণ—কেবল পরমভক্ত্যারামস্বরূপ হওয়ায় শ্রীনারদ সর্বমুখ্য এবং শ্রীহরিবংশে যা বলা হয়েছে, সেই শ্রীভগবদবতারের জন্য শ্রীনারদের প্রযত্ন বিশেষের সফলতা হেতু অতিশয় আনন্দ হওয়াতে তারই সর্বাগ্রে আগমন। **সানুচরৈঃ**—গন্ধর্বাদি অনুচরগণের সহিত। **ঐড়য়ন্**—স্তব করতে লাগলেন। মুনিগণের পরে দেবতাদের আগমন হওয়ার কারণ তারা ভাবে মুনিদের থেকে খাটো। স্তুতি বিষয়ে কিন্তু সকলেরই যুগপৎ প্রাধান্য থাকা হেতু কর্তৃত্ব। মুনিগণ যাঁদের অনুগত ও যারা পূর্বে আগত সেই ব্রহ্মা-শিব দুজন—ইহাদের পশ্চাতে মুনিগণ দেবগন্ধর্বাদি সকলে একসঙ্গে স্তব করতে লাগলেন॥ জী০ ২৫॥

২৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ বৃষণং লীলামৃতবর্ষিণং কৃষ্ণাম্বুদম্। ব্রহ্মা ভুবনচতুর্দ্দশকেদারমহাকৃষীবল ইব। ভবশ্চোল্লাসিত সাধুপক্ষো নৃত্যবিনোদী মহানীলকণ্ঠ ইব, নারদাদিভিস্তদেক-জীবনৈর্মহাসোৎকণ্ঠচাতকৈরিব, [দেবৈঃ কংসজরাসন্ধাদিদাবানলাবৃতৈর্মহামতঙ্গজৈরিব, সহ ঐড়য়ন্ ঐড়য়ত তুষ্টুবুরিতি যাবৎ বহুবচনমার্ষম্॥ বি০ ২৫॥

২৫। শ্রীবিশ্বনাথ-টীকানুবাদ ঃ বৃষণং—লীলামৃতবর্ষী কৃষ্ণমেঘকে (ব্রহ্মা স্তব করতে লাগলেন)। **ব্রহ্মা**—চতুর্দশ ভুবনরূপ জমির প্রধান কৃষকের মতো ব্রহ্মা। **ভবঃ**—পেখমধরা সুন্দর পুচ্ছ, নৃত্যবিনোদী প্রধানময়ূরের মতো শিব। **নারদাদিভিঃ**—কৃষ্ণৈকজীবন, মহা উৎকণ্ঠাযুক্ত চাতকের মতো নারদাদির সহিত। এবং কংস জরাসন্ধাদিরূপ দাবানলে বেষ্টিত মহা হস্তীর মতো সানুচর দেবতাগণের সহিত মিলিত হয়ে কংস কারাগারে এসে॥ বি০ ২৫॥

২৬। সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং সত্যস্য যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে
সত্যস্য সত্যমৃতসত্যনেত্রং সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ॥

২৬। অন্বয় ঃ সত্য ব্রতং (সত্যসংকল্পং) সত্যপরং (সত্য প্রাপ্যং) ত্রিসত্যং (ভূতভবিষ্যদ্বর্ত্তমানরূপ ত্রিষ্বপি কালেষু বিরাজিতং) সত্যস্য যোনিং (পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতানি তেষাং উদ্ভব কারণং) সত্যে চ (পৃথিব্যাদি-পঞ্চভূতেষু চ) নিহিতং (স্থিতং) সত্যস্য (পৃথিব্যাদিপঞ্চভূতানাং) সত্যং (পরমার্থিকত্বং) ঋতসত্য নেত্রং (ঋতং সুনৃতাবাণী সত্যং সমদর্শনং, তয়োঃ প্রবর্ত্তকং) সত্যাত্মকং (সত্য স্বরূপং) ত্বা (শ্রীহরিং) শরণং প্রপন্নাঃ (প্রাপ্তা বয়মিতি শেষঃ)।

২৬। মূলানুবাদ ঃ দেবতাগণ স্তব করতে লাগলেন—হে নিত্যসত্যস্বরূপ! (১) আশ্রিতপালন-রূপ সত্যব্রতধারী, (২) সর্বদেশকালে সর্বশ্রেষ্ঠ, (৩) স্বাভাবিক জ্ঞানাদি শক্তিত্রয়বিশিষ্ট, (৪) সত্যস্বরূপ মৎসকূর্মাদি অবতারের যোনি, (৫) মথুরা-বৈকুণ্ঠাদি লোকে নিত্যস্থিত, (৬) সমস্ত চিৎবস্তুসার এবং সর্বেন্দ্রিয়ের উপলক্ষক নয়নেন্দ্রিয়ে পরম সুন্দর সত্যবিগ্রহ আপনাকে আশ্রয় করছি আমরা।

২৬। শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকা ঃ সত্যব্রতমিতি—ব্রতং প্রতিশ্রুতং, যঃ কশ্চিৎ সঙ্কল্পোঽপি সত্যঃ, কিং পুনর্ব্রতরূপ ইত্যতোঽত্রাবতরণমিদং যুক্তমেবেতি ভাবঃ। অতঃ সত্যপরং সত্যব্রতত্বাদেব সত্য-প্রিয়ো ভবান্, তচ্চ তব প্রীতিং জ্ঞাত্বা বিধীয়মানঞ্চেৎ শ্রেষ্ঠং ভবতি, শ্রেষ্ঠত্বঞ্চ তস্য তৎপ্রাপ্তিসাধনতাপন্নত্ব-মেবেতি। তথা তৈর্ব্যাখ্যাতম্; অতঃ সত্যক্রোশনেন ধরণ্যাপি ত্বং প্রাপ্ত ইতি ভাবঃ। স চ ধর্ম্মো মহাসত্যস্য তব যুক্ত এবেত্যাহুঃ—ত্রিসত্যমিতি। অতঃ কলেঃ প্রথমাংশমভিব্যাপ্য ত্রিযুগস্যাপি তবাবতারোঽয়ং নাযুক্ত ইতি ভাবঃ। ত্রিসত্যমেব সত্যস্য যোনিমিত্যাদি-বিশেষণত্রয়েণোপপাদিতম্। সত্যস্য সত্যমিতি অসংহিতা-নির্দ্দেশেন কালব্যবধানাৎ পূর্ব্বগুরুত্বমনুভূয়তে পাদান্তবৎ সকাকু গানপ্লুতেন বা। ততস্তথৈব ছন্দোঽনুরোধেন পঠনীয়ম্। তদেবং সত্যব্রতত্বং ত্রিসত্যত্বঞ্চ চিত্রমিত্যাহুঃ—ঋতেতি। সত্যা প্রিয়া চ যা বাক্, সা সুনৃতা, সৈব ঋতং সমমব্যভিচারি যজ্ জ্ঞানং, তৎ সত্যং, তয়োরপি প্রবর্ত্তকং প্রকাশকঞ্চেতি তস্য তয়োর্বাঙ্ মনসয়ো-র্ধর্ম্ময়োরব্যভিচারিত্বং কৈমুত্যেনানীতং, বৈদিকরূপয়োস্তয়োঃ পরমাশ্রয়ত্বেন ত্রিসত্যত্বমপি, অতো ভবৎ-প্রসাদাদেব বয়মপি ভবন্তং জানীমঃ স্তুমশ্চেত্যনুগ্রহান্তরঞ্চ সূচিতম্। অন্যত্তৈঃ। তত্র সৃষ্টেঃ পূর্ব্বম্ ইত্যনেন ভূতকালস্য বৈশিষ্ট্যমুক্তম্, প্রলয়ান্তরমিত্যনেন ভবিষ্যৎকালস্য, স্থিতিসময় ইত্যনেন বর্ত্তমানস্যেতি জ্ঞেয়ম্। যদ্বা; ব্রতং 'সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে। অভয়ং সর্ব্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্ব্রতং মম॥' ইতি লক্ষণম্। অতো যাদবাদি-স্বভক্তানামভয়ার্থং ত্বয়াবতীর্ণং যুক্তমেবেত্যর্থঃ। যতঃ সত্যস্য পরম্—সদা সর্ব্বথা মিথ্যারহিতমিত্যর্থঃ। অতএব ত্রিসত্যং; যতঃ সত্যস্য ব্যবহারিকসত্যস্য প্রপঞ্চস্য যোনিমিত্যাদি। নন্বু দেবকী-গর্ভে প্রবিষ্টস্য কথং সত্যযোনিত্বাদিকম্? তত্রাহুঃ—সত্যাত্মকং, সত্যো বিকাররহিত আত্মা শ্রীমূর্ত্তির্যস্য তম্, অন্যৎ সমানম্॥ জী০ ২৬॥

২৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ সত্যব্রতং ইতি—'ব্রত শব্দের অর্থ প্রতিশ্রুতি। যে কোনও সংকল্পই সত্য, সেই সঙ্কল্প যদি আবার ব্রতরূপ হয় তবে আর বলবার কি আছে—অতএব আপনার অবতরণ উক্তিযুক্তই বটে, কারণ ক্ষীরসমুদ্রতীরে আমাদের নিকট অবতরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

সত্যপরং—অতএব সত্যব্রততা হেতুই আপনি সত্যপ্রিয় অর্থাৎ সত্যই আপনার প্রিয়। তাই সত্যই 'পর' অর্থাৎ আপনার প্রাপ্তি সাধন। আপনার প্রিয় যে সত্য, সেই সত্যে নিষ্ঠ হলে আপনার প্রাপ্তি সুলভ হয়ে উঠে এখানেই এই সত্যের শ্রেষ্ঠত্ব অতএব পৃথিবী সত্য বিলাপের দ্বারাই জনমহাদি লোকের মধ্যে নিকৃষ্ট হয়েও আপনার শ্রীচরণ বক্ষে ধারণ করবার সৌভাগ্যে ধন্য হল সেই সত্যব্রততারূপ ধর্ম মহা-সত্যস্বরূপ আপনার পক্ষে সমুচিতই বটে, তাই বলা হচ্ছে-**ত্রিসত্যম্ ইতি**। অতএব কলির প্রথম অংশ জুরে ত্রিযুগ হয়েও আপনার এই অবতার অসমীচীন নয়, এইরূপ ভাব। 'সত্যস্য যোনিম্ নিহিতঞ্চ সত্যে সত্যস্য সত্যম্' এই তিন বিশেষণ দ্বারা এই ত্রিসত্যতা প্রতিপাদিত হয়েছে। এইরূপ সত্যব্রততা এবং ত্রিসত্যতা আশ্চর্যজনক, তাই বলা হচ্ছে –ঋত ইতি। সত্য ও প্রিয় বাক্যের নাম 'ঋত'। অব্যভিচারি জ্ঞান অর্থাৎ যথার্থ (অপরিবর্তনশীল) জ্ঞান—এরই নাম সত্য। শ্রীভগবান্ এই 'ঋত' ও সতের 'নেত্রং' প্রবর্তক ও প্রকাশক। 'ঋত-সত্য' এই দুটি বাক্য-মনের ধর্ম। যাঁর কৃপায় এই জগতে ঋত সত্যের প্রবর্তন ও প্রকাশ হচ্ছে, তিনি নিজে যে এর অধিকারী হবেন এতে আর আশ্চর্যের কি আছে। এই ঋত-সত্যের পরম আশ্রয়তা হেতু ত্রিসত্যতাও যে আপনার আছে, এতেই বা আর বলবার কি আছে? সত্যস্য যোনিম্ ইত্যাদি তিনটি বিশেষণের ব্যাখ্যা শ্রীস্বামিপাদের অনুরূপ, যথা—**সত্যস্য যোনিম্**—ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতের উৎপত্তি-স্থান। কাজেই সৃষ্টির পূর্বেও বিরাজমান্। **নিহিতঞ্চ সত্যে**—ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতে অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত। কাজেই স্থিতি সময়েও বিরাজমান্। **সত্যস্য সত্যম্**—ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতের সত্য—এই পঞ্চভূত প্রলয়ে শ্রীভগবানেই পর্যবসিত। পঞ্চভূতাত্মক এই জগতের সৃষ্টির পূর্বে, স্থিতি কালে এবং অবসানে শ্রীভগবান্ বিরাজিত থাকেন বলে তিনি ত্রিসত্য।

অথবা, 'যে একবারমাত্রও বলে 'আমি তোমার হলাম' এবং অভয় যাচ্ঞা করে আমি সর্বদা তাদের ইহা দিয়ে থাকি—ইহাই আমার ব্রত।'—এইরূপ লক্ষণযুক্ত আপনি যে স্বভক্ত যাদবাদির অভয় দানের জন্য অবতীর্ণ হলেন—ইহা আপনার পক্ষে যুক্তিযুক্তই বটে। যেহেতু **সত্যপরং**—সত্যের শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ সদা সর্বদা মিথ্যারহিত। অতএব ত্রিসত্য। যেহেতু ব্যবহারিক সত্য এই প্রপঞ্চের যোনি ইত্যাদি। আচ্ছা এখানে একটি প্রশ্ন, দেবকীগর্ভে প্রবিষ্ট এ কি করে সত্যের যোনি হতে পারে? এর উত্তরেই বলা হচ্ছে, **সত্যাত্মকং**—'সত্য'—বিকার রহিত 'আত্মা'—শ্রীমূর্তি। এই দেবকীর গর্ভস্থ শিশুর শ্রীমূর্তি বিকার রহিত অর্থাৎ নির্বিকার ॥ জী০ ২৬ ॥

২৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ "ত্বমেব বাস্তবং বস্তু সংসারেঽস্মিন্নবাস্তবে। ত্বং ভক্তৈর্গম্যসে নান্যৈ-রিতি স্তুত্যর্থ ঈক্ষিতঃ॥" স্বভক্তপালনৈকব্রতত্বান্নিত্যসত্যত্বাচ্চ ত্বমেব প্রপত্তার্হ ইত্যাহুঃ। সত্যং ব্রতং যস্য তম্। "সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে। অভয়ং সর্ব্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্ব্রতং মমেতি ভদুক্তেঃ। ন চ স্বভক্তপালকদেবতান্তরবৎ ত্বমনিত্যোঽনুৎকৃষ্টশ্চেত্যাহ—সত্যঃ সর্ব্বকালদেশবর্ত্তী পরঃ শ্রেষ্ঠশ্চ তং।

যদ্বা, সত্যং সত্যনামানম্। "সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ কৃষ্ণঃ সত্যমত্র প্রতিষ্ঠিতম্। সত্যাৎ সত্যো হি গোবিন্দস্তস্মাৎ সত্যো হি নামতঃ" ইত্যুত্তম পর্ব্বোক্তেঃ। পরং পরমেশ্বরম্। তদ্বদ্বিবলাদয়োপি সত্যা এবেত্যাহুঃ—তিস্রঃ জ্ঞানবলক্রিয়াশক্তয়ঃ সত্যা যস্য তম্ "ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে, ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ইতি" শ্রুতেঃ। ত্বদংশা অপি সত্যা ইত্যাহুঃ—সত্যস্য মৎস্যকূর্ম্মাদ্যবতারবৃন্দস্য যোনিমুদ্গমস্থানমবতারিণমিতার্থঃ। ত্বদ্ধামাপি নিত্যমিত্যাহুঃ। নিহিতং সন্নিহিতং স্থিতমিত্যর্থঃ। সত্যে মথুরাবৈকুণ্ঠাদিলোকে। কিঞ্চ সারস্য সার ইতি বৎ সমস্তচিদ্বস্তুসারত্বমেবেত্যাহুঃ-সত্যস্য সত্যমিতি। যদ্বা সত্যস্য যৎকিঞ্চিৎ কালবর্ত্তিনো মায়িকপ্রপঞ্চস্য প্রকাশত্বাৎ সত্যং সর্ব্বকালবর্ত্তিনং "চক্ষুষশ্চক্ষু-রুত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রম্ ইতিবৎ। "সত্যং হ্যেবেদং বিশ্বমসৃজতেতি মাধ্বভাষ্যপ্রমাণিতশ্রুতেঃ। হে ঋত নিত্য-সত্যস্বরূপ! সত্যং নেত্রং সর্ব্বেন্দ্রিয়োপলক্ষকং নয়নেন্দ্রিয়ং যস্য তং সত্য আত্মা শ্রীবিগ্রহো যস্য তম্॥

২৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ এই বাস্তব সংসারে তুমিই একমাত্র সত্য। তুমিই ভক্তের দ্বারাই গম্য, অন্যের দ্বারা নয়—স্তুতির অর্থ, এই ভাবে দেখা দরকার।

হে ভগবান্! তুমি স্বভক্ত পালনৈকব্রত এবং নিত্যসত্য, কাজেই তোমাকেই আশ্রয় করা উচিত। এই আশয়ে বলা হচ্ছে—সত্যব্রতং ইতি।

(১) **সত্যব্রতং**—সত্য যাঁর ব্রত, সেই আপনাকে আশ্রয় করছি—আপনি বলেছেন—"সকৃদেব প্রপন্নো ইত্যাদি" অর্থাৎ "যে একবার মাত্র তোমার হলাম বলে আশ্রয় নেয় আমার, তাকে আমি অভয় দিয়ে থাকি, এই আমার ব্রত।

(২) **সত্যপরং** - আপনি স্বভক্ত পালক অন্যদেবতাদের মতো অনিত্য অনুৎকৃষ্ট নন, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—'সত্যপরং' অর্থাৎ 'সত্য'—সর্বদেশকালবর্তী এবং 'পরং' শ্রেষ্ঠ আপনাকে; অথবা, 'সত্যপরং' সত্য নামধেয় পরমেশ্বর আপনাকে আশ্রয় করছি - উত্তমপর্বে বলা আছে, "কৃষ্ণ সত্যে প্রতিষ্ঠিত, আবার সত্য কৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিত। গোবিন্দ সত্য হতেও সত্য। সেই হেতু তাঁর নাম সত্য।"

(৩) **ত্রিসত্যং**—কৃষ্ণের বুদ্ধি বলাদিও সত্য, তাই বলা হচ্ছে- জ্ঞান-বল-ক্রিয়া এই ত্রিবিধ শক্তি যাঁর সত্য, সেই আপনাকে আশ্রয় করছি, যথা শ্রুতি—"তার কার্য কারণ নেই, তাঁর সমান নেই, অধিকও নেই। পরমেশ্বরের শক্তি বহুবিধ—স্বাভাবিক জ্ঞান, বল এবং ক্রিয়া।"

(৪) **সত্যস্য যোনিং**—কৃষ্ণের অংশগণও সত্য তাই বলা হচ্ছে সত্যস্বরূপ মৎসকূর্মাদি অবতার-গণের উদ্গমস্থান অর্থাৎ সর্বাবতারাবতারী আপনাকে আশ্রয় করছি।

(৫) **নিহিতঞ্চ সত্যে**—'সত্যে' মথুরা বৈকুণ্ঠাদি লোকে 'নিহিতং' বিরাজমান আপনাকে আশ্রয় করছি।

(৬) **সত্যস্য সত্যম্**—'সারেরও সার' ইতিবৎ সত্যস্বরূপ সমস্ত চিৎবস্তুর সার আপনাকে। অথবা, 'সত্যস্য' যৎকিঞ্চিৎ কালবর্তী মায়িক প্রপঞ্চের প্রকাশক হেতু আপনি 'সত্যম্' সর্বকালবর্তী অর্থাৎ নিত্য

২৭। একায়নোঽসৌ দ্বিফলস্ত্রিমূলশ্চতুরসঃ পঞ্চবিধঃ ষড়াত্মা।
সপ্তত্বগষ্টবিটপো নবাক্ষো দশচ্ছদী দ্বিখগো হ্যাদিবৃক্ষঃ॥

২৭। অন্বয় ঃ অসৌ (প্রপঞ্চঃ) আদিবৃক্ষঃ (ব্যষ্টিসমষ্টিদেহরূপঃ) একায়নঃ (প্রাকৃত্যাশ্রিতঃ) দ্বিফলঃ (দ্বে সুখদুঃখে ফলে যস্য সঃ) ত্রিমূলঃ (সত্ত্বরজস্তমোরূপানি মূলানি যস্য সঃ) চতুরসঃ (ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাঃ রসাঃ যস্য সঃ) পঞ্চবিধঃ (পঞ্চ চক্ষুরাদীন্দ্রিয়াণি বিধাঃ জ্ঞানপ্রকারাঃ যস্য সঃ) ষড়াত্মা (শোকমোহজরামৃত্যু-ক্ষুধাপিপাসাত্মকাঃ ষট্ ঊর্ম্ময়ঃ আত্মা স্বভাবো যস্য সঃ) সপ্তত্বক্ (রসরক্তমাংসমেদোঽস্থিমজ্জাশুক্রাণি ত্বচঃ যস্য সঃ) অষ্টবিটপঃ (পঞ্চভূতানি মনোবুদ্ধ্যহংকারাশ্চ ইত্যষ্টৌ বিটপাঃ শাখা যস্য সঃ) নবাক্ষঃ (নবদ্বারাণি অক্ষাঃ ছিদ্রাণি যস্য সঃ দশচ্ছদী (দশপ্রাণা এব ছদাঃ পত্রাণি বিদ্যন্তে যস্য সঃ) দ্বিখগঃ দ্বৌ জীবাত্মপরমাত্মানাবেব খগৌ পক্ষীণৌ যত্র সঃ)।

২৭। মূলানুবাদ ঃ হে সর্বেশ্বর! হে সর্বসৃষ্টিকারণ! আপনার এই সংসার বৃক্ষ অনাদি। এর আশ্রয় এক—প্রকৃতি। ফল দুই—সুখ-দুঃখ। মূল তিন সত্ত্বাদি। রস চার ধর্মাদি। জ্ঞান প্রকার পাঁচ—শ্রোত্রাদি। স্বভাব ছয় —শোক মোহাদি। ত্বক সাত—ত্বকমাংসাদি। শাখা আট—ভূমিজলাদি। কোটর নয়—ইন্দ্রিয়ছিদ্রাদি। পত্র দশ—প্রাণ-অপনাদি। এই বৃক্ষ নিবাসী পক্ষী দুইটি জীব ও ঈশ্বর।

সত্য —'চক্ষুরও চক্ষু, কর্ণেরও কর্ণ' ইতিবৎ সত্যেরও সত্য আপনাকে আশ্রয় করছি। "সত্যই এই বিশ্ব সৃজন করে"— মধ্য প্রমাণিত শ্রুতি বাক্য।

(৭) **ঋত সত্য নেত্রং** হে ঋত! অর্থাৎ হে নিত্য সত্যস্বরূপ! 'সত্য নেত্রং' সর্বেন্দ্রিয় উপ-লক্ষক নয়নেন্দ্রিয় বিশিষ্ট আপনাকে আশ্রয় করছি।

(৮) **সত্যাত্মকং**—যাঁর 'আত্মা' অর্থাৎ শ্রীবিগ্রহ সত্য সেই আপনাকে আশ্রয় করছি॥ বি০ ২৬॥

২৭। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ দ্বিখগ ইত্যধিষ্ঠাতৃত্বমাত্রবিবক্ষয়া সাম্যেনৈব নির্দ্দেশঃঃ, বিশেষস্তু 'তয়োরেকঃ খাদতি পিপ্পলান্নম্' (শ্রীভা০ ১১।১১।৬) ইত্যাদৌ জ্ঞেয়ঃ। এবমনয়োর্বৃক্ষাঙ্গত্বাভাবাৎ প্রপঞ্চাতীতত্বং দর্শিতম্, প্রবাহরূপেণ প্রথমত এব বর্ত্তমানত্বাৎ। আদিশ্চাসৌ সদাকালচ্ছিদ্যমানত্বাৎ বৃক্ষশ্চ; তত্র সুখদুঃখরূপে ফলে, চতুরসঃ। ত্বগষ্টবিটপ ইত্যত্র চ ছন্দঃ প্লুতস্বরেণ ঘটনীয়ম্। অন্যত্তৈঃ। তত্র একায়ন ইতীত্যন্তে দ্বাভ্যামিতি শেষঃ; পঞ্চেত্যাদৌ জ্ঞানেতি করণে ল্যুট্। বৃক্ষস্যাপীন্দ্রিয়পঞ্চকসদ্ভাবস্তেন 'পশ্যন্তি পাদপাঃ' ইত্যাদৌ প্রসিদ্ধঃ। কোষাস্ত্বঙ্মাংসরুধিরমেদো-মজ্জাস্থীনি। লোমরক্তমাংস-স্নায়ুস্থিমজ্জান ইত্যেকে। ধাতবস্তু ত্বগাদয়ঃ শুক্রসহিতাঃ, সপ্তত্বগিতি সপ্তাবরণানি ত্বগ্ যস্যেতি বা॥ জী০ ২৭॥

২৭। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** দ্বিখগ জীব ও পরমাত্মা—অধিষ্ঠাতৃস্বরূপ-মাত্র বলা হল বলে সমানভাবে নির্দেশ। বিশেষভাবে জানা যাবে শ্রীভা০ ১১।১১।৬ শ্লোকে—"এর মধ্যে জীব কর্মফল ভোগ করে আর পরমাত্মা করে না—নিজানন্দে তৃপ্ত।" এরা দুজনে বৃক্ষের অঙ্গ নয়, কাজেই প্রপঞ্চাতীত—প্রবাহরূপে প্রথম থেকেই বর্তমান। **আদিবৃক্ষ**—'আদি' সদা কালের দ্বারা খণ্ডিত হওয়ার যোগ্য, তাই আদি এবং বৃক্ষ—সুখদুঃখরূপ দুইটি এর ফল॥ জী০ ২৭॥

২৮। ত্বমেক এবাস্য সতঃ প্রসূতিস্ত্বং সন্নিধানং ত্বমনুগ্রহশ্চ।
ত্বন্মায়য়া সংবৃতচেতসস্ত্বাং পশ্যন্তি নানা ন বিপশ্চিতো যে॥

২৮। অন্বয়ঃ একঃ ত্বং এব সতঃ (প্রবাহ রূপেণ নিত বর্ত্তমানস্য) অস্য (জগতঃ) প্রসূতিঃ (উৎপত্তিকারণং অসি) ত্বং সন্নিধানং (লয়স্থানং) ত্বং অনুগ্রহশ্চ (পালকঃ) তন্মায়য়া (তব বহিরঙ্গমায়য়া) অসংবৃতচেতসঃ (অনাচ্ছাদিতবুদ্ধয়ঃ) যে বিপশ্চিতঃ (তত্ত্বজ্ঞাঃ) তে ত্বাং নানা (ব্রহ্মরুদ্রাদি নানামূর্ত্তিসত্তেঽপি-পৃথক্) ন পশন্তি ন জানন্তি অপি তু একস্যৈব তবাচিন্ত্যশক্ত্যা নানা মূর্ত্তয় ইতি জানন্তীত্যর্থঃ)।

২৮। মূলানুবাদঃ এক আপনিই এই সংসার বৃক্ষের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কারণ। (ব্রহ্মাদিরও তো জগৎকর্তৃত্ব শোনা যায়, তবে এরূপ বলা হল কেন, এর উত্তরে—)আপনার মায়া দ্বারা আচ্ছন্ন ব্যক্তিই আপনাকে ব্রহ্মাদিরূপে ভিন্ন দেখে। মায়ামুক্ত বিদ্বান ব্যক্তি দেখে না।

২৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ নন্থ যদি দেহেন্দ্রিয়ধামাদিবিশিষ্টোঽহমেব সত্যস্তর্হি জগদিদং কিমসত্যং? তত্র জগতঃ সত্যত্বেঽপি কালচ্ছেদ্যত্বং তব তু তদভাব ইত্যাহুঃ - একায়ন ইতি। অসৌ প্রপঞ্চ আদিবৃক্ষো ভবতি। প্রথমত এব প্রবৃত্তত্বাদাদিঃ বৃশ্চ্যতে কালেন ছিদ্যতে ইতি বৃক্ষঃ। সমষ্টি ব্যষ্টি-দেহরূপঃ। একা প্রকৃতিরয়নমাশ্রয়ো যস্য সঃ। দ্বে সুখেদুঃখে ফলে যস্য সঃ। ত্রয়োগুণা মূলানি যস্য সঃ। চত্বারো বর্ণধর্ম্মা আশ্রমধর্ম্মা বা রসা যস্য সঃ। পঞ্চ ইন্দ্রিয়াণি বিধা জ্ঞানপ্রকারা যস্য সঃ। ষট্ ঊর্ম্ময়ঃ আত্মানঃ স্বভাবাঃ যস্য সঃ। অত্র শোক-মোহজরা-মৃত্যুক্ষুৎপিপাসাঃ ষড়ূর্ম্ময়ঃ। সপ্তধাতবস্ত্বচো যস্য সঃ। ত্বগসৃঙ্মাংসমেদোঽস্থিবশা শুক্রাণি ধাতবঃ। অষ্টৌ পৃথিব্যস্তেজো বায্বাকাশমনো বুদ্ধ্যহঙ্কারাঃ বিটপাঃ শাখাবিস্তারা যস্য সঃ। নবদ্বারাণি অক্ষাণ্যছিদ্রাণি যস্য সঃ। দশ প্রাণাশ্ছদাঃ পত্রাণি বিদ্যন্তে যস্য সঃ দশচ্ছদী। দ্বৌ জীবেশ্বরৌ খগৌ যস্মিন্ সঃ॥ বি০ ২৭॥

২৭। শ্রীবিশ্বনাথ-টীকানুবাদঃ শ্রীভগবান্ যেন একটি প্রশ্ন উঠাচ্ছেন, যদি দেহ-ইন্দ্রিয়-ধামাদিবিশিষ্ট আমি সত্য হলাম, তবে এই জগৎ অসত্য হবে কেন? এর উত্তরে—জগৎ সত্য হলেও কাল বিনাশী, কিন্তু আপনি কাল বিনাশী নন—আপনার নাশের অভাব, তাই বলা হচ্ছে—একায়ন ইতি।

এই সংসার আদি বৃক্ষ। প্রথম থেকেই এর আরম্ভ, তাই আদি। কালের দ্বারা ছেদ্য, তাই বৃক্ষ। সমষ্টি-ব্যষ্টি দেহরূপ। **একায়নঃ**—সংসার বৃক্ষের আশ্রয় একটি, সে হল প্রকৃতি। **দ্বিফলঃ**—এর ফল দুইটি সুখ ও দুঃখ। **ত্রিমূলঃ**—মূল তিনটি—সত্ত্ব-রজ-তম গুণ। **চতুঃরসঃ**—এর রস চার—ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ। **পঞ্চবিধঃ**—'পঞ্চ' চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় যার 'বিধ' জ্ঞানধারা। **ষড়াত্মা**—এ-বৃক্ষের স্বভাব—শোকমোহজরা-মৃত্যুক্ষুৎপিপাসা এই ছয় ঊর্মি। **সপ্তত্বক**—ত্বক-মাংস-রুধির-মেদ-অস্থি-মজ্জা-শুক্র, এই সাতটি এর ধাতব ত্বক অর্থাৎ বল্কল। **অষ্টবিটপো** ভূমি-জল-তেজ বায়ু-আকাশ-মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার এই আটটি এর শাখা। **নবাক্ষ**—নয়টি ইন্দ্রিয়-ছিদ্র এর নয়টি অক্ষ অর্থাৎ কোটর। **দশচ্ছদী**—প্রাণ-অপানাদি দশটি বায়ু এর দশটি পত্র। **দ্বিখগ**—জীব ও ঈশ্বর এই দুইটি এই বৃক্ষের পক্ষী॥ বি০ ২৭॥

২৮। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** মুহুঃ ত্বস্পদপ্রয়োগস্তত্র তত্র তদিতর-ব্যাবৃত্তিদার্ঢ্যার্থঃ। অন্যত্তৈঃ। যদ্বা, নন্বু প্রসূতিঃ সন্নিধানং চ মহাপুরুষঃ। অনুগ্রহো বিষ্ণুঃ কথমহমেব তত্তদ্রূপস্তত্রাহুঃ—ত্বদিতি। অকারপ্রশ্লেষেণ ত্বন্মায়য়া যে তু অসংবৃতচেতসস্তে নানা ন পশ্যন্তি, কিন্ত্বেকমেব পশ্যন্তীত্যর্থঃ। এবং সর্ব্বেষাং ভগবদ্রূপাণামভিন্নত্বং চাভিপ্রেতম্। একস্যৈব ভগবদ্বিগ্রহস্য স্বাভাবিকাচিন্ত্যশক্ত্যা নানারূপতাসমাবেশাৎ, উপাসনাভেদেনৈব দর্শনভেদাচ্চ। যথোক্তং শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে 'মণির্যথা বিভাগেন নীল-পীতাদিভির্যুতঃ। রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানভেদাত্তথাচ্যুতঃ॥' ইতি। মণিরত্র নানাচ্ছবিধারী বৈদূর্য্যাখ্যো জ্ঞেয়ঃ। যদ্বা, সংবৃতচেতসঃ স্বল্পবুদ্ধয়স্তদীয়য়া মায়য়া এব পূর্ব্বোক্তং নানাবিধং ত্বাং পশ্যন্তি। তয়ৈব নানাত্বমসৌ প্রাপ্নোতি ইতি মন্যন্ত ইত্যর্থঃ। যে বিপশ্চিতস্তে তু তয়া তথা ন মন্যন্তে। কিন্তু, স্বাভাবিকশক্ত্যৈবেত্যর্থঃ। অন্যৎ সমানম্। এবং সর্ব্বেষামেব শ্রীভগবদ্রূপাণামমায়িকত্বং, সচ্চিদানন্দঘনরূপত্বঞ্চোক্তম্॥ জী০ ২৮॥

২৮। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** এখানে একটি প্রশ্ন, সৃষ্টি আর লয়, এতো করেন মহাপুরুষ! আর পালন তো করেন বিষ্ণু। কি করে আমিই সেই সেই রূপ, এরই উত্তরে বলা হচ্ছে—ত্বদ্ ইতি। আপনার মায়া দ্বারা অনাবৃত চিত্ত যাঁরা, তাঁরা নানা দেখে না, কিন্তু একই দেখে—এইরূপে সকল শ্রীভগবৎরূপের অভিন্নত্বই অভিপ্রেত। কারণ একই ভগবৎ বিগ্রহের স্বাভাবিক অচিন্ত্য শক্তিদ্বারা নানারূপ অবস্থার সমাবেশ এবং উপাসনা ভেদে দর্শনভেদ। শ্রীনারদপঞ্চরাত্রের উক্তিতেও এইরূপ পাওয়া যায়, যথা "মণির্যথা বিভাগেণ ইত্যাদি।" অর্থাৎ বৈদূর্যমণি যেমন বিভিন্ন পাত্রে নীল-পীতাদি রং ধরে সেইরূপ শ্রীভগবান্ উপাসকের ধ্যান ভেদে বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হন। অথবা, **সংবৃতচেতসঃ**—স্বল্পবুদ্ধি জন আপনার মায়াতেই পূর্বোক্ত নানাবিধ রূপে আপনাকে দেখে। অর্থাৎ মায়াদ্বারাই শ্রীভগবান্ নানাত্ব প্রাপ্ত হন, এইরূপ মনে করে। কিন্তু যাঁরা পণ্ডিত তারা কিন্তু মায়াতে সেরূপ হয়, তা মনে করে না। কিন্তু শ্রীভগবানের স্বাভাবিক শক্তি দ্বারাই হয়, এরূপ মনে করে। এইরূপে সকল শ্রীভগবান্ রূপেরই অমায়িকত্ব ও সচ্চিদানন্দঘনরূপত্ব বলা হল॥ জী০ ২৮॥

২৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** স্বচ্ছক্তিকার্য্যত্বাদ্বৃক্ষোঽয়ং ত্বদীয় এবেত্যাহুঃ। ত্বমেব অস্য প্রপঞ্চবৃক্ষস্য সতঃ সত্যস্য এক এব প্রসূতিরুৎপাদকঃ, সন্নিধানং লয়স্থানং অনুগ্রহঃ পালকঃ, ভাবপ্রধাননির্দ্দেশেন তত্তদাধিকামভিপ্রেতম্। নন্বু, ভবদাদয়ো ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রা এবম্ভূতাঃ প্রসিদ্ধাঃ কথমহমিতি চেত্তত্রাহুঃ—তন্মায়য়া অসম্বৃতচেতসঃ অনাবৃতজ্ঞানাস্ত্বাং নানা ন পশ্যন্তি যে বিপশ্চিতস্তে। ব্রহ্মাদীনাং ত্বদবতারত্বাদিতি ভাবঃ॥

২৮। **শ্রীবিশ্বনাথ-টীকানুবাদ ঃ** আপনার শক্তি থেকে, উদ্ভূত বলে এই বৃক্ষ আপনারই, তাই বলা হচ্ছে—**অস্য সতঃ**—আপনিই সত্যরূপে প্রতিভাত এই সংসার-বৃক্ষের একমাত্র স্রষ্টা, **সন্নিধানং**—লয়স্থান এবং পালক। হে দেবতাগণ, তোমাদের আদি ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্রেরই জগৎ কর্তৃত্ব শোনা যায়, আমারই কর্তৃত্ব কি করে বলছো—এরই উত্তরে, আপনার মায়ায় আচ্ছন্ন চিত্ত যারা, তারাই আপনাকে ব্রহ্মাদি স্বতন্ত্র দেবতারূপে দেখে, কিন্তু যাঁদের চিত্ত অনাচ্ছাদিত তাঁরা নানা দেখে না, আপনাকেই দেখে সেই সেই রূপে। কারণ ব্রহ্মাদি আপনারই অবতার॥ বি০ ২৮॥

২৯। বিভর্ষি রূপাণ্যবোধ আত্মা ক্ষেমায় লোকস্য চরাচরস্য।
সত্ত্বোপপন্নানি সুখাবহানি সতামভদ্রাণি মুহুঃ খলানাম্॥

২৯। **অন্বয়ঃ** অবোধ আত্মা সর্ব্বমূল স্বরূপঃ ত্বমেব) চরাচরস্য লোকস্য ক্ষেমায় (পালনায়) সতাং (সাধূনাং) সুখাবহানি (সুখপ্রদানি) খলানাং অভদ্রানি (দুঃখহেতুনি) সত্ত্বোপপন্নানি (শুদ্ধসত্ত্বগুণ যুক্তানি রূপাণি (শরীরাণি) মুহুঃ (বারম্বারং) বিভর্ষি (ধারয়ন্ ধরায়াং আবির্ভবসি)।

২৯। **মূলানুবাদঃ** (আচ্ছা বলতো, দেবকীপুত্র আমকে তোমরা স্তুতি করছ কেন, এরই উত্তরে) —চিদ্‌ঘন আত্মা আপনি স্থাবর-জঙ্গমাত্মক এই জগতের পালনের জন্য ধার্মিকগণের সুখকর, অধার্মিক-গণের নাশকর শুদ্ধসত্ত্বময় বিবিধ রূপ পুনঃপুনঃ ধারণ করেন।

২৯। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** অববোধরূপ আত্মা সর্ব্বমূলস্বরূপঃ শ্রীদেবকীনন্দনাখ্যস্ত্বমেব সত্ত্বেন সচ্চিদানন্দ-ঘনত্বেন উপপন্নানি শ্রৌতযুক্তিসিদ্ধানি রূপাণি পুরুষাখ্যাদীনি মুহুর্বিভর্ষি জগৎ-সৃষ্টিং প্রতিধৎসে প্রকটয়সীত্যর্থঃ! অতো দেবকীলক্ষণ-নিজশক্তিদ্বারা প্রাকট্যাত্তব তন্নন্দনত্বেঽপি তাদৃশত্বঞ্চ ন ব্যাহন্যত এবেতি ভাবঃ; লোকক্ষেমার্থত্বে হেতুঃ—সুখেত্যাদি। সৎপালন-খলদণ্ডাভ্যামেব তৎসিদ্ধেঃ. খলানামপি দুষ্টকর্ম্মতো নিবৃত্তেঃ। সন্তোঽত্র ধর্ম্মমর্য্যাদাকারকাঃ, খলাস্তল্লোপকা ইতি। অন্যত্তৈঃ। যদ্বা, ত্বমেক এবাস্তেত্যাদাবেব শ্রীদেবকীনন্দনরূপস্যৈব তস্য তাদৃশত্বং নির্দ্ধার্যে দমেবাবতার্য্যং তেষাং নানারূপাণাং প্রয়োজনমাহুঃ—বিভর্ষীতি। তদেবং সর্ব্বেষামেব তদ্রূপাণাং তাদৃশত্বে সিদ্ধে কিমুত স্বয়ং ভগবতস্তব ইতি ভাবঃ॥

২৯। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ অববোধরূপ আত্মা**—সর্বমূল স্বরূপ শ্রীদেবকী নন্দন নামক আপনিই **সত্ত্বোপপন্নানি**—সচ্চিদানন্দঘন শ্রৌতযুক্তিসিদ্ধ পুরুষাদিরূপ বারম্বার প্রকট করেন —অতএব দেবকীরূপ নিজশক্তি দ্বারা প্রাকট্য হেতু আপনার দেবকী নন্দন হওয়ায়ও তাদৃশতার হানি হয় না, এইরূপ ভাব। লোকের মঙ্গল বিষয়ে হেতু, এইরূপটি সুখজনক সাধুর পালন এবং খলজনের দণ্ড-বিধানের দ্বারা সেই কার্য সাধিত হয়—কারণ খলজনও দুষ্টকর্ম থেকে নিবৃত্ত হয়ে যায়। এখানে সাধু বলতে ধর্মমর্যাদা স্থাপন কর্তা, আর খল তার লোপকর্তা। [**বিভর্ষি**—লোকলোচনে প্রকাশ করে থাকেন। অতএব দেবকীরূপ নিজশক্তিদ্বারা আপনার প্রাকট্য হেতু তাঁর পুত্রতা প্রাপ্ত হলেও আপনার জ্ঞানৈকস্বরূপতা ব্যাহত হয় না। শুধু যে আপনি পালন করেন, তাই নয়। কিন্তু ভক্তজনের স্বানুভব-আনন্দ-আবেশের জন্যই রূপ ধারণ করেন। শ্রীজীব-ক্রমসন্দর্ভ।]॥ জী০ ২৯॥

২৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** অন্যেঽপি মৎস্যকূর্ম্মাদয়ো বহবস্ত্ববতারাঃ সন্তীত্যাহুঃ—বিভর্ষি ইতি। অববোধঃ চিদ্ঘনরূপঃ। সত্ত্বোপপন্নানি শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপাণি খলানাং অভদ্রাণি অভদ্রকরাণি॥ বি০ ২৯॥

২৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাবাদ ঃ** মৎসকূর্মাদি আরও অনেক অবতার আপনার আছে, তাই বলা হচ্ছে—বিভর্ষি ইতি। **অববোধঃ**—চিদ্‌ঘনরূপ। **সত্ত্বোপপন্নানি**—শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ। **খলানাং অভদ্রকরাণি**—দুষ্টের নাশকারী॥ বি০ ২৯॥

৩০। ত্বয্যম্বুজাক্ষাখিলসত্ত্বধাম্নি সমাধিনাবেশিতচেতসৈকে।
ত্বৎপাদপোতেন মহৎকৃতেন কুর্ব্বন্তি গোবৎসপদং ভবাব্ধিম্॥

৩০। অন্বয় ঃ অম্বুজাক্ষ (হে কমলনয়ন) একে (মুখ্যাঃ বিবেকিনঃ) অখিল সত্ত্বধাম্নি (শুদ্ধসত্ত্ব-বিগ্রহ) ত্বয়ি সমাধিনা আবেশিতচেতসা (সমর্পিতচিত্তেন) মহৎকৃতেন (গুরুকৃপালব্ধেন) তৎপাদ পোতেন (ভবচ্চরণ সেবনরূপতরণ্যা) ভবাব্ধিং (সংসার সমুদ্রং) গোবৎসপদং কুর্ব্বন্তি (তুচ্ছীকৃত্য তরন্তীত্যর্থঃ)।

৩০। মূলানুবাদ ঃ হে পদ্মপলাশ লোচন! নির্গুণস্বরূপ আপনাতে চিত্ত সমাধিতে নিবেশিত করার ফলে প্রাপ্ত আপনার শ্রীচরণতরী পরমাদরে আশ্রয় করত মুখ্য বিবেকীগণ এই ভবসাগর গোবৎসপদ তুল্য অতি তুচ্ছ জ্ঞান করে থাকে।

[আচ্ছা বল তো দেবকীপুত্র আমাকে তোমরা স্তব করছ কেন, এরই উত্তরে বলা হচ্ছে—বিভর্ষি ইতি। (অববোধ আত্মা) জ্ঞানৈক স্বরূপ আপনি নিজেই বিবিধ মূর্তি **বিভর্ষি** ধারণ করেন—আপনি কারও পুত্র নন! সতের পালনের জন্য ধার্মিকের সুখকর, আর দুষ্টের নাশকর মূর্তি ধারণ করেন। শ্রীধর টীকা।]—॥ বি॰ ২৯ ॥

৩০। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকা ঃ অস্তু তাবত্তদ্রূপাবির্ভাবসময়গতানাং তেষাং বার্ত্তা, অন্য-দাপি মনোমাত্রেণাপি লব্ধতদাশ্রয়াণামনায়াসেনাখিলসংসারদুঃখনাশঃ পরমসুখস্বরূপ-ত্বৎপ্রাপ্তিশ্চ ভবতি, তৎ-প্রসঙ্গেনান্যেষামপি তাদৃশত্বং সম্পদ্যত ইত্যাহুঃ—ত্বয়ীতি দ্বাভ্যাম্। পরমসুখাত্মক তৎপারদ্বীপায়মানে ত্বয়ি হে অম্বুজাক্ষেতি পরমসৌন্দর্য্যমুদ্দিষ্টম্; অয়মাবেশে হেতুঃ। কিঞ্চাখিলস্য অখণ্ডস্য সত্ত্বস্য চিচ্ছক্তিবিশেষা-চিন্ত্যাপরিমিত-সর্ব্বসদ্গুণাত্মক-ত্বদীয়স্বরূপ-সুখাভিব্যঞ্জক-শুদ্ধসত্ত্বস্য ধাম্নি আশ্রয়ে; অমলেতি পাঠে তস্য মায়ামলরাহিত্যেন যৎ শুদ্ধসত্ত্বসংজ্ঞত্বং তদেব সাক্ষাদুক্তম্॥ জী॰ ৩০ ॥

৩০। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদ ঃ এসমস্ত নিখিলরূপ আবির্ভাবের সময়গত ভক্তদের কথা তো দূরে থাক্ অন্য সময়ও যাঁদের মনোমাত্রেও শ্রীভগবানের আশ্রয় প্রাপ্তি হয়, তাঁদের অখিল সংসার-দুঃখনাশ এবং পরমসুখস্বরূপ শ্রীভগবৎপ্রাপ্তি হয়ে থাকে। আর সেই প্রসঙ্গে অন্যদেরও তাদৃশভাব সম্পন্ন হয়ে থাকে, এই আশয়ে বলা হচ্ছে ত্বয়ি ইতি দুইটি শ্লোক। পরমসুখাত্মক ভবাব্ধিপারের তরীস্বরূপ **ত্বয়ি**—তোমাতে (হে অম্বুজাক্ষ) হে কমলনয়ন—কমল নয়ন সম্বোধনে পরমসৌন্দর্যকে লক্ষ্য করা হয়েছে—ইহা আবেশ সম্বন্ধে হেতু। আরও **অখিলসত্ত্বধাম্নি**—'অখিল'—অখণ্ড, 'সত্ত্বস্য চিৎশক্তি বিশেষ—অচিন্ত্য-অপরিমিত-সর্বসদ্গুণাত্মক-ত্বদীয় স্বরূপের—সুখাভিব্যঞ্জক শুদ্ধসত্ত্বের **ধাম্নি**—আশ্রয়ে (চিত্ত নিবে-শিত করার ফলে।)॥ জী॰ ৩০ ॥

৩০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ ক্ষেমায়েত্যুক্তম্। তদেব ক্ষেমং বাস্তবমভিব্যঞ্জয়তি ত্বয়ীতি। খিলং নিকৃষ্টং সত্ত্বং গুণাত্মকং অখিলসত্ত্বং বিশুদ্ধসত্ত্বং নির্গুণং ধাম স্বরূপং যস্য তস্মিন্। "অমলসত্ত্ব" ইতি চ পাঠঃ সমাধিনা পৃথিব্যামবতীর্ণস্য তব রূপগুণলীলাদি ধ্যানাতিশয়েন ত্বয্যাবেশিতং যচ্চেতস্তেন হেতুনা প্রাপ্তেন

৩১। স্বয়ং সমুত্তীর্য্য সুদুস্তরং দ্যুমন্ ভবার্ণবং ভীমমদভ্রসৌহৃদাঃ।
ভবৎপদাম্ভোরুহনাবমত্র তে নিধায় যাতাঃ সদনুগ্রহো ভবান্॥

৩১। **অন্বয়** ঃ দ্যুমন্ (হে স্বপ্রকাশ) তে (মহাপুরুষাঃ সুদুস্তরং ভীমং (ভীষণং) ভবার্ণবম্ (সংসার সমুদ্রম্) স্বয়ং সমুত্তীর্য্য (ভবৎ পদাশ্রয়েণ তীর্ত্বা) ভবৎপদাম্ভোরুহনাবং (তব চরণ তরণীং) অত্র নিধায় (স্থাপয়িত্বা) যাতাঃ (পরমাশ্রয় প্রাপ্তাঃ) অদভ্রসৌহৃদাঃ (সর্ব্বভূতেষু অতিপ্রীতিযুক্তাঃ ভবন্তি) [যতঃ] ভবান্ সদনুগ্রহঃ (ভক্তানুগ্রহকারী)।

৩১। **মূলানুবাদ** ঃ (মহান্তগণই যদি আপনার চরণতরী নিয়ে চলে গেল, তবে সে তরীর সাহায্য অন্যে কি করে পাবে? এর উত্তরে বলা হচ্ছে—)

হে সূর্যস্বরূপ বিজ্ঞানঘনমূর্তে! আপনার চরণতরীর আশ্রয় মাত্রেই এই ভীষণ দুস্তর ভবার্ণব বৎসপদতুল্য তুচ্ছ হয়ে যাওয়ায় মহাজনগণ এই চরণতরী এ-কূলে রেখেই অনায়াসে ভবার্ণব পার হয়ে যান। রেখে যাওয়ার কারণ তারা যে কৃপার মূর্ত বিগ্রহ।

ত্বৎপাদ-পোতেন মহৎকৃতেন মহদ্ভির্ভবাব্ধেঃ পোততুল্যীকৃতেনেত্যর্থঃ। গোবৎসপদং কুর্ব্বন্তি ভবাব্ধেরস্তিত্বমপি ন জানন্তীত্যর্থঃ॥ বি০ ৩০॥

৩০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ পূর্ব শ্লোকে 'ক্ষেমায়' অর্থাৎ পালনের জন্য, এরূপ বলা হয়েছে। সেই পালনের বাস্তব রূপ কিরূপ, তাই প্রকাশ করা হচ্ছে—ত্বয়ি ইতি।

অখিল সত্ত্বং—বিশুদ্ধসত্ত্ব অর্থাৎ নির্গুণ **ধাম্নি**—স্বরূপ যাঁর সেই তাতে **সমাধিনাঃ**—পৃথিবীতে অবতীর্ণ আপনার নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির ধ্যানাতিশয়ের দ্বারা **ত্বয়ি আবেশিত চেতসা একে**—আপনাতে চিত্তের আবিষ্টতার ফলে প্রাপ্ত **তৎপাদপোতেন**—আপনার চরণতরী আশ্রয়দ্বারা মুখ্যবিবেকীগণ, **মহৎকৃতেন**—যে চরণতরী ভবসাগরতীরে মহৎগণের দ্বারা পারের তরীরূপে রাখা আছে—**ভবাব্ধিম্ গোবৎসপদং কুর্বন্তি**—ভবসাগরকে তুচ্ছজ্ঞান করে পার হয়ে যায় ঐ সাগরের অস্তিত্ব পর্যন্ত বোধের মধ্যে আসে না॥ বি০ ৩০॥

৩১। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা** ঃ সম্যগুচ্চৈস্তীর্ত্বেতি বৎসপদমাত্রতাকরণেন নাবস্তিতীর্ষোশ্চ চেষ্টামাত্রং নিরস্তম্। দ্যুমন্নিতি, তচ্চ তব প্রকাশস্বভাবাদেবেতি ভাবঃ। অত্র পূর্ব্বত্র চ পদাদি-শব্দস্য সাধনলক্ষণভক্তৌ তাৎপর্য্যম্। অত উক্তমত্র নিধায়েতি। অন্যত্তৈঃ। তত্র কথং মৎপাদেত্যাদৌ জ্ঞানং বিনেতি শেষঃ। যদ্বা, এবং তেষামেব তত্তারণকারণত্বে হেতুঃ সন্ত এব অনুগ্রহরূপা যস্যেতি॥ জী০ ৩১॥

৩১। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ** ঃ **সমুত্তীর্য**- সম্যক্ উত্তীর্ণ হয়ে—সাগর হয়ে যায় বৎসপদাকার অতি তুচ্ছ, তাই নৌকায় পার হওয়ার চেষ্টা মাত্রও নিরস্ত হয়ে যায়। **দ্যুমন্ ইতি**—হে স্বপ্রকাশ-এই পদের ধ্বনি তব স্বপ্রকাশ স্বভাবই সাগর তুচ্ছ হওয়ার কারণ। এখানে এবং পূর্বেরও

'পদাদি' শব্দের তাৎপর্য সাধন লক্ষণ ভক্তিতে। অতএব বলা হয়েছে **নিধায় ইতি**—নৌকা এপারে রেখে, **সদনুগ্রহ ভবান্**—বৈষ্ণবমহাজন-যে উদ্ধারকর্তা হয়ে থাকেন, তার কারণ সাধুই শ্রীভগবানের অনুগ্রহের মূর্ত বিগ্রহ ॥ জী॰ ৩১ ॥

[**ভগবৎপদাম্ভোরুহ**—আপনার পদকমল—এখানে এবং পূর্বেও 'পদ' শব্দের ব্যবহারে তাৎপর্য হল—সাধন ভক্তিকে উদ্দেশ্য করা। কাজেই স্বামিপাদের টীকায় 'এই চরণতরী এ কুলে রেখে' বাক্যাংশের অর্থ করা হল, এ জগতে ভক্তিমার্গ প্রবর্তন করে।—শ্রীজীব ক্রমসন্দর্ভ ॥ ৩১ ॥]

৩১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ কিঞ্চ ত্বৎপাদ-পোতাশ্রয়ণমাত্রেণৈব ভবাব্ধৌ গোষ্পদতুল্যে জাতে বৈষ্ণবা ভবাব্ধিম্ অজানন্ত এব পদ্ভ্যামেবোল্লঙ্ঘয়ন্তীত্যাহুঃ স্বয়মিতি। তরণসাধননিরপেক্ষমেব অন্যৈঃ সুদুস্তরমপি ভীমমপি সমুত্তীর্য্য যাতাঃ। দ্যুমন্! হে সূর্য্য! ইতি ত্বং যেষামন্তঃকরণে নোদেষি তেষামেব তমঃপুঞ্জরূপঃ সংসারোঽর্ণবতুল্যো ভীমো দুস্তরশ্চ ভবতি। প্রেমভক্ত্যুদয়পর্ব্বতে ত্বয্যুদিতে তু সমস্ত তমসি স্বয়মেব নষ্টে সতি স্বয়মেব সংসারতরণং ভবেদতো ভবৎপদাম্ভোরুহনাবমত্রৈব কূলে নিধায়ৈব ভক্তিমার্গসম্প্রদায়ং প্রবর্ত্ত্যৈব যাতাস্তে যথান্যেপ্যেবং তরেয়ুরিত্যভিপ্রায়েণেত্যুৎপ্রেক্ষতে ইতি ভাবঃ। অত্র সংসারস্য সামস্ত্যেন নষ্টত্বেপি বয়ং সংসারিণ এবেতি ভক্তানাং মিথ্যাভিমান এব গোবৎসপদাকারঃ সংসারঃ। যথা চ গোবৎসপদজলং পাবনং শ্লাঘনীয়ঞ্চ ভবেৎ তথৈব তেষাং সোঽভিমানোপ্যন্যেষাং ভক্তমানিনামভিমান-রোগহরোঽভিজ্ঞজনৈঃ শ্লাঘনীয়শ্চ ভবতীতি ভাবঃ। যতঃ সৎসু বৈষ্ণবেষ্বেব অনুগ্রহ এতাদৃশো নান্যেষু যস্য সঃ ॥ বি॰ ৩১ ॥

৩১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ আরও, আপনার চরণতরী আশ্রয় মাত্রেই ভবসাগর গোষ্পদতুল্য হয়ে গেলে বৈষ্ণবগণ এ-ভবসাগর অনায়াসে পার হয়ে যান—ভব সাগরের সুদুস্তরতা তাদের বোধের মধ্যেই আসে না। তাই বলা হচ্ছে—স্বয়ম্ ইতি।

স্বয়ং—অন্যের পক্ষে সুদুস্তর ও ভীষণ হলেও মহাজনগণ পারের সাধনের নিরপেক্ষ ভাবেই পার হয়ে চলে যান। **দ্যুমন্**—হে সূর্যস্বরূপ এই সম্বোধনের ধ্বনি হল, আপনি যার অন্তঃকরণে উদিত না হন তাঁরই তমঃপুঞ্জরূপ সংসার সাগরতুল্য ভীষণ ও দুস্তর হয়ে থাকে। প্রেমভক্তিরূপ উদয়গিরিতে আপনার উদয়ে হে দ্যুমন্ সমস্ত অন্ধকার স্বয়ংই নষ্ট হয়ে যায়, তখন সংসার পার স্বয়ংই হয়, অন্যনিরপেক্ষ ভাবে। অতএব আপনার পদকমলতরী এ-কুলে রেখেই অর্থাৎ এই সংসারে ভক্তিমার্গ সম্প্রদায় প্রবর্তন করেই পার হয়ে যায় মহাজনগণ, যাতে তাঁদের মতোই অন্যেও এইরূপে পার হয়ে যেতে পারে। এই অভিপ্রায়েই এখানে উৎপ্রেক্ষা করা হয়েছে। এই সংসারের ক্ষয় সম্পূর্ণভাবে হয়ে গেলেও, অহো আমরা ঘোর সংসারে পড়ে রইলাম, ভক্তের এইরূপ মিথ্যাভিমান অর্থাৎ দৈন্যই এখানে গোবৎসপদাকার সংসার। যেরূপ গোবৎসপদজল পাবন ও প্রশংসনীয় হয়ে থাকে, সেইরূপ এই সংসার অভিমানও ভক্ত অভিমানীদের অভিমান রোগ হরণ করে এবং অভিজ্ঞ-জনের প্রশংসনীয় হয়ে থাকে। **সদনুগ্রহ ভবান্**—ভগবান্ যেন বলছেন, কি করে আমার চরণতরী আশ্রয়মাত্রে পার হয়ে যায়, এরই উত্তরে বলা হচ্ছে—যেহেতু আপনি যে সদনুগ্রহ মূর্তিমান্—বৈষ্ণবের প্রতি এতাদৃশ অনুগ্রহ সদা আপনাতে বিরাজমান্, অন্যের প্রতি নয় ॥ বি॰ ৩১ ॥

৩২। যেঽন্যেরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥

৩২। অন্বয়ঃ অরবিন্দাক্ষ (হে কমলনয়ন) অন্যে যে বিমুক্তমানিনঃ (বয়ম্ মুক্তা ইত্যভিমান-যুক্তাঃ) ত্বয়ি (ভগবতি) অস্ত ভাবাৎ (শ্রদ্ধারাহিত্যাৎ) অবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ (মলিন চিত্তাঃ) কৃচ্ছ্রেণ (অতিকষ্টেন) পরং পদং (জীবন্মুক্তিপদং) আরুহ্য (প্রাপ্য) অনাদৃত যুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ (কৃষ্ণে-কৃষ্ণভক্তে স্বাদররহিতাঃ) ততঃ অধঃ পতন্তি (পরপদাৎ সংসারে নিপতিতাঃ ভবন্তি)।

৩২। মূলানুবাদঃ (বৈষ্ণবগণের নিকট সংসারসাগর গোষ্পদতুল্য তুচ্ছ হলেও যারা আপনার বিশুদ্ধ সত্ত্বময় বপুতে মায়াভাব ধারণ করে, সেই জ্ঞানিগণের নিকট ভীষণ সুদুস্তর এ সংসার, তাই বলা হচ্ছে—যে অন্যে।)

অন্য সকলে যারা প্রীতির অভাব বশতঃ আপনার কৃপাবলোকন মাধুর্য অনুভবশূন্য, অথচ বিমুক্ত বলে অভিমান পোষণকারী, সেই অবিশুদ্ধ জ্ঞানিগণ তপঃশমাদি কৃচ্ছ সাধন জনিত বিজ্ঞানের দ্বারা জীবন্মুক্ত দশায় আরোহণ করলেও মায়িক বুদ্ধিতে আপনার পদকমলের অনাদর হেতু ঐ দশা থেকে অধঃপতিত হয়।

৩২। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ নন্বু বিনাপি মৎপদাশ্রয়ং জ্ঞানেনৈব সংসারোত্তরণাদিকং ভবেৎ; কিং তেন? তত্রাহুঃ—য ইতি। হে অরবিন্দাক্ষ, ইতি দৃষ্টি-মাত্রেণ সর্ব্বতাপহারিত্বমুক্তম্। তাদৃশেঽপি ত্বয়ি বহুত্বপর্য্যবসিতেন যুষ্মৎপদেন তদীয়াশ্চ গৃহ্যন্তে। অন্যত্তৈঃ। তত্র শ্রুতাদীত্যাদিগ্রহণাৎ মনন-নিদিধ্যাসনাদি, যদ্বা, প্রথমতস্তাবৎ 'ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ' তথাপি জ্ঞানমার্গমাশ্রিত্য বিমুক্তমানিনঃ, দেহদ্বয়াতিরিক্তত্বেনাত্মানং ভাবয়ন্তঃ; ততঃ 'ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্' (শ্রীগী০ ১২।৫) ইত্যুক্তেঃ। কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং জীবন্মুক্তিরূপম্ আরুহ্য প্রাপ্যাপি ততোঽধঃ পতন্তি; কদা? ইত্যপেক্ষায়ামাহুঃ—অনাদৃতেতি, যদীতি শেষঃ। তেষাং ভক্তিপ্রভাবস্যাননুবৃত্তেরবুদ্ধিপূর্ব্বকস্য ত্বদনাদরস্য নিবর্ত্তকাভাবাৎ। তথাপি দগ্ধানামপি পাপকর্ম্মণাং মহাশক্তি শ্রীভগবৎপাদপদ্মাবজ্ঞয়া পুনর্বিরোহাৎ; তথা চ বাসনাভাষ্যধৃতং শ্রীভগবৎপরিশিষ্ট-বচনম্—'জীবন্মুক্তা অপি পুনর্বন্ধনং যান্তি কর্ম্মভিঃ। যতচিন্ত্যমহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ॥' ইতি। অতএব তত্রৈব—'জীবন্মুক্তাঃ প্রপদ্যন্তে ক্বচিৎ সংসারবাসনাম্। যোগিনো ন বিলিপ্যন্তে কর্মভির্ভগবৎপরাঃ॥' রথযাত্রাপ্রসঙ্গে শ্রীবিষ্ণুভক্তিচন্দ্রোদয়ধৃতং পুরাণান্তরবচনঞ্চ—'নানুব্রজতি যো মোহাদ্ ব্রজন্তং জগদীশ্বরম্। জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাপি স ভবেদ্ ব্রহ্মরাক্ষসঃ॥' ইতি। তদেবং ভক্তিসোপানজ্ঞানমার্গে 'তচ্চাপি চিত্তবড়িশং শনকৈর্বিযুঙ্‌ক্তে' ইত্যাদৌ তত্র লব্ধপদং চিত্তমাকৃষ্য ব্যোম্নি ধারয়েদিত্যাদৌ চ যদ্ধ্যানত্যাগো ধারণানন্তরং সিদ্ধিশ্চ শ্রূয়তে, তত্রানাদরো ন মন্তব্যঃ; কিন্তু ব্রহ্মৈকৈবল্যেচ্ছাসংস্কারবশাচ্ছৈথিল্যমেবং যথা নিদ্রাসংস্কারবশাৎ বিষয়াবিষ্টানাং বিষয়ে তদ্দৃশ্যতে। তত্র শ্রীভগবতা বঞ্চনা চ ক্রিয়তে ইতি ব্রহ্মণ্যেব মগ্নতা স্যাৎ। 'অন্ত্বেবমঙ্গ ভজতাং ভগবান্ মুকুন্দো, মুক্তিম্' (শ্রীভা০ ৫।৬।১৮) ইত্যাদেঃ। অনাদরেঽপি নরকোঽপি শ্রূয়তে। 'নাতঃ পরং

পরম যদ্ভবতঃ স্বরূপম্' (শ্রীভা০ ৩।৯।৩) ইত্যাদিষু 'যো নাদৃতো নরকভাগ্ভিরসৎপ্রসঙ্গৈঃ' (শ্রীভা০ ৩।৯।৪) ইত্যাদ্যুক্তেঃ। তস্মাৎ সর্ব্বং সমঞ্জসম্॥ জী০ ৩২॥

৩২। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ পূর্বপক্ষ, আচ্ছা আমার পাদাশ্রয় বিনাও তো একমাত্র জ্ঞানের দ্বারাই সংসার-উত্তরণাদি হয়ে থাকে, তবে আর পদাশ্রয়ের অপেক্ষা কি? এরই উত্তরে বলা হচ্ছে—য ইতি। **অরবিন্দাক্ষ** হে কমল লোচন—এই পদে দৃষ্টিমাত্রে সর্বতাপ হারিত্ব বলা হল। এইরূপ [ত্বয়ি] আপনাতে যারা অবিশুদ্ধ বুদ্ধি ইত্যাদি—প্রথমে ত্বয়ি পদে এক বচনে বললেও চতুর্থ চরণে যুষ্মদ্ পদে বহুবচন প্রয়োগের দ্বারা তদীয় জনকে অর্থাৎ কৃষ্ণ ভক্তগণকেও অন্তর্ভুক্ত করা হল অর্থাৎ কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণভক্তগণে যারা অবিশুদ্ধ বুদ্ধি তারা শেষ পর্যন্ত অধঃপতিত হয়। প্রথমতঃ আপনাতে অপ্রীতি বশতঃ অতি মলিনচিত্ত, **বিমুক্ত মানিনঃ**—তথাপি জ্ঞানমার্গ আশ্রয় করত বিমুক্তমানী জন—দেহদ্বয়ের অতিরিক্ত ভাবে আত্মাকে ভাবনাকারী জন **ততঃ**—অতঃপর **কৃচ্ছ্রেন পরপদং**—অতি কষ্টে জীবন্মুক্তি [আরুহ্য] পেয়েও তার থেকে অধঃপতিত হয়। কখন হয়? এরই উত্তরে বলা হচ্ছে—**অনাদৃত ইতি**—যদি এরূপে পদযুগল পরিত্যক্ত হয় তখন তাদের ভক্তিপ্রভাবের সম্বন্ধ না থাকায় অবুদ্ধিপূর্বক অনাদর এসে যায় পদযুগলে—অনাদরের নিবর্তক ভক্তিপ্রভাবের অভাব হেতু। জ্ঞানের দ্বারা পাপকর্মসমূহ দগ্ধ হয়ে গেলেও মহাশক্তি-শ্রীভগবানের পাদপদ্মের অবজ্ঞা হেতু পুনরায় তা সঞ্জীবিত হয়ে উঠে। এই বিষয়ে প্রমাণ বাসনাভাষ্যধৃত শ্রীভগবৎপরিশিষ্ট বচন – "জীবন্মুক্ত হলেও পুনঃ কর্মজালে বদ্ধ হয়ে যায়, যদি অচিন্ত্য মহা-শক্তি ভগবানে অপরাধ হয়।" অতএব সেখানেই আছে –"জীবন্মুক্তগণও কখনও কখনও সংসার বাসনা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু ভগবৎপরা যোগিগণ কখনও কর্মে জড়িয়ে পড়ে না।" এইরূপে ভক্তিসোপান জ্ঞানমার্গে – "এরূপ হলেও জ্ঞানিদের কঠিন চিত্তরূপ বড়িশ ধীরে ধীরে পাদপদ্ম থেকে খুলে আসে।" এই যে কথা শ্রীমদ্ভাগবতে বলা আছে, এখানে এই যে লব্ধপদ চিত্তকে আকর্ষণ করে নির্বিকারে ধারণ – এই যে পাদপদ্ম ধ্যান-ত্যাগ ও অন্য ধ্যানে সিদ্ধি শোনা যায়—এখানে 'অনাদরকে' হেতু বলে মন্তব্য করা যাবে না। কিন্তু ব্রহ্মকৈবল্যেচ্ছা সংস্কার বশতঃ এই শৈথিল্য বুঝতে হবে যেরূপ না-কি নিদ্রাকালে সংস্কার বশতঃ বিষয়া-বিষ্টচিত্ত জন বিষয় দর্শন করে। এ ক্ষেত্রে শ্রীভগবানও বঞ্চনা করেন – এইরূপে তারা ব্রহ্মেই লীন হয়ে যায়, প্রমাণ শ্রীভা০ ৫।৬।১৮—"ভজলেও মুকুন্দ কখনও প্রেম দেন না,মুক্তিই দিয়ে থাকেন।" পাদপদ্মে অনাদর হেতু নরকগতিও শোনা যায়। (শ্রীভা০ ৩।৯।৩) – "হে পরমপুরুষ! আপনার যে নির্বিশেষ আনন্দমাত্র-স্বরূপ ব্রহ্ম তা আপনার এই সবিশেষ মধুর রূপ থেকে ভিন্ন দেখি না – কিন্তু এই সবিশেষ রূপই ব্রহ্ম কিন্তু ব্রহ্মই যে সবিশেষরূপ, এরূপ নয়।" (শ্রীভা০ ৩।৯।৪)—"আপনার এই মধুর রূপকে যারা মায়াময় ধারণায় আদর করে না, তারা নরকে অবশ্যই নিপতিত হয়।" এই হেতু সবসামঞ্জস্য হল॥ জী০ ৩২॥

৩২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ বৈষ্ণবানামেব ভবার্ণবো গোষ্পদীভবতি। যে তু তব বিশুদ্ধসত্ত্বময়ব-পুষি মায়াভাববন্তো জ্ঞানিনস্তেষান্তু সুদুস্তরো ভীম এব "কৃচ্ছ্রো মহানিহ ভবার্ণবমপ্লবেশঃ ষড়্বর্গ নক্রমসুখেন তিতীর্ষন্তি। 'তত্ত্বং হরের্ভগবতো ভজনীয়মঙ্ঘ্রিং কৃত্বোডুপং ব্যসনমুত্তরদুস্তরার্ণমিতি যথা সনৎকুমারেণোক্তম্।

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামিতি,"যথা ভগবতাপি'নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনমিতি', যথা নারদেনাপি তথৈব দেবা অপ্যাহুঃ যে ইতি। অন্যে উক্ত লক্ষণেভ্যস্ত্বদনুগৃহীতেভ্যঃ সন্ত্যো ভিন্নাঃ। অরবিন্দাক্ষেতি তৎকৃপাবলোকনমাধুর্য্যানানুভবিন ইতি ভাবঃ। বিমুক্তমানিন ইতি ত্বদ্ভক্তা যথা সংসারোত্তীর্ণা অপি সংসারিমানিনস্তথা এবতে সংসারমধ্যপতিতা অপি বিমুক্তমানিনস্তত্র হেতুঃ ত্বয্যরবিন্দাক্ষে মধুরাকারে অস্তভাবাৎ মায়াশাবল্যমননেন প্রীত্যভাবাৎ "অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতমিতি" ভগবদুক্তেমৌঢ্যাদবিশুদ্ধজ্ঞানাঃ কামাদিনির্জ্জয়মূলক অন্তঃকরণ শুদ্ধিমত্ত্বাদুৎপন্নমপি জ্ঞানং ন বিশুদ্ধমিত্যর্থঃ। তৎ অপি কৃচ্ছ্রেণ তপঃশমদমাদিকৃচ্ছ্র জনিতেন বিজ্ঞানেন পরং পদং জীবন্মুক্তদশামারুহ্যেত্যেষাং গুণীভূতভক্ত্যা যুক্তত্বং জ্ঞেয়ং তাং বিনা পরমপদারোহাসম্ভবাৎ'শ্রেয়ঃ স্মৃতিং ভক্তিম্ উদস্য তে বিভো ক্লিশ্যন্তি'ইত্যাদেস্তাং বিনা জ্ঞানস্য মরীচিকা জলায়মানত্বাৎ ততোঽধঃ পতন্তি।নন্থ ভক্তিসত্ত্বে কথমধঃ পতন্তি তত্রাহুঃ-ন আদৃতৌ মায়িকত্ববুদ্ধ্যা ষুষ্মদজ্ঘ্রী যৈস্তে। অয়মর্থঃ জ্ঞানিনাং জ্ঞানাঙ্গভূতা ভক্তির্দ্বিবিধা ভক্তিং বিনা জ্ঞানং ন সিদ্ধ্যেদিতি শাস্ত্রাজ্ঞয়ৈব কিঞ্চিন্মাত্রী ক্রিয়মাণা ভজনীয় ভগবদ্বিগ্রহাদিষু মায়িকবুদ্ধ্যা মায়াবুদ্ধ্যাবা অনাদরবতী অনাদররহিতা চ;আত্মায়াং তপঃশমদমাদিমত্তাং বহুকালেনাবিদ্যানিরসিনীং বিদ্যামুৎপাদ্য ব্রহ্মভূতত্বদশামুৎপাদ্য চ সহসৈবান্তর্দ্ধীয়তে, তে বিমুক্তমানি এবোচ্যন্তে ন তু বস্তুতো জীবন্মুক্তাঃ। 'ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্য' ইতি ভগবদুক্তের্ভক্তিং বিনা তৎপদার্থস্যাপরোক্ষানুভবালাভাৎ ভগবদপরাধসম্ভবাচ্চ দগ্ধানামপি কর্ম্মণাং পুনঃ প্ররোহাদধঃ পতন্তি চ। যদুক্তম্ রথযাত্রা-প্রসঙ্গে বিষ্ণুভক্তিচন্দ্রোদয়ধৃতং পুরাণবচনম্ 'নানুব্রজতি যো মোহাদ্ব্রজন্তং পরমেশ্বরম্। জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাপি স ভবেদ্ব্রহ্মরাক্ষস' ইতি। বাসনাভাষ্যোত্থাপিতং পরিশিষ্টবচনঞ্চ 'জীবন্মুক্তা অপি পুনর্বন্ধনং যান্তি কর্ম্মভিঃ। যদ্যচিন্ত্যমহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ' ইতি। দ্বিতীয়য়া তু তেষাং ব্রহ্মভূতত্বদশামুৎপাদ্য অবিদ্যাবিদ্যয়োরুপরামেঽপ্যনুপরমন্ত্যা তৎপদার্থসাক্ষাৎকারমনুভাব্যমানাঃ জীবন্মুক্তাঃ সিদ্ধাঃ এব স্যুঃ।যদুক্তং'ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি। সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্। ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ। ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম' ইতি॥ বি০ ৩২॥

৩২। **শ্রীবিশ্বনাথ-টীকানুবাদ ঃ** বৈষ্ণবগণের ভবার্ণব গোষ্পদতুল্য হয়ে যায়। কিন্তু যে সকল জ্ঞানী আপনার বিশুদ্ধসত্ত্ব দেহে মায়া ভাব পোষণ করে তাদের পক্ষে কিন্তু ভবার্ণব সুদুস্তর ভীষণই হয়ে থাকে। এই বিষয়ে শাস্ত্র উক্তি 'কৃচ্ছোমহানিহ', আরও 'তত্বং হরে ভগবতো'—সনৎকুমার উক্তি। 'ক্লেশোঽধিকতর স্তেষাম্'- শ্রীভগবানের উক্তি। 'নৈষ্কর্মপ্যচ্যুত ভাব বর্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্'—শ্রীনারদের উক্তি। এঁদের মতোই দেবতারাও এখানে বলছেন—যেঽন্যে ইতি। **অন্যেঽরবিন্দাক্ষ**—হে কমললোচন **অন্যে**—আপনার অনুগৃহীত সাধুবিনা অন্য সকলে—আপনার কৃপাবলোকন ও মাধুর্য অনুভব যাদের নেই। **বিমুক্ত মানিন** আপনার ভক্ত যেমন সংসার মুক্ত হয়েও দৈন্যে সংসারী অভিমান করে থাকে তেমনি এরা সংসার মধ্যে পতিত হয়েও বিমুক্ত বলে অভিমান করে থাকে। কমললোচন আপনার মধুর বিগ্রহে **অস্তভাবাৎ**—নিরস্ত ভাবহেতু-মায়া-সংমর্দন মননে প্রীতির অভাব হেতু "এই মূঢ়গণ আমাকে মানুষী তনু-আশ্রিত বলে মনে করে।" এই শ্রীভগবৎ-উক্তি অনুসারে মূঢ়তা হেতু **অবিশুদ্ধ বুদ্ধয়ঃ**—

৩৩। তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্‌ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো॥

৩৩। অন্বয় ঃ মাধব! ত্বয়ি বদ্ধ সৌহৃদাঃ (সংস্থাপিত সেবকভাবাঃ) তাবকাঃ তে (তব চরণাশ্রিতা ভক্তাঃ) তথা (ভক্তিশূন্য জ্ঞান প্রভৃতি বৎ) মার্গাৎ (ভক্তি পথাৎ) ক্বচিৎ ন ভ্রশ্যন্তি(ন বিচ্যুত্যা ভবন্তি) প্রভো! ত্বয়া অভিগুপ্তা (রক্ষিতাস্তে তু) নির্ভয়াঃ বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু (বিঘ্নসেনাপতিশিরঃসু) বিচরন্তি (ভ্রমন্তি, সর্ব্বান্ বিঘ্নান্ জয়ন্তি)।

৩৩। মূলানুবাদ ঃ হে প্রভো মাধব! বিমুক্তমানীরা যেমন অধঃপতিত হয় আপনার ভক্তরা সেরূপ ভক্তিযোগ থেকেই অধঃপতিত হয় না-তো, আপনার চরণ থেকে অধঃপতিত হওয়া তো দূরের কথা। যদি বা কখনও ভ্রষ্ট হয়ও, তখন সেই ভ্রষ্ট অবস্থাতেও আপনার চরণে প্রণয়ডোরে বাঁধা থাকে তাঁরা। এই হেতু আপনার দ্বারা সর্বতোভাবে সুরক্ষিত তাঁরা সকল বিঘ্নকারক দেবতার মস্তকোপরি নির্ভয়ে বিচরণ করে।

এরা অবিশুদ্ধ জ্ঞানী—কামাদি নির্জিত হওয়ার দরুণ এদের অন্তঃকরণ শুদ্ধ হলেও এদের জ্ঞান বিশুদ্ধ হয় না। তা হলেও **কৃচ্ছ্রেন**—তপোশমাদি কৃচ্ছ্র সাধন জনিত বিজ্ঞানের দ্বারা **পরং পদং**—জীবন্মুক্ত দশায় আরোহণ করে—এঁদেরকে গুণীভূতা ভক্তিবিশিষ্ট জানতে হবে। কারণ ভক্তি বিনা জীবন্মুক্ত দশায় আরোহণ অসম্ভব। "শ্রেয়ঃ স্মৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো ক্লিশ্যন্তি" ইত্যাদি শ্লোকে বলা হয়েছে—ভক্তি বিনা জ্ঞানের ফল ঐ মরীচিকায় জল অন্বেষণের মতোই বৃথা হয়ে থাকে! **পতন্ত্যধো**—এরা কালক্রমে অধঃপতিতই হয়ে যায়। একটি প্রশ্ন, ভক্তির বিদ্যমানতা সত্বেও এরা অধঃপতিত হয় কি করে? এরই উত্তরে বলা হচ্ছে—**অনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ**—মায়িক বুদ্ধিতে আপনার পদকমল আদর করে না—এই না করার ফলে অধঃপতিত হয়। প্রসঙ্গটি এখানে বিস্তার করে বলা হচ্ছে—জ্ঞানীদের জ্ঞানাঙ্গভূতা ভক্তি দ্বিবিধ। (১) ভক্তি বিনা জ্ঞানের সিদ্ধি হয় না, এইরূপ শাস্ত্র আজ্ঞাতেই এই ভক্তি কিঞ্চিৎ মাত্র ক্রিয়মানা হয় দুভাবে—এক ভজনীয় বিগ্রহাদিতে মায়িক বুদ্ধি, অথবা মায়াবুদ্ধি হেতু অনাদরের সহিত, অপর অনাদর রহিত ভাবে।

প্রথম প্রকার জ্ঞানী ঃ তপোশমাদিযুক্ত ব্যক্তির এই ভক্তি বহুকালে অবিদ্যা নিরসনী বিদ্যা জন্মিয়ে ব্রহ্মভূতত্ব দশা উৎপাদন করিয়ে সহসাই অন্তর্ধান করে যায়। এদের বিমুক্ত অভিমানী বলা হয়। বস্তুতঃ জীবন্মুক্ত বলা হয় না। 'একমাত্র ভক্তিদ্বারাই আমি গ্রাহ্য' ভগবানের এই উক্তি অনুসারে ভক্তিবিনা ভগবানের সাক্ষাৎ লাভ না হওয়াতে ও ভগবদপরাধ সম্ভব বলে কর্মজাল দগ্ধ হয়ে গেলেও পুনরায় অঙ্কুরিত হয়ে উঠে বলে অধঃপতিত হয়ে যায়—এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত, রথযাত্রা প্রসঙ্গে শ্রীবিষ্ণুভক্তিচন্দ্রোদয়ে—"মোহ বশতঃ রথযাত্রায় জগদীশ্বরকে যে ব্যক্তি অনুসরণ করে না, সে জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধকর্মা হলেও ব্রহ্মরাক্ষস হয়।" আরও, বাসনাভাষ্যোত্থাপিত পরিশিষ্ট বচন—অচিন্ত্যমহাশক্তি ভগবানে অপরাধে জীবন্মুক্ত জনও পুনরায় কর্মবন্ধনে জড়িয়ে পড়ে।

দ্বিতীয় প্রকার জ্ঞানী ঃ এদের ভক্তি ব্রহ্মভূতত্ব দশা জন্মিয়ে অবিদ্যা বিদ্যা উভয়ের উপরম করিয়েও মায়াশক্তি থেকে ভিন্নতা হেতু নিজে বিরাজমান থাকে, চলে যায় না। এই ক্ষেত্রে শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার হয়েছে, এরূপ অনুভব হতে থাকে। এঁরা দ্বিতীয় শ্রেণীর জীবনমুক্ত জ্ঞানী—এদের সিদ্ধি হয়ে যায়। শ্রীগীতায় ১৮।৫। শ্লোকে বলা হয়েছে, "ব্রহ্মপ্রাপ্ত প্রসন্ন চিত্ত সাধক কোন কারণে সন্তপ্ত হন না বা কিছুই কামনা করেন না। তিনি সর্বভূতে সমদৃষ্টি সম্পন্ন হয়ে পরমাভক্তি লাভ করে নাকেন।" গী০ ১৮।৫৫ শ্লোকে—"আমি যেরূপ সর্বব্যাপি সচ্চিদানন্দ পুরুষ, তা একমাত্র ভক্তির দ্বারাই স্বরূপতঃ বিশেষ ভাবে জানা যায়। সেই স্বরূপ জ্ঞানের পর সাধক আমাকে তত্বতঃ জেনে জ্ঞানোপরতির পর আমার সাযুজ্য সুখ লাভ করে থাকে"॥ বি০ ৩২॥

৩৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ তদ্রূপোপাসকাস্তু আত্মতত্ত্বাদিজ্ঞানাভাবেঽপি স্বধর্ম্ম-পরিত্যাগেঽপি কথঞ্চিৎ পাতকাপাতেঽপি নৈব পতন্তীত্যাহুঃ—তথেতি। পূর্ব্বার্থবিরোধে যথা—ত্বং মূর্খ-স্তথাহং নেতিবৎ। যদ্বা, কিঞ্চেত্যর্থঃ। তাবকাঃ কদাচিত্ত্বচ্চরণাশ্রিতা যে, তে তু কদাচিৎ ক্বচিদপি মার্গাদপি, কিং পুনর্মূর্গ্যাং ন পতন্তি, প্রত্যুত ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ প্রাপ্তনিশ্চলপ্রেমাণঃ সন্তঃ; অতএব ত্বয়াঽভিতো গুপ্তাঃ সন্তঃ ইত্যাদি। মাধব হে লক্ষ্মীকান্ত ইতি তেষাং স্বত এব সর্ব্বসম্পৎসিদ্ধিরপ্যভিপ্রেতা; যদ্বা; মধুকুলা-বতীর্ণেতি পরমকারুণ্যম্। প্রভো হে সর্ব্বশক্তিযুক্তেতি, প্রভুপ্রভাবাত্তেষাং তদ্যুক্তমেবেতি ভাবঃ। অন্যত্তৈঃ। যদ্বা, তথা তেন প্রকরেণাপি প্রথমপ্রবৃত্তত্বাৎ কথঞ্চিদনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রিত্বেনাপি ন ভ্রশ্যন্তি, কিন্তু বদ্ধসৌহৃদাঃ সন্ত ইত্যর্থঃ। বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু—বিশেষেণ চরন্তি নির্ভয়ত্বেন তানেব মহাবিঘ্নবর্গেশান্ বিঘ্নকরণার্থমাগ-তান্ সোপানানীব কৃত্বা শ্রীবৈকুণ্ঠপদমারোহন্তীত্যর্থঃ। তেষাং ভক্তিবিঘ্নে হ্যনুতাপঃ স্যাৎ তেন চ শ্রীভগবতো মহতী কৃপা স্যাদিতি। অন্যৎ সমানম্॥ জী০ ৩৩॥

৩৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ আপনার মধুর রূপের উপাসকগণ আত্ম তত্ত্বাদি জ্ঞানের অভাবেও, সধর্ম পরিত্যাগেও কথঞ্চিৎ পাপ এসে গেলেও পতিত হয় না—এই আশয়ে বলা হচ্ছে, তথা ইতি। **তথা ন**—পূর্বে যা বলা হয়েছে তার বিরোধে—তুমি যেমন মূর্খ আমি তেমন নই, এই ভাবে বলা হল, তোমার জন তেমন নয়। অথবা, **তথা**—আরও। **তাবকাঃ**—যাঁরা কদাচিৎ আপনার শ্রীচরণা-শ্রিতা তারা কিন্তু কদাচিৎ কোনও মার্গ থেকেই পতিত হয় না—অন্বেষণের যোগ্য আপনার শ্রীচরণ থেকে যে হয় না, এ আর বলবার কি আছে? প্রত্যুত **ত্বয়ি বদ্ধ সৌহৃদাঃ** আপনাতে নিশ্চল প্রেম প্রাপ্ত হয়ে যায়,—অতএব আপনার দ্বারা সর্বদা রক্ষিত হয় ইত্যাদি। **মাধব**—হে লক্ষ্মীকান্ত—এই পদের ধ্বনি—তাদের আপনা-আপনি সর্বসম্পৎ সিদ্ধি হয়ে যায়। অথবা, মাধব পদে মধুকুলে অবতীর্ণ—এতে পরম কারুণ্য ধ্বনিত হচ্ছে। **প্রভো**—হে সর্বশক্তিযুক্ত—প্রভুর প্রভাব থেকে এই শ্রীচরণাশ্রিতঁ জনদিগেতে প্রভাব সঞ্চারিত হয়, এরূপ ভাব। অথবা, প্রথম প্রবৃত্ত ভক্ত বলে ঐ পূর্বের জ্ঞানীদের মতোই আপনার শ্রীচরণকে কথঞ্চিৎ অনাদর যদি করেও তবুও অধঃপতিত হয় না তাদের মতো, প্রত্যুত বদ্ধ সৌহৃদ্ হয়,

৩৪। সত্ত্বং বিশুদ্ধং শ্রয়তে ভবান্ স্থিতৌ শরীরিণাং শ্রেয় উপায়নং বপুঃ।
বেদক্রিয়াযোগতপঃসমাধিভিস্তবার্হণং যেন জনঃ সমীহতে॥

৩৪। অন্বয় ঃ ভবান্ স্থিতৌ (জগৎ পালনার্থং) শরীরিণাং (জীবানাং) শ্রেয় উপায়নং (মঙ্গল সাধকং) বিশুদ্ধসত্ত্বং (শুদ্ধসত্ত্বময়ং) বপুঃ (শ্রীমূর্ত্তিং) শ্রয়তে (প্রকটয়তি) যেন জনঃ বেদক্রিয়াযোগতপঃ সমাধিভিঃ তব অর্হণং (পূজনং) সমীহতে (সম্পাদয়তি)।

৩৪। মূলানুবাদ ঃ হে প্রভো! আপনি চরাচর লোকের পালনের জন্য পরম মঙ্গলদায়ী মায়াতীত চিন্ময় বপু স্বীকার করেন। কারণ এ বপুর আশ্রয়ে লোকসকল বেদক্রিয়া-যোগ-তপস্যা-সমাধি যোগে সর্বসিদ্ধিমূল আপনার অর্চন করে থাকেন।

এইরূপ ভাব। বিঘ্নকারক দেবতাদের মস্তকোপরি **বিচরন্তি** বিশেষ ভাবে চলে বেড়ায় নির্ভয় ভাবে—বিঘ্ন করতে আগত সেই মহাবিঘ্নবর্গের দেবতাগণকে যেন সিঁড়ি করে শ্রীবৈকুণ্ঠ পদে আরোহণ করে যান। এই ভক্তদের ভক্তিবিঘ্নে অনুতাপ হয়, আর তাতেই শ্রীভগবানের মহতী কৃপা হয়। জী০ ৩৩॥

৩৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** নন্বু জ্ঞানিন এব কেবলং কিমিত্যাক্ষিপ্যন্তে ভরতেন্দ্রদ্যুম্ন-চিত্রকেত্বাদিদৃষ্ট্যা ভক্তা অপ্যক্ষিপান্তামিত্যত আহুঃ তথেতি। যথা বিমুক্তমানিনোঽধঃপতন্তি তথা তাবকা মার্গাৎ ভক্তিযোগন্ন ভ্রশ্যন্তি কিমুত মৃগ্যাত্বত্ত ইত্যর্থঃ। যদি বা ভ্রশ্যন্তি তদাপি ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদা এব ভবন্তি চিত্রকেতু ভরতেন্দ্রদ্যুম্নাদীনাং ভ্রংশে সতি বৃত্রাদিত্বে প্রেম্নঃ শতগুণীভাব দর্শনাৎ ভক্তানাং ভ্রংশোপি প্রেমাধিক্যহেতুরেব দৃষ্টঃ। যদ্বা তথা ন ভ্রশ্যন্তি যতো ভ্রষ্টত্বেপি ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ। "ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতীতি" প্রতিজ্ঞাতবতা মমোপকরিষ্যতৈব। মৎপ্রভুণা মমায়ং ভ্রংশঃ কৃত ইতি ত্বয়ি দৃঢ়বিশ্বস্তমনয়ঃ। ততঃ চাভিতস্ত্বয়া রক্ষিতা বিনায়কানাং বিঘ্নকারিণাং অনীকানি স্তোমাঃ তানি পান্তি যে তেষামপি মূর্দ্ধসু বিচরন্তি তানভিভবন্তীত্যর্থঃ। যদ্বা তচ্চরণাংস্তেপি ভক্ত্যা স্বমূর্দ্ধসু ধারয়ন্তি ইত্যর্থঃ॥ বি০ ৩৩॥

৩৩। **শ্রীবিশ্বনাথ-টীকানুবাদ ঃ** আচ্ছা জ্ঞানীদেরই কেন শুধু নিন্দা করা হচ্ছে। ভরত, ইন্দ্রদ্যুম্ন এবং চিত্রকেতু প্রমুখ ভক্তগণকে নিন্দাবাদ কর-না গিয়ে। এরই উত্তরে বলা হচ্ছে—তথেতি। বিমুক্তমানীরা যেমন অধঃপতিত হয় আপনার ভক্তগণ তেমন **মার্গাৎ**—ভক্তিযোগ থেকে ভ্রষ্ট হয় না—আপনার শ্রীচরণ থেকে যে হয় না, সে আর বলবার কি আছে। যদি বা কখনও ভ্রষ্ট হয়ও তখন সেই অবস্থার মধ্যেও আপনার চরণে দৃঢ় সৌহার্দে বদ্ধ থাকেন তাঁরা। চিত্রকেতু ভরত, ইন্দ্রদ্যুম্নাদির পতন হলেও সেই পতিত বৃত্রাদি দেহেতেও প্রেমের শতগুণী ভাব দেখা যায়। তাই ভক্তগণের পতনকে প্রেমাধিক্যেরই হেতু রূপে দেখতে হবে। অথবা, বিমুক্তমানীদের মতো পতন হয় না, কারণ পতিত অবস্থার মধ্যেও আপনার চরণে দৃঢ় সৌহার্দে আবদ্ধ থাকে। "আমার ভক্তের বিনাশ নেই",—এরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আমার প্রভু আমার উপকার করবার জন্যই আমার পতন ঘটিয়েছেন, এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস তাঁদের এই হেতু আপনার দ্বারা সর্বতোভাবে রক্ষিত এই ভক্তগণ সকল বিঘ্নকারক দেবতাগণের মস্তকোপরি বিচরণ করে থাকে অর্থাৎ তাঁদের পরাজিত করে থাকে॥ বি০ ৩৩॥

৩৪। **শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** 'নাতঃ পরং পরম যদ্ভবতঃ স্বরূপম্' (শ্রীভা০ ৩।৯।৩) ইতি তৃতীয়োক্তানুসারেণ পরমকারণ-ত্বদ্বপুষঃ পরমতত্ত্বৈকরূপত্বেঽপি বিশুদ্ধসত্ত্বস্য তৎপ্রকাশশক্তি-রূপত্বেন তদভেদবিবক্ষয়া বিশুদ্ধং মায়াতীতং চিচ্ছক্তিবৃত্তিবিশেষঃ সত্ত্বমেব বপুরিত্যুক্তং, স্থিতৌ পালনার্থম্, তৎ শ্রয়তে —নিত্যানন্দবিবিধপ্রকারাকারবানেব যত্র পালনে যাদৃশং বপুর্যুক্তং, তদর্থং তাদৃশং বপুঃ প্রবর্ত্তয়তীত্যর্থঃ; যথা, নানেন্দ্রিয়বানেব দেবদত্তো দর্শনার্থং চক্ষুঃ শ্রয়তে, শ্রবণার্থং শ্রোত্রমিন্দ্রিয়মিতি ব্যপদিশ্যতে, তদ্বদিতি ভাবঃ। তদেবং স্বয়ং প্রকটীভূয় পালনেন সুখাবহত্বং দর্শিতং, ধ্যানগতত্বেনাপি দর্শয়ন্তি শরীরিণামিত্যাদি, শরীরিণাম-শেষজীবানাং শ্রেয়সঃ সৎকর্ম্মফলস্য তৎপ্রেমান্তপুরুষার্থবর্গস্য বা উপায়নম্ উপঢৌকনমিব করুণয়া সাদরদানং যেন; যদ্বা, শ্রেয়সস্তস্য উপায়নমাধিক্যেন শ্রেয়োরূপং পরমানন্দরূপমিত্যর্থঃ। 'এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি' ইতি শ্রুতেঃ (শ্রীবৃ০ আ ৪।৩।৩২)। উভয়থাপ্যুপাসকানাং তত্তদ্দাতৃত্বে পর্য্যবসানং। বেদিতি ত্বদর্হণপ্রধানৈশ্চতুরাশ্রমধর্ম্মৈরিত্যর্থঃ, অর্হণস্য বিবক্ষিতত্বাৎ, কেবলবেদাদ্যর্পণলক্ষণার্হণস্য তু বপুর্বিনা-প্যুদ্দেশেনৈব সম্ভবাচ্চ। যেন বপুষা হেতুনা জনশ্চতুরাশ্রমবর্ত্তী সর্ব্বোঽপি সম্যক্ ঈহতে, যদনপেক্ষিত বপুর্বেদাদ্যর্পণমাত্রমর্হণং, তত্তু ন সম্যগিতি ভাবঃ। ততশ্চতুরাশ্রমিণামর্হণসিদ্ধ্যা তৎসম্বন্ধিনামন্যেষামপি তৎসিদ্ধের্যুক্তমেবোক্তম্—শরীরিণামিতি। অন্যত্তৈঃ। অত্র ন কর্ম্মফলসিদ্ধিরিতি, 'সর্ব্বাসামপি সিদ্ধীনাং মূলং তচ্চরণার্চ্চনম্' (শ্রীভা ১০।৮১।১৯) ইতি ন্যায়েন ॥ জী০ ৩৪ ॥

৩৪। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** [পূর্বোক্ত 'রূপ' কি প্রকারে সুখাবহ; উত্তরে—এখানে বলা হচ্ছে সত্ত্বংবিশুদ্ধম্। বিশুদ্ধ সত্ত্ব বপু আশ্রয় করেন। 'শ্রেয় উপায়নং'—কর্মফলদাতৃ বপু। কি করে কর্মফল দাতৃ ? উত্তরে, এরই আশ্রয়ে পূজা হয়; নতুবা পূজা অসম্ভব হেতু কর্মফল-অসিদ্ধি। শ্রীধর।] 'পরং' ইত্যাদি বাক্যে পরমকারণ শক্তিমান্ শ্রীভগবানের বপু পরমতত্ত্বাভিন্নস্বরূপ—সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহ। এরূপ হলেও মা যশোদারূপ যে বিশুদ্ধসত্ত্বে এই বপু প্রকাশিত হয়, তা শ্রীভগবানেরই স্বপ্রকাশিকা শক্তি বলে শক্তি-শক্তিমানের অভেদ বিচারে এখানে শ্রীভগবৎ বপুকে 'বিশুদ্ধসত্ত্ব' বলা হল।

বিশুদ্ধং—মায়াতীত চিচ্ছক্তিবৃত্তিবিশেষ সত্ত্বস্বরূপ বপু। **স্থিতৌ**—পালনের জন্য **তৎ শ্রয়তে** –সেই বপু প্রকাশ করেন, তাঁর বপু নিত্যানন্দও বিবিধপ্রকার বিগ্রহবান্ হলেও পালনের জন্য যেখানে যেরূপ বপু প্রয়োজন সেইরূপই প্রকাশ করেন—যথা নানা ইন্দ্রিয়বান্ দেবদত্ত দর্শনের জন্য চক্ষু এবং শ্রবণের জন্য কর্ণেন্দ্রিয়ের আশ্রয় নেয়। এইরূপে স্বয়ং প্রকাশ হয়ে যে **স্থিতৌ** – পালন, এর দ্বারা দেখান হল এই কাজটি শ্রীভগবানের সুখজনক। ধ্যানাদিতে জীবের চিত্তে যাওয়াটাও যে তার সুখ জনক তা দেখান হচ্ছে 'শরীরিণাং' ইত্যাদি বাক্যে। **শরীরিণাং**—নিখিল জীবের **শ্রেয় উপায়ণং**—'শ্রেয়সঃ'—সৎকর্মফলের অথবা পঞ্চমপুরুষার্থ প্রেমের যেন উপঢৌকন—করুণায় আদরের সহিত দান যে বপুর দ্বারা হয়, সেইরূপ বপু প্রকাশ করেন—এই বপু উপাসকদের কর্মফল বা প্রেমদান করেন। অথবা, শ্রেয়ের 'উপায়নম্'

উপ—অধিকভাবে, অয়নম্—আশ্রয় অর্থাৎ মঙ্গলের অতিশয় আশ্রয়রূপ বপু অর্থাৎ পরমানন্দরূপ বপু—শ্রুতি "শ্রীভগবানের বৃহৎ আনন্দপুঞ্জের এক কণিকাতে সর্বজীব যথাযোগ্য আনন্দ ভোগ করে থাকে।" উভয় অর্থেই উপাসকদের কর্মফল, প্রেম বা পরমানন্দ প্রাপ্তি হয় এই বপু থেকে, ইহাই শেষ কথা।

বেদ ইতি—অর্হন অর্থাৎ অর্চনপ্রধান চতুরাশ্রম ধর্ম সমূহের (বেদপাঠ ইত্যাদির) দ্বারা (আপনার পূজা করে থাকে),এরূপ অর্থই এখানে আসে—অর্চনের কথাই বলবার ইচ্ছা থাকায় এবং কেবল বেদাদি অর্পণ লক্ষণ অর্চন বপু বিনাও শুধু উদ্দেশ্য মাত্রেই সম্ভব হেতু। যে বপুর আশ্রয়ে লোকে চতুরাশ্রমবর্তী সমস্ত ক্রিয়াকলাপ সম্যক্ প্রকারে সম্পাদন করে—সেই বপুর অনপেক্ষিত ভাবে বেদাদি অর্পণরূপ অর্চন হলেও সম্যক্ প্রকারে হয় না, এরূপ ভাব। অতঃপর এই চতুরাশ্রমিদের অর্চনসিদ্ধি দ্বারা তাদের সম্বন্ধীয় অন্যজনেরও সিদ্ধি হয়ে যায় বলে এখানে 'শরীরিণাম্' অর্থাৎ শরীরধারী মাত্রেরই - এই পদের ব্যবহার এখানে যুক্তিযুক্তই হয়েছে। বপু বিনা কর্মফল সিদ্ধি হয় না। এই বিষয়ে প্রমাণ "সকল সিদ্ধির মূল শ্রীভগবৎ-চরণ-অর্চন - শ্রীভা০ ১০।৮১।১৯ ॥ জী০ ৩৪ ॥

৩৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ তদেবং বিভর্ষিরূপাণীত্যনেন শুদ্ধসত্ত্বাত্মক শরীরাণাঞ্চরাচরলোকে প্রাকট্যমুক্তম্। ক্ষেমায়েতি তৎপ্রয়োজনং ক্ষেমঞ্চ ভক্তেঃ কৈবল্যং ত্বয্যম্বুজাক্ষেতি চতুর্ভির্বিবৃতং তন্মধ্য এব যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষেত্যনেন ভক্তের্গুণভাবশ্চ মোক্ষফলকো ভগবচ্চরণাদরে সতি ধ্বনিতঃ। ইদানীং ভক্তেঃ প্রাধান্যমপি প্রয়োজনং শুদ্ধসত্ত্বাত্মকবপুঃ প্রাকট্যস্যেত্যাহুঃ সত্ত্বমিতি বিশুদ্ধং মায়াতীতং সত্ত্বং চিন্ময়ং বপুর্ভবান্ শ্রয়তে। কীদৃশং স্থিতৌ পালনসময়ে শ্রেয়সাং উপ আধিক্যেন অয়নং প্রাপ্তির্যতস্তচ্ছ্রেয় এবাহুঃ বেদাদিভিশ্চতুর্ভিশ্চতুরাশ্রমধর্ম্মৈঃ সহ অর্হণং ঈহতে। যেন বপুষেতি বপুষোঽনাশ্রয়ণেঽর্হণাসিদ্ধেঃ ॥ বি০৩৪ ॥

৩৪। বিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ ২৯ শ্লোকে চরাচর লোকে শুদ্ধ সত্ত্বাত্মক শরীর প্রকাশের কথা বলা হয়েছে। সেখানেই 'ক্ষেমায়' বাক্যে এই প্রকাশের প্রয়োজন যে মঙ্গল, তাও বলা হয়েছে। ভক্তির কৈবল্য অর্থাৎ ভক্তির শুদ্ধতার কথা (৩০-৩৩) শ্লোকে 'ত্বয়ি অম্বুজাক্ষ ইতি' চারটি শ্লোকে বলা হয়েছে—তার মধ্যেও আবার ৩২ শ্লোকে 'যে অন্যেরবিন্দাক্ষেতি' শ্লোকে ভক্তির গুণী ভাবও যে মোক্ষদায়ী যদি শ্রীভগবৎচরণে আদর থাকে, তাও ধ্বনিত হয়েছে।

সেই ভক্তির প্রাধান্য স্থাপনের জন্য শুদ্ধসত্ত্বাত্মক বপু প্রকাশের প্রয়োজন বোধে প্রস্তুত শ্লোকের অবতারণা—সত্ত্বমিতি।

বিশুদ্ধং—মায়াতীত **সত্ত্বং ইতি** চিন্ময়বপু আপনি স্বীকার করেন। সেই বপু কিরূপ? **স্থিতৌ** পালন সময়ে **শ্রেয় উপায়নং**- দেহীগণের শ্রেয় 'উপ' অধিকরূপে **অয়নং**—প্রাপ্তি যার থেকে হয় সেই রূপ বপু। সেই শ্রেয় কি তাই অতঃপর বলা হচ্ছে, **বেদক্রিয়া ইত্যাদি** বেদ-অধ্যায়নরূপ ব্রহ্মচারীর ধর্ম, ক্রিয়া যোগরূপ গৃহস্থের ধর্ম. বনবাসাদিরূপ বানপ্রস্থীর ধর্ম এবং সমাধিরূপ যতির ধর্ম—এই চতুর্বিধ আশ্রম ধর্মের 'সহ অর্হণং ঈহতে' যোগে অর্চনই হল সেই শ্রেয়, এ সম্পন্ন হয় যার আশ্রয়ে সেই বপু প্রকাশ করেন -এ-বপুর অনাশ্রয়ে অর্চন সিদ্ধ হয় না ॥ বি০ ৩৪ ॥

৩৫। সত্ত্বং ন চেদ্ধাতরিদং নিজং ভবেৎ বিজ্ঞানমজ্ঞানভিদাপমার্জ্জনম্।
গুণপ্রকাশৈরনুমীয়তে ভবান্ প্রকাশতে যস্য চ যেন বা গুণঃ॥

৩৫। অন্বয়ঃ ধাতঃ! (হে সর্ব্বাশ্রয়) ইদং সত্ত্বং চেৎ (যদি) নিজং (বপুঃ) ন ভবেৎ (ভবতা কৃপয়া ন প্রকাশ্যেত তর্হি) অজ্ঞানভিৎ (অনাদিবৈমুখ্য নিবারকং) বিজ্ঞানং (ভবতঃ প্রত্যক্ষজ্ঞানং) মার্জ্জনম্ (নাশম্) আপ, গুণপ্রকাশৈঃ ঘটাদৌ চক্ষুরাদি সন্নিকর্ষে তজ্ জ্ঞানপ্রকাশৈঃ যস্য (যস্য পরমাত্মনঃ সম্বন্ধী) যেন বা (যদধিষ্ঠানেন চ) গুণঃ (জড়োঽপি বুদ্ধ্যাদিঃ) প্রকাশতে (ঘটাদিকম্ অনুভাবয়তি স্বয়মনুভূয়তে চ ইত্যেবং রীত্যা) ভবান্ অনুমীয়তে (জ্ঞানাশ্রয়রূপেণ জ্ঞান প্রকাশকরূপেন চ অনুমান বিষয়ো ভবতি)।

৩৫। মূলানুবাদঃ (আচ্ছা, কোনও কোনও দার্শনিক যে আমার বপু প্রাকৃত সত্ত্বময় বলে সিদ্ধান্ত করে, তারই উত্তরে বলা হচ্ছে—সত্ত্বমিতি।)

হে বিধাতঃ! আপনার শুদ্ধ সত্ত্বাত্মক এই বপু যদি না আবির্ভূত হতো, তা হলে অজ্ঞান নাশক আপনার সাক্ষাৎ অনুভব সম্ভব হত না সে অবস্থায় বুদ্ধি প্রভৃতি জড়বস্তুর প্রকাশের দ্বারা আপনাকে শুধুমাত্র অনুমানই করা যেত, এর বেশী নয়। এই অনুমানের পদ্ধতি এইরূপ—যাঁর সহিত সম্বন্ধ বশতঃ জড়বস্তু প্রকাশ হয়, তিনিই ঈশ্বর। কারণ চেতনের সম্বন্ধ ব্যতীত জড়বস্তুর প্রকাশ সম্ভব হয় না।

৩৫। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ ধাতঃ হে বিবিধমূর্ত্তিধর! ইদং সর্ব্বোপকারকং সত্ত্বাত্মকং গুণস্য বুদ্ধ্যাদেঃ প্রকাশৈঃ, বহুত্বং বুদ্ধ্যাদেস্তদ্বৃত্তীনাঞ্চ বাহুল্যাপেক্ষয়া, প্রকাশত ইত্যত্র প্রয়োগশ্চায়ং বুদ্ধ্যাদির্গুণঃ সম্বন্ধিবিশেষাশ্রয়ঃ গুণত্বেন প্রকাশাৎ যো যো গুণত্বেন প্রকাশতে, স সম্বন্ধিবিশেষাশ্রয়ত্বেনৈব প্রকাশতে। যথা গন্ধাদিঃ, স চাস্য সর্ব্বস্য সাক্ষস্য সম্বন্ধিবিশেষঃ পরমসাক্ষিত্বেন ভবানেবেতি, তথা অয়ং বুদ্ধ্যাদিগুণঃ; প্রমাত্রধিষ্ঠাতৃকঃ জড়ত্বেঽপি প্রকাশাৎ। যো যো জড়ত্বেঽপি প্রকাশতে, স তদধিষ্ঠাতৃকত্বেনৈব প্রকাশতে, যথা ঘটাদিঃ, স চাস্য পরমপ্রমাতা ভবানেব। যচ্ছক্ত্যা জীবস্যাপি প্রমাতৃত্বমিতি। অন্যত্তৈঃ। তত্র শ্লোকত্রয়েণ ইত্যত্র শ্লোকপঞ্চকেনেতি বাচ্যম্, কিং ভক্ত্যেতি গুণাপোহদ্বারৈব জ্ঞানসিদ্ধিরিতি ভাবঃ! নেতি, তত্তু জ্ঞানং ন ভবতি, কিন্তু কল্পনামাত্রমিত্যপেক্ষয়া, তথা গুণসাক্ষীতিপর্য্যন্ত একঃ প্রয়োগঃ। এবমিত্যাদিকোঽন্যঃ, তথা শুদ্ধসত্ত্বেত্যাদৌ ত্বৎপ্রসাদেনৈব শব্দো যোজ্যঃ, কিং ভক্ত্যেত্যাক্ষেপসমাধানার্থম্; তত্র প্রমাণঞ্চ —শ্রেয়ঃস্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো' (শ্রীভা০ ১০।১৪।৪) ইত্যাদি বহুতরমেবাস্তীতি। যদ্বা, নন্বু 'সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানম্' (শ্রীগী০ ১৪।১৭) ইত্যুক্ত্যা মায়িকসত্ত্বাত্মকতয়ৈব তৎ প্রকাশতাম্, কিং বিশুদ্ধাখ্যসত্ত্বস্য তবাঙ্গীকারেণ? তত্রাহুঃ—হে ধাতঃ সর্ব্বশক্তিধারিণ! ইদমস্মাভিরনুভূয়মানং তৎ প্রকাশ-শক্তিরূপং সত্ত্বং চেদ্যদি নিজং ত্বদীয়ং বিজ্ঞানং চিচ্ছক্তিরূপং ন ভবেৎ, কিন্তু মায়িকং ভবেৎ, তদা ত্বজ্ জ্ঞানপ্রকার এব মার্জ্জনমপি নির্ব্বিকল্পতয়া পর্য্যবসিতবান্; যতো গুণস্য প্রাকৃতসত্ত্বস্য প্রকাশৈর্ভবাননুমীয়ত এব, ন তু সাক্ষাৎ ক্রিয়ত ইতি। যদ্বা, ইদং ত্বদীয়ং চিচ্ছক্তিরূপং সত্ত্বং ন ভবেৎ, নার্বির্ভবেচ্চেত্তদা গুণেত্যাদি কথম্ভূতং সত্ত্বং জ্ঞানেন ব্রহ্মজ্ঞানেন কৃত্বা যদ্ভিদাপমার্জ্জনং, তন্ন বিদ্যতে, যত্র যস্মিন্নুদিতে তদপ্যপযাতীত্যর্থঃ; 'আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ'

(শ্রীভা০ ১।৭।১০) ইত্যাদেঃ। অনুমানপ্রকারমাহুঃ—যস্য সম্বন্ধী বিষ্ণ্বধিষ্ঠিতত্বেন নিত্যাব্যভিচারী গুণঃ সত্ত্বাখ্যঃ প্রকাশতে সূর্য্যোদয়সান্নিধ্যস্যেবারুণোদয় ইতি, যেন চ ত্বদেকপ্রকাশ্যঃ স গুণঃ প্রকাশতে বহ্নিনেব ধূম ইতি, অতস্ত্বদ্বপুষঃ পরমানন্দরূপত্বেন স্বপ্রকাশত্বাৎ; যেন প্রকাশো, যেন চ ব্রহ্মজ্ঞানস্যাপি তিরোধানং, সা ত্বদীয়স্বপ্রকাশতারূপা শক্তিরেব স্যাৎ, ততো বাহ্যেন জড়েন সত্ত্বেন তৎপ্রকাশো ন, কিন্তু কথঞ্চিদনুমানমেব অরুণোদয়াদিনা সূর্য্যাদেরেবেতি; যথা—'মনাংস্যাসন্ প্রসন্নানি সাধূনামসুরদ্রুহাম্' (শ্রীভা০ ১০।৩।৫) ইত্যাদি বক্ষ্যতে। অতএব শ্রীবিষ্ণুপুরাণাদৌ—'সত্ত্বাদয়ো ন সন্ত্যীশে যত্র চ প্রাকৃতা গুণাঃ। স শুদ্ধঃ সর্ব্বশুদ্ধেভ্যঃ পুমানাদ্যঃ প্রসীদতু॥ হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিত্ত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ। হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে॥' ইত্যাদি বহুতরমস্তি। যদ্বা, তত্রাপ্যেতত্ত্বদীয়াবতারে প্রকাশহেতুং বিশুদ্ধসত্ত্ববিশেষং বিনা ত্বন্মাহাত্ম্যাদিজ্ঞানং নৈব স্যাদিত্যাহুঃ—সত্ত্বং নেতি, নিজং স্বয়ংভগবতস্তব সাক্ষাৎসম্বন্ধিত্বাৎ; অতএব ত্বন্মাহাত্ম্যাদি-লক্ষণবিশিষ্টং জ্ঞানং কীদৃশম্? তদিতরজ্ঞানমেবাজ্ঞানং, তদ্ভিৎ মার্জনং নিবৃত্তিং প্রাপ। নন্বু স্বয়ং ভগবানহমবতীর্ণ ইতি, কুতো জ্ঞানম্? তত্রাহুঃ—গুণেতি, গুণস্য শ্রীদেবক্যাদি-প্রভাবাদেঃ প্রকাশৈঃ। নন্বু মমাংশত এব তস্য তাদৃশাঃ প্রকাশা ভবন্তু, ন বিলক্ষণত্বাদিত্যহুঃ—প্রকাশত ইতি, শ্রীসঙ্কর্ষণাদিতস্তাদৃশত্বানন্বুভবাদিতি ভাবঃ॥ জী০ ৩৫॥

৩৫। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ ধাতঃ—হে বিবিধ মূর্তিধর! **ইদং**—অঙ্গুলি নির্দেশে বলা হচ্ছে, আপনার এই সর্বজীবের কল্যাণ দায়ক **সত্ত্ব**—সত্ত্বাত্মক বপু (যদি প্রকাশ না হতো,তবে) **গুণ প্রকাশৈ ইত্যাদি**—'গুণস্য'বুদ্ধি প্রভৃতির প্রকাশের দ্বারা অনুমানমাত্র করা যেত আপনাকে। এখানে 'প্রকাশ' পদের বহুবচন প্রয়োগ—বুদ্ধি প্রভৃতির এবং তাদের বৃত্তির বাহুল্য অপেক্ষা হেতু। নৈয়ায়িক-সিদ্ধান্তানুসারে—'বুদ্ধি' আত্মার ধর্ম বেদান্ত সিদ্ধান্তে 'বুদ্ধি' শব্দে অন্তঃকরণ—ইহাতে জ্ঞেয়বস্তু সম্বন্ধে নিশ্চয়তা ধারণ হয়। বুদ্ধি প্রভৃতি জড়বস্তু। ইহাদের প্রকাশে চেতন সম্বন্ধ প্রয়োজন। কাজেই বুদ্ধি প্রভৃতির প্রকাশ থেকেই অনুমান হয় এর সঙ্গে আত্মার সম্বন্ধ আছে। শ্রীভগবান্ আত্মারও আত্মা, কাজেই এই আত্মার সম্বন্ধেই শ্রীভগবানেরও অনুমান অনায়াসেই হয়। এ সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত, যথা গন্ধাদি—পদ্মাদির সুগন্ধ থেকেই সহজেই পদ্মের অনুমান হয়ে থাকে, পদ্ম সাক্ষাৎ চোখে না দেখলেও—এইরূপেই বুদ্ধি প্রভৃতির প্রকাশেই শ্রীভগবানের অনুমান হয়ে থাকে। স্বামিপাদের ব্যাখ্যা—"হে পদ্মপলাশলোচন! তোমার চরণতরী আশ্রয়ে" ইত্যাদি পাঁচ শ্লোকে ভগবদ্ভক্তগণেরই মোক্ষ বলা হল, অন্যের নয়। পূর্বপক্ষ, এর মধ্যে ভক্তি বিনা কর্ম ফল দান হউক, কিন্তু মুক্তির জ্ঞানৈক সাধ্যতা থাকায় তার ক্ষেত্রে ভক্তির কি প্রয়োজন?—বুদ্ধি প্রভৃতি গুণ নিরাকরণের দ্বারাই জ্ঞানসিদ্ধি হয়, এরূপ ভাব। এরই উত্তরে এই শ্লোকে বলা হচ্ছে ন ইতি—না না, সেই জ্ঞান বাস্তবিক পক্ষে হয় না, কিন্তু জ্ঞান হয়েছে, এরূপ কল্পনা মাত্রের অপেক্ষাতেই ঐরূপ বলা হল।

বাস্তবিকপক্ষে ভক্তির সংযোগ বিনা জ্ঞানসিদ্ধি হয় না—এ সম্বন্ধে প্রমাণ—(শ্রীভা০ ১০।১৪।৪) "হে প্রভো! যাঁরা ভক্তিকে অনাদর করত কেবমাত্র শুষ্ক জ্ঞান লাভের আশায় শমদমাদির ক্লেশ স্বীকার

করে তাদের ক্লেশমাত্রই সার হয়, স্থূল তুষাবঘাতের মতো।" এইরূপ বহু প্রমাণ আছে। অথবা, পূর্বপক্ষ, 'সত্ত্বগুণ হতে জ্ঞান প্রকাশ হয়' (শ্রীগীতা ১৪।১৭)। এই উক্তিদ্বারা মায়িক সত্ত্বগুণ থেকেই তো শ্রীভগবানের প্রকাশ হয়, এরূপ পাওয়া যাচ্ছে, তবে আর তোমার বিশুদ্ধ সত্ত্ব স্বীকারের কি প্রয়োজন? এরই উত্তরে বলা হচ্ছে—"হে ধাতঃ! ইদং সত্ত্বং যদি নিজং ন ভবেৎ তর্হি অজ্ঞান ভিদ্ বিজ্ঞানং মার্জনম্ আপ।' অর্থাৎ হে সর্বশক্তিধারি! যে সত্ত্বগুণে আপনার স্বরূপ আমরা জানতে পারছি, তা যদি আপনার চিৎশক্তিরূপ অর্থাৎ বিশুদ্ধসত্ত্ব না হয়ে মায়াশক্তিরূপ অর্থাৎ প্রাকৃত সত্ত্ব হতো, তবে তার দ্বারা আপনার স্বরূপ বিশেষ ভাবে জানা যেত না এবং সংসারের কারণ মায়াবৃত্তি অজ্ঞানের নিবৃত্তি হত না। কারণ মায়া দ্বারা মায়া নিবৃত্তি হতে পারে না। এই প্রাকৃত সত্ত্বে শ্রীভগবানের যে জ্ঞান হয়, তা বৈশিষ্ট্য-অনবগাহী জ্ঞান। যেহেতু **গুণপ্রকাশৈঃ**—'গুণস্থ' প্রাকৃতসত্ত্বের প্রকাশে আপনি অনুমীত হন, কিন্তু আপনার সাক্ষাৎকার লাভ হয় না॥ জী০ ৩৫॥

৩৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ নন্থ কেচিদ্দার্শনিকা মদ্বপুঃ প্রাকৃতসত্ত্বময়মেব মন্যন্তে তত্রাহুঃ—সত্ত্বমিতি। হে ধাতঃ ইদমিতি তর্জন্যা গর্ভং লক্ষীকুর্ব্বন্তি তব বপুরিদং নিজং সত্ত্বং শুদ্ধং সত্ত্বং ন ভবেচ্চেৎ কিন্তু প্রাকৃতমেব সত্ত্বং ভবেৎ, তদা বিজ্ঞানং তথাভূতত্বেন সতামনুভবঃ মার্জনং লোপং আপ প্রাপ্তম্। মহদনুভব এবাত্র প্রমাণমিত্যর্থঃ। বিজ্ঞানং কীদৃশং অজ্ঞানভিৎ অজ্ঞাননিবর্ত্তকমিতি ত্বদ্বপুষো বিশুদ্ধসত্ত্বত্বেন বিজ্ঞানমাত্রাদেব সংসারো নিবর্ত্তত ইতি তাদৃশবিজ্ঞানস্য প্রামাণ্যং নাশঙ্ক্যমিতি ভাবঃ। কিঞ্চাত্র প্রমাণান্তরমপ্যস্তীত্যাহুঃ। গুণপ্রকাশৈর্গুণস্যাতিতেজস্বিত্বাদস্মদাদি সর্ব্বমনঃপ্রসাদকত্বপ্রেমপ্রদত্বাদেঃ প্রকাশৈরেব ইদং বপুর্ভবানেব ন মায়েত্যনুমীয়তে সম্প্রত্যস্মাভিরপীত্যর্থঃ। তথাহি "যস্য চ যস্য এব গুণঃ প্রকাশতে চিন্ময়ত্বাৎ ন প্রকৃতের্জাড্যাৎ। প্রকাশো অপি প্রযোজকসাপেক্ষত্বাচ্চ। যেন বা শুদ্ধসত্ত্বত্বেনৈব হেতুনা প্রকাশতে ন তু প্রাকৃতত্বেন। অতএব বক্ষতে "যস্যাবতারা জ্ঞায়ন্তে শরীরিষ্বশরীরিণঃ। তৈস্তৈরতুল্যাতিশয়ৈর্বীর্য্যৈ র্দেহিষ্বসঙ্গতৈ"রিতি। যদ্বা ইদং নিজং সত্ত্বং শুদ্ধসত্ত্বাত্মকং তব বপুর্ন ভবেন্নাবির্ভবেচ্চেৎ তদা অজ্ঞানভিৎ বিজ্ঞানমপরোক্ষানুভবো মার্জ্জনং আপ নাশমেব প্রাপ্নুয়াদিত্যর্থঃ। কিন্তু তদা গুণানাং বুদ্ধ্যাদীনাং প্রকাশৈর্ভবানুমীয়তে। কেবলম্ অনুমীয়েতৈব অনুমানপ্রকারমাহুঃ। যস্য গুণঃ প্রকাশতে যেন বা বুদ্ধ্যধিষ্ঠাত্রা হেতুনা বাহ্যো গুণঃ প্রকাশতে স ঈশ্বর ইতি॥ বি০ ৩৫॥

৩৫। শ্রীবিশ্বনাথ-টীকানুবাদ ঃ আচ্ছা কোনও কোনও দার্শনিক যে আমার বপু প্রাকৃত সত্ত্বময় বলে সিদ্ধান্ত করে? এরই উত্তরে বলা হচ্ছে - সত্ত্বমিতি। হে ধাতঃ! **ইদম্** এইবপু—তর্জনী দ্বারা গর্ভ নির্দেশ করে দেবতাগণ বলছেন, আপনার এই বপু। **নিজং সত্ত্বং**—শুদ্ধ সত্ত্ব **ন চেৎ**—যদি না হত, কিন্তু যদি প্রাকৃত সত্ত্ব হত, তা হলে **বিজ্ঞান্**—শুদ্ধসত্ত্বরূপে মহৎগণের যে অনুভব তা **আপমার্জনম্**—লোপ পেত। মহদনুভবই এ বিষয়ে প্রমাণ। কিরূপ বিজ্ঞান? এ অজ্ঞান নিবর্তক—আপনার বপু বিশুদ্ধ সত্ত্ব বলেই এর অনুভব মাত্রেই সংসার নিবৃত্ত হয়ে যায়। তাই তাদৃশ মহদনুভবের প্রামান্য সম্বন্ধে সংশয় করা উচিত নয়। আরও, এখানে অন্য প মাণও আছে, তাই বলা হচ্ছে—**গুণপ্রকাশৈঃ**—আপনার গুণের

৩৬। ন নামরূপে গুণকর্ম্মজন্মভির্নিরূপিতব্যে তব তস্য সাক্ষিণঃ।
মনোবচোভ্যামনুমেয়বর্ত্মনো দেব ক্রিয়ায়াং প্রতিযন্ত্যথাপি হি॥

৩৬। **অন্বয়** ঃ হে দেব! গুণ কর্ম্ম জন্মভিঃ তব নামরূপে (ভক্তবৎসল ভূভারহারিবাসুদেবাদয়ো নামানি শ্যামসুন্দরাদিরূপাণি চ) ন নিরূপয়িতব্যে (ন নির্দ্ধারণীয়ে ভবতঃ অনুমেয় বর্ত্মনঃ (অনুমেয়ং বর্ত্ম মার্গো যস্য তস্য তব) তস্য মনসঃ সাক্ষিণঃ (সাক্ষাৎ দ্রষ্টুঃ) মনোবচোভ্যাং (অনুমান সাধকাভ্যামপি অতীতং) অথাপি (কিন্তু ভক্ত্যাঃ) ক্রিয়ায়াং (শ্রবণকীর্ত্তনাদিলক্ষণায়াং ভক্তৌ) হি (নিশ্চিতমেব) প্রতি যন্তি (সাক্ষাৎ কুর্ব্বন্তি)।

৩৬। **মূলানুবাদ** ঃ হে দেব! বিশুদ্ধ সত্বাত্মক আপনার গুণকর্মজন্মাদি সূচক নন্দনন্দন-ত্রিভঙ্গ-ললিতাদি নাম এবং রূপের দ্বারা আপনি যথা কথঞ্চিৎ কীর্তনীয় ধ্যেয় হতে পারেন, তথাপিও আপনার মাধুর্য অনুভব সাক্ষাৎভাবে হতে পারে না বিষয়-দর্শনকারী জীবের। তবে হ্যাঁ, ত্বদীয় শ্রবণকীর্তনাদি ভক্তি-যোগে প্রতিষ্ঠিত হলে নামরূপের সাক্ষাৎ অনুভব হয় প্রেমভক্তের, যাঁরা মনের ভাব ও অনুরাগ ব্যঞ্জক বাক্যে অন্যের অনুমান-গম্য হন।

অতি তেজস্বিতায় আমা সদৃশ সকলের মন প্রসাদকতা ও প্রেম প্রদতাদি প্রকাশের দ্বারাই এই বপু যে মায়িক নয়, এ অনুমান করা যায় সম্প্রতি আমরাও অনুমান করছি। সেই অনুমানের পদ্ধতি বলা হচ্ছে—**যস্য চ গুণঃ প্রকাশতে**—'যস্য চ'—যস্য এব অর্থাৎ যাঁর গুণ প্রকাশ হচ্ছে তিনি নিশ্চয়ই ভগবান্ হবেন, কারণ চিন্ময় বস্তুরই প্রকাশ ধর্ম, প্রকৃতির জড়তার নয়।- জড়বস্তু অপ্রকাশ। কারণ প্রকাশে কোনও এক-জন কর্তা থাকা চাই। **যেন বা** - অথবা, **গুণপ্রকাশৈঃ**—শুদ্ধসত্ব বলেই প্রকাশ পাচ্ছে, নিজে নিজেই দীপ্ত হয়ে উঠ্ছে, প্রাকৃত বস্তু হলে এমন হতো না। **অথবা**—(ইদং নিজং সত্ত্বং ন ভবেৎ) আপনার শুদ্ধ সত্বাত্মক বপু যদি আবির্ভূত না হত, তা হলে **বিজ্ঞানমজ্ঞানভিদাপমার্জনম্** -'অজ্ঞানভিৎ'—অজ্ঞান নাশক 'বিজ্ঞানম্'—সাক্ষাৎ অনুভব 'আপমার্জনম্'— নাশ প্রাপ্ত হতো। এ অবস্থায় কিন্তু **গুণপ্রকাশৈঃ** — গুণাদির অর্থাৎ বুদ্ধি প্রভৃতির প্রকাশের দ্বারাই আপনি অনুমানের বিষয়মাত্র হতেন। সেই অনুমান পদ্ধতি বলা হচ্ছে - **প্রকাশতে যস্য চ ইত্যাদি**—যাঁর গুণ প্রকাশ পাচ্ছে—অথবা যিনি বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী রূপে থাকাতে বাইরের জড়ীয় বস্তুর জ্ঞান প্রকাশ পায় তিনি ঈশ্বর॥ বি০ ৩৫॥

৩৬। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা** ঃ নন্ন নামরূপে খলু মনোময়ে এব স্যাতাম্, কথং মদ্রূপস্য তাদৃশত্বং বর্ণ্যতে? তত্রাহুঃ—গুণাদিভির্যে তব নামরূপে, তে নিরূপণীয়ে জ্ঞেয়ে যাথার্থ্যেনানুভবনীয়ে ন ভবতঃ ইত্যর্থঃ; তত্র গুণৈর্নাম—ভক্তবৎসল ইত্যাদি, রূপঞ্চ শ্যামসুন্দরাদি, কর্ম্মভির্নাম গোবর্দ্ধনোদ্ধরণ ইত্যাদি, রূপঞ্চ—বেণুবদন ত্রিভঙ্গললিতেত্যাদি, জন্মভির্নাম শ্রীদেবকীনন্দন ইত্যাদি, রূপঞ্চ শ্রীমৎস্যাদি; যদ্বা, গুণাঃ শাস্ত্রাভ্যাসাদয়ঃ, কর্ম্মাণি সদাচারাঃ যমনিয়মাদীনি বা, জন্মানি সদ্বিপ্রকুলোৎপন্নত্বাদীনি, তৈরপি ন নিরূপ-ণীয়ে; যতো মনসা তর্কেণ, বচসা আপ্তবাক্যেন চানুমেয়মস্তি ইতি নিশ্চয়মেব, ন ত্বনুভবিতুং শক্যং বর্ত্ম গুণ-

কর্ম্মাদিলক্ষণং প্রাপ্তি সাধনং যস্য তস্য তব,তত্র চ হেতুঃ - তস্য পূর্ব্বোক্তবুদ্ধ্যাদিগুণস্যাপি যঃ সাক্ষী সাক্ষাদ্দর্শন-শক্তিমান্, অতএব তেনাদৃশ্যস্তস্য তদগোচর-বিলক্ষণস্বরূপ-মাধুর্য্যময়গুণাদেরিত্যর্থঃ। বৈপরীত্যেন বানয়োরপি হেতুহেতুমদ্ভাবঃ, অতো গুণাদীনামনিরূপণীয়ত্বাত্তে অপি ন নিরূপণীয়ে ইতি। তথা সাক্ষিসম্বন্ধিত্বেন তয়োরপি তাদৃশত্বম্; যদুক্তং, তচ্চ প্রমিতমেব পরমানন্দৈকরূপেণাব্যতিরেকেণ চ বিদ্বদনুভবাৎ। 'তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদম্' (শ্রীভা° ২।৩ ২৪) ইত্যাদৌ, 'রূপং যদেতদববোধরসোদয়েন' ইত্যারভ্য 'নাতঃ পরং পরম যদ্ভবতঃ স্বরূপম্' (শ্রীভা° ৩ ৯।৩) ইত্যাদৌ চ ক্রিয়ায়াং নামকীর্ত্তনরূপধ্যানলক্ষণায়াং সত্যাং ইত্যর্থঃ। প্রতিযন্তি তে নামরূপে স্বরূপমাধুর্য্যাদিনা যথাবদনুভবন্তি। তদুক্তম্—'ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্' (শ্রীভা° ১১।.৪।২১) ইতি। অন্যৈস্তুঃ। তত্র ভজনীয়ানি স্মরণাভাসাদিনা যথাকথঞ্চিদনুবর্ত্তনীয়ানি, জ্ঞাতুমনুভবিতুম্, অতর্ক্যস্বরূপাদিযাথার্থ্যত্বাৎ; তত্ত্বশব্দেন নামরূপে অপ্যন্তর্ভাবিতে, তয়োস্তৎপ্রকারত্বাৎ। উপাসনাদীতি উপাসনা মানসী, আদিগ্রহণাদ্বাহ্যা ক্রিয়া চ গৃহীতেতি ॥ জী° ৩৬ ॥

৩৬। **শ্রীজীব-বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** পূর্বের শ্লোকে শ্রীভগবানের শ্রীমূর্তির জগতে প্রকাশ বলা হয়েছে। পূর্বপক্ষ—আচ্ছা, শ্রীমূর্তির সঙ্গে তাঁর নাম রূপও জগতে প্রকাশ হলেও উহা মনোময় হয়েই থাকুক—কি করে আমার রূপকে তাদৃশ ভাবে বর্ণনা হচ্ছে? এর উত্তরে বলা হচ্ছে—আপনার যে নামরূপ তা আপনার গুণ কর্মাদি দ্বারা **ন নিরূপিতব্যে**—যথার্থ ভাবে অনুভব করা যায় না - যেরূপ না-কি ঘটপটাদি করা যায়। এখানে গুণের দ্বারা নাম- ভক্তবৎসল ইত্যাদি; গুণের দ্বারা রূপ-শ্যামসুন্দরাদি। কর্মের দ্বারা নাম - গোবর্ধনধারী; কর্মের দ্বারা রূপ—বেণুবদন, ত্রিভঙ্গ ললিত ইত্যাদি। জন্মের দ্বারা নাম—শ্রীদেবকীনন্দন ইত্যাদি, রূপ—শ্রীমৎস্যাদি।

অথবা, (উপাসকের পক্ষে ব্যাখ্যা গুণঃ—শাস্ত্রঅভ্যাসাদি। কর্ম—সদাচারাদি বা যমনিয়মাদি। জন্ম—সদ্বিপ্রকুলে উৎপন্ন প্রভৃতি।—এই সবের দ্বারাও আপনার নামরূপ সম্বন্ধে যথার্থ অনুভব হয় না। **মনোবচোভ্যাম ইত্যাদি**—যেহেতু মনসা—বিচারের দ্বারা এবং বচসা—শাস্ত্রবাক্যের দ্বারা অনুমান মাত্রই করা যায় যে, এইরূপ নিশ্চয়ই হবে। কিন্তু অনুভব করা যায় না। কিরূপ আপনার? **বর্ত্মনো তব**—শাস্ত্র-অভ্যাসাদি-গুণকর্মাদি লক্ষণ প্রাপ্তি সাধন যাঁর **তস্য তব** সেই আপনার (নামরূপ)। কেন অনুভব করা যায় না? কারণ, সেই পূর্বোক্ত বুদ্ধি প্রভৃতি গুণেরও যিনি **সাক্ষিণঃ**—সাক্ষী অর্থাৎ সাক্ষাৎ দর্শনের শক্তিমান্—মন ও বাক্যের দ্বারা সেই দ্রষ্টার নিরূপণ যেমন হয় না ঠিক তেমনই তাহার স্বরূপ নামরূপাদিরও নিরূপণ হয় না। কারণ শ্রীভগবানের নামরূপাদিও তারই মতোই সচ্চিদানন্দময় মাধুর্যের পরাবধি জড়-বুদ্ধির অগোচর।

এরূপ হলেও তাদৃশ ভাবে পূর্বশ্লোকে যে রূপ বর্ণিত হয়েছে তা বিদ্বদনুভবে পরমানন্দরূপে ও নিশ্চয়াত্মক ভাবে যথার্থ জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়ে আছে—যথা, শ্রীশৌনক ঋষির অনুভব—"বহুকাল শ্রীহরি-নাম কীর্তনেও যে হৃদয় গলে না অর্থাৎ ক্ষান্তি সদানামগানে রুচি প্রভৃতি অনুভাবের উদয় হয় না সে হৃদয় লোহার মতো কঠিন।" (শ্রীভা° ২।৩।২৪)। ব্রহ্মার অনুভব—"স্বরূপভূত চিৎশক্তির উদয় হেতু

মায়া নিবৃত্ত হয়েছে। উপাসকের প্রতি কৃপা বিস্তারের জন্য সার্বাবতার মূল এই রূপ প্রকটিত ইত্যাদি" "নির্বিশেষ আনন্দমাত্র ব্রহ্ম এই মধুর রূপ হতে ভিন্ন নয়—এই রূপ থেকে শ্রেষ্ঠ আমি আর কিছু দেখি না।" (শ্রীভা° ৩।৯।) **ক্রিয়ায়াং প্রতিযন্তি**—উপাসনাতে লাভ করে—নামকীর্তন-রূপধ্যান লক্ষণ উপাসনা। স্বরূপ-মাধুর্যাদির সহিত যথার্থভাবে অনুভব করে। শাস্ত্র প্রমাণ—"শ্রদ্ধাযুক্ত অনন্যাভক্তি প্রভাবেই পরমাত্মা ও প্রিয়স্বরূপ আমি সাধকগণের লভ্য হয়ে থাকি।"—(শ্রীভা° ১১।১৪।২১) ॥ জী° ৩৬॥

[তদেবং রূপপ্রসঙ্গেন নাম্নোঽপি স্বপ্রকাশত্বমাহুঃ—ন নামেতি পূর্বোক্তগুণস্য সাক্ষিণঃ তথাপি ক্রিয়ায়াং শ্রবণ-কীর্তনাদিলক্ষণায়াং ভক্তৌ প্রতিপত্তিভক্তৌ জাতায়াং স্বশক্ত্যে তে প্রকাশতে ইত্যর্থ] এই-রূপে রূপপ্রসঙ্গে নামেরও স্বপ্রকাশত্ব বলা হচ্ছে—ন নামেতি। পূর্বোক্ত বিষয়দর্শনকারী জীবের মাধুর্য অনুভব হয় না, তথাপি শ্রবণকীর্তনাদিলক্ষণা ভক্তিতে প্রগল্ভা ভক্তি সঞ্জাত হলে স্বপ্রকাশতা শক্তিদ্বারা নামরূপ প্রকাশিত হয়। এইরূপ সিদ্ধান্ত শ্রীভাগবতের অন্যত্র এবং গীতায় দৃষ্ট হয়, যথা—"তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদম্ ইত্যাদি" অর্থাৎ শ্রীহরিনাম গ্রহণ সত্বেও যার হৃদয় দ্রবীভূত হয় না, নেত্র অশ্রুপূর্ণ হয় না এবং রোমাঞ্চের উদয় হয় না—তার হৃদয় পাষাণ সদৃশ কঠিন। আরও, "নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য গী° ৭।২৫ অর্থাৎ আমি সকলের সম্মুখে প্রকটিভূত হই না— শ্রীজীব ক্রমসন্দর্ভ ॥ ৩৬ ॥]

৩৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** ন কেবলমেতদ্রূপমেব তে বিশুদ্ধসত্ত্বাত্মকমপি তু এতস্য বাচকং নামাপি তে চ। নামরূপে ভক্ত্যৈবানুভবিতুং শক্যেনান্যথেত্যপীত্যাহুঃ নেতি। গুণৈঃ শ্যামসুন্দর কৃপার্দ্র লোচনেতি, কর্ম্মভির্গোবর্দ্ধনোদ্ধরণ ত্রিভঙ্গললিতেতি, জন্মভির্নন্দনন্দন বসুদেবনন্দনেতি, যে তব নামরূপে তে যদ্যপি যথা কথঞ্চিদ্বাচ্যধ্যেয়ে ভবতস্তদপি সাক্ষিণো বিষয়দ্রষ্টুর্জীবস্য নিরূপিতব্যে সাক্ষাদনুভবনীয়-মাধুর্য্যে ন ভবতঃ। তয়োর্মাধুর্য্যানন্নুভব এব তদনন্নুভবঃ। যথা পিত্তদূষিতরসন জনেন চর্ব্বিতস্যাপি মৎস্যণ্ডিকাখণ্ডস্য স্বাদালাভাদনন্নুভব এব। এবঞ্চ ভক্তিরহিতজীবকর্তৃকানুভবাশক্তেরেব হেতোর্নামরূপয়োর্দ্বয়োরপি বিশুদ্ধ-সত্ত্বাত্মকমবগতমিতি ভাবঃ। যদ্বা সাক্ষিণ ইতি তবেত্যস্য বিশেষণং নামরূপয়োঃ স্বরূপভূতত্বাৎ ন হি সাক্ষিণঃ স্বরূপং সাক্ষাৎ জ্ঞাতুং শক্নুবন্তীতি ভাবঃ। হে দেব, অথাপি ক্রিয়ায়াং ত্বদীয়শ্রবণকীর্ত্তনাদিভক্তৌ সত্যাং প্রতিযন্তি নামরূপে সাক্ষাদনুভবন্তি চ। তেষামনুভবস্ত্বন্যৈরনুমানজ্ঞেয় ইত্যাহুঃ। মনসা ক্ষান্তি মানশূন্যত্বাদি-লিঙ্গনে বচসা "মনোরবিন্দাক্ষ দিদৃক্ষতে ত্বাম্" ইত্যাদ্যনুরাগব্যঞ্জক বাক্যেন অনুমেয়ং বর্ম্ম প্রেমভক্তিযোগো যস্য তস্য ॥ বি° ৩৬ ॥

৩৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** কেবল আপনার এই রূপই যে বিশুদ্ধ সত্ত্বাত্মক তাই নয়, কিন্তু এর বাচক আপনার হরেকৃষ্ণাদি নামও বিশুদ্ধ সত্ত্বাত্মক। এই নাম এবং রূপ একমাত্র ভক্তিদ্বারাই অনুভব করা যায়। অন্য প্রকারে যায় না। তাই বলা হচ্ছে—নেতি। **গুণৈঃ**—শ্যামসুন্দর, কৃপাদ্রনয়ন ইত্যাদি। **কর্মভিঃ**—গোবর্ধনধারণ, ত্রিভঙ্গললিত ইত্যাদি। **জন্মভিঃ**—নন্দনন্দন, বসুদেবনন্দন ইত্যাদি। এইরূপ আপনার যে সব নামরূপ আছে সেই সবের দ্বারা যদিও যথাকথঞ্চিৎ আপনি কীর্তনীয় ও ধ্যেয় হয়ে থাকেন, তথাপিও **সাক্ষিণঃ**—বিষয়দর্শনকারী জীবের **ন নিরূপিতব্যে**—সাক্ষাৎ অনুভব

৩৭। শৃণ্বন্ গৃণন্ সংস্মরয়ংশ্চ চিন্তয়ন্ নামানি রূপাণি চ মঙ্গলানি তে।
ক্রিয়াসু যস্ত্বচ্চরণারবিন্দয়োরাবিষ্টচেতা ন ভবায় কল্পতে॥

৩৭। অন্বয় ঃ তে মঙ্গলানি নামানি রূপাণি চ শৃণ্বন্ গৃণন্ (কীর্ত্তয়ন্) সংস্মরয়ন্ (অন্যান্ সংস্মারয়ন্) চিন্তয়ন্ ক্রিয়াসু (তবার্চ্চনাদিকর্ম্মসু) ত্বচ্চরণারবিন্দয়োরাবিষ্ট চেতা যঃ (ভক্তঃ সঃ) ভবায় (পুনঃ সংসারায়) ন কল্পতে (ন প্রাদুর্ভবতি)।

৩৭। মূলানুবাদ ঃ নিরন্তর শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণ করতে করতেও অন্যকে স্মরণ করাতে করাতে যে জন আপনার চরণারবিন্দে আবিষ্টচিত্ত হয়ে যান, সেই অনুভব-সুখ-নিমজ্জিত ব্যক্তির আর সংসার ভোগ থাকে না, দেহদৈহিকাদি ব্যাপারের মধ্যে থেকেও।

করবার যোগ্য যে মাধুর্য, তার অনুভব হয় না। নামরূপের মাধুর্য অননুভবই আপনার অননুভব, যথা—পিত্তদূষিত হয়েছে জিহ্বা যাদের সেইসব ব্যক্তির দ্বারা চর্বিত হলেও মিছরিখণ্ডের স্বাদ অনুভব হয় না। এইরূপে ভক্তিরহিত জীবের এই যে অনুভব সামর্থ্যের অভাব, এর থেকেই অবগত হওয়া যাচ্ছে, নাম-রূপ এ দুই-ই বিশুদ্ধ সত্ত্বাত্মক।

অথবা, **সাক্ষিণঃ**—এই শব্দটিকে 'তব' শব্দের বিশেষণ করে অর্থ করা যেতে পারে, যথা—সাক্ষী আপনার নামরূপ স্বরূপভূত বলে এর স্বরূপ সাক্ষাৎ জানতে সক্ষম হয় না অনুমান-পথাশ্রয়ীগণ। হে দেব! তা হলেও **ক্রিয়ায়াং**—ত্বদীয় শ্রবণ কীর্তনাদি ভক্তি যাজন করতে থাকলে **প্রতিযন্তি নামরূপে**—যথাকালে নামরূপ সাক্ষাৎ অনুভব করে থাকেন। **মনোবচোভ্যামনুময়বর্ত্মনো**—এদের অনুভব কিন্তু অন্যজনের অনুমান-জ্ঞেয়। তাই বলা হচ্ছে, **মনোবচোভ্যাং**—এই ভক্তের মন ও বাক্যের দ্বারা—মনের ভাব—ক্ষান্তি, মানশূন্যতা ইত্যাদি চিহ্নের দ্বারা অনুমান হয়। বাক্যের দ্বারা—"হে অরবিন্দাক্ষ! আমার মন তোমার দর্শনের ইচ্ছা করছে, ইত্যাদি" তাঁদের এইরূপ অনুরাগ ব্যঞ্জক বাক্যে অনুমান হয়। কিরূপ ভক্তের অনুভব অনুমেয়? **বর্ত্মনো**- প্রেমভক্তিযোগ যাঁর প্রাপ্তি হয়েছে সেইরূপ প্রেমিক ভক্তের॥ বি০ ৩৬॥

৩৭। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ নন্বু তৎ ক্রিয়া চেত্তদনুভবস্য হেতুস্তর্হি কথং প্রথমত এব স ন স্যাৎ? উচ্যতে, অন্যত্র নানাপরাধময়ী সংসারবাসনা প্রতিবন্ধিনী, সা চ তদা বৃত্ত্যৈবাপগচ্ছতীত্যাহুঃ—শৃণ্বন্নিতি। শ্রবণাদীনাং বিকল্পো জ্ঞেয়ঃ। মঙ্গলানি সর্ব্বদুঃখনিবর্ত্তকত্বাৎ পরমসুখাত্মকত্বাচ্চ ইতি ভাবঃ। অতঃ স্বতঃ পুরুষর্থেতোক্তা, অতএব ক্রিয়াসু নিজাশেষকর্ম্মসু বর্ত্তমানো যঃ, সোঽপি তচ্চরণারবিন্দয়োরাবিষ্টচিত্তো ভূত্বা। যদ্বা, য ইত্যস্য পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। যঃ শৃণ্বন্ ভবতীত্যর্থঃ। তচ্চরণারবিন্দয়োঃ ক্রিয়াসু শ্রবণাদিকর্ম্মসু আবিষ্টচিত্তঃ; যদ্বা, ক্রিয়াসু তত্তল্লীলাসু। যুষ্মদিতি পাঠশ্চ ক্বচিৎ। ততশ্চ সমঞ্জসমেব। অতো ভবায় সংসারায় ন কল্পতে, তৎকারণে বিদ্যমানেঽপি তদ্যোগ্যা ন স্যাৎ, তদ্বাসনারহিতো ভবতীত্যর্থঃ॥ জী০ ৩৭॥

৩৭। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ সেই নামকীর্তনাদি ক্রিয়া যদি অনুভবের হেতু তবে কেন প্রথম অবস্থাতেই অনুভব হয় না? এরই উত্তরে বলা হচ্ছে—যেখানে প্রথমেই অনুভব হয় না সেখানে বুঝতে হবে নামাপরাধময়ী সংসার-বাসনা প্রতিবন্ধকের কাজ করছে, সেই প্রতিবন্ধক বারম্বার

৩৮। দিষ্ট্যা হরেঽস্যা ভবতঃ পদো ভুবো ভারোঽপনীতস্তব জন্মনেশিতুঃ।
দিষ্ট্যাঙ্কিতাং ত্বৎপদকৈঃ সুশোভনৈর্দ্রক্ষ্যাম গাং দ্যাঞ্চ তবানুকম্পিতাম্॥

৩৮। অন্বয় ঃ হরে (হে সর্ব্বদুঃখহর !)(দিষ্ট্যা অস্মাকং ভাগ্যেন) ঈশিতুঃ (সর্ব্বেশ্বরস্য) তব জন্মনা ভবতঃ পদঃ (পাদভূতায়াঃ) অস্যা ভুবঃ ভারঃ অপনীতঃ (অপগতঃ)। দিষ্ট্যা (অস্মাকং মহদ্ভাগ্যেনৈব)সুশোভনৈঃ ত্বৎপদকৈঃ (তব চরণচিহ্নৈঃ) অঙ্কিতাং (চিহ্নিতাং) তবানুকম্পিতাং (তব কৃপাপ্রাপ্তাং) গাং (পৃথিবীং) দ্যাং চ (স্বর্গং চ) দ্রক্ষ্যামঃ।

৩৮। মূলানুবাদ ঃ হে হরে ! আপনার পাদোদ্ভূতা এ-পৃথিবীর ভার সর্বৈশ্বর্যশালী আপনার আবির্ভাব মাত্রেই অপসারিত হল। আমাদের মহাভাগ্য, আমরা এবার আপনার সুশোভন সুকোমল পদচিহ্নে অঙ্কিত ও অনুকম্পিত পৃথিবী ও স্বর্গ দর্শন করে কৃতার্থ হব।

নামকীর্তন করতে করতেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়—এই আশয়ে বলা হচ্ছে—শৃণ্বন্ ইতি। নামরূপগুণলীলা এইরূপ শ্রবণের নানাপ্রকার ভেদ আছে। এই নামরূপাদি মঙ্গলেরও মঙ্গলস্বরূপ—কারণ সর্বদুঃখ নিবর্তক এবং পরম সুখাত্মক। অতএব এই নামরূপাদির স্বতঃ পুরুষার্থতা বলা হল—অতএব **যঃ ক্রিয়াসু** যে জন নিজ অশেষ ব্যাবহারিক কর্মে নিযুক্ত সেও শ্রীভগবানের চরণারবিন্দে আবিষ্টচিত্ত হয়ে পড়ে—(সংসার বাসনা রহিত হয়ে যায়) অথবা, 'যঃ শৃণ্বন্ ভবতি'—যে শ্রবণ পরায়ণ হয়, সে 'তচ্চরণাবিন্দয়োঃ ক্রিয়াসু—শ্রীভগবানের চরণকমলের শ্রবণ কীর্তনাদি কর্মে আবিষ্ট চিত্ত হয়ে যায়। অথবা 'ক্রিয়াসু' সেই সেই লীলাতে। অতএব 'ভবায় ন কল্পতে'—সংসারের কারণ বর্তমান থাকলেও তার যোগ্য আর থাকে না—অর্থাৎ সংসার বাসনা রহিত হয়ে যায়॥ জী০ ৩৭॥

৩৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ কিঞ্চ নামরূপয়োঃ শ্রবণাদিভিরভ্যাস এবানুভবে কারণমিত্যাহুঃ। শৃণ্বন্নিতি। ক্রিয়াসু স্বদৈহিকব্যাপারেষু বর্তমানোঽপি ন ভবায় কল্পতে কিন্তু ভবদনুভবায় কল্পতে॥ বি০ ৩৭।

৩৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ আরও, নামরূপের শ্রবণকীর্তনাদিতে অভ্যাসই অনুভবে কারণ, তাই বলা হচ্ছে—শৃণ্বন্নিতি। **ক্রিয়াসু**—স্বদেহদৈহিক ব্যাপারে বর্তমান হয়েও সংসার থাকে না, কিন্তু অনুভব সুখে ডুবে থাকেন॥ বি০ ৩৭॥

৩৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ দিষ্ট্যা এতদ্ভদ্রং জাতম্, অস্মাদৃশানাং ভাগ্যেন ইত্যর্থঃ অস্যা ভারার্ত্তায়াঃ ত্বদবতারেণ পরমধন্যত্বং প্রাপ্তায়া বা, পদ ইতি পদ্ভ্যাং ভূমেরুৎপত্ত্যা কার্য্যকারণয়োরভেদাভিপ্রায়েণ 'পদ্ভ্যাং ভূমিঃ' ইতি শ্রুতেঃ, অতএবাগ্রেঽক্রূরস্তুতৌ 'অগ্নির্মুখং তেঽবনিরঙ্ঘ্রিঃ' (শ্রীভা০ ১০।৪০।১৩) ইতি। জন্মনা শ্রীদেবক্যামবতারমাত্রেণ, ভারঃ কংসাদিহেতুকঃ, অপনীতো দূরীকৃতঃ, ইদং তদ্বিজ্ঞাপনচাতুর্য্যম্; এবং ভারহরণাদ্ধরেরিতি সম্বোধনম্। নিজপদাব্জ-ব্যপদেশ-সৌভাগ্য-ভাজন-পৃথিবী-ভারাপনয়নেন ভক্তানামস্মাদৃশাং ভুবোঽপি হিতং কৃতমেবেতি প্রয়োজনমেকং সিদ্ধম্। কিন্তু, অস্মাকং তস্যাশ্চ পরমহিতকারি-বিচিত্র-ক্রীড়য়া সর্ব্বলোককৃতার্থীকরণমেব মুখ্যপ্রয়োজনং কার্য্যমিত্যশয়েনাহুঃ— দিষ্ট্যাঙ্কিতা-

মিতি, অল্পার্থে ক-প্রত্যায়ঃ, দ্বাপরান্তোচিত-নরাকৃতিত্বেন মহাশরীরিণাং তেষাং দেবানাং তাদৃশদৃষ্ট্যা, কিংবা দয়ার্থে সুকোমলত্বস্ফুরণাৎ। অঙ্কিতাম্ অলঙ্কৃতামিত্যর্থঃ। দ্যামনুকম্পিতামিতি—দৈত্যবধাদিনা তত্রত্যানাং হিতাচরণাৎ। যদ্বা, বিশেষণদ্বয়মিদং দ্বয়োরেব জ্ঞেয়ম্। ততশ্চাঙ্কিতত্বেনৈব ভক্তিবিস্তারণাদিনা বানুকম্পিতাং গাম্। দ্যামঙ্কিতামিতি—কদাচিৎ পারিজাতহরণার্থং তত্র গতস্য পারিজাতপরাগাদিষু পদানামুদয়াৎ॥

৩৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ পদ ইতি পদযুগল থেকে ভূমির উৎপত্তি হেতু কার্যকারণ-অভেদ অভিপ্রায়ে 'আপনার পাদযুগল পৃথিবীর' এরূপ বলা হল। 'পদ্ভ্যাং ভূমি' এরূপ শ্রুতি বাক্য আছে, অতএব পরে অক্রূর স্তুতিতে বলা হয়েছে—'অগ্নির্মুখং তেঽবনিরঙ্ঘ্রিঃ' অর্থাৎ হে ভগবন্, অগ্নি আপনার মুখ, পৃথিবী চরণ ইত্যাদি। **জন্মনা**—শ্রীদেবকীর গর্ভ থেকে আবির্ভূত হওয়া মাত্রেই কংসাদি হেতু ভার দূরীভূতই হয়ে গিয়েছে—এটা কথা বলার একটা ভঙ্গী। এবং ভার হরণ হেতু সম্বোধন হল, হরে। নিজের পদকমল ছলে সৌভাগ্য ভাজন পৃথিবীর ভার অপনয়নের দ্বারা অস্মাদৃশ ভক্তগণের এবং পৃথিবীর হিত করা হল, একটি প্রয়োজন সিদ্ধ হল। কিন্তু আমাদের এবং পৃথিবীর পরমহিতকারী বিচিত্র ক্রীড়া দ্বারা সর্বলোক-কৃতার্থীকরণই হল মুখ্য প্রয়োজনীয় কর্ম, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—দিষ্ট্যাঙ্কিতাং ইতি অর্থাৎ আমাদেরও ভাগ্য যে পৃথিবী অলঙ্কৃত হল পদচিহ্নে। **পদকৈঃ**—পদ শব্দের সহিত অল্পার্থে 'ক' প্রত্যয় দিয়ে শিশুর ছোট ছোট পা দুখানিকে লক্ষ্য করা হয়েছে। এর ধ্বনি হচ্ছে—দ্বাপরান্তের সমুচিত নরাকৃতি ছোট্ট শরীর হেতু মহাশরীর সেই দেবতাদের তাদৃশ দৃষ্টি। অথবা, দয়ার্থে 'ক' প্রত্যয়—এর ধ্বনি হল—ঐ ছোট্ট ছোট্ট পা দুখানির সুকোমলত্ব স্ফুরণ হেতুই এরূপ বলা হয়েছে। **অঙ্কিতাম্**—অলঙ্কৃত। **দ্যামনুকম্পিতামিতি**—দৈত্যবধাদি দ্বারা স্বর্গের হিতচারণ হেতু অনুকম্পিতা অথবা, অঙ্কিতা এবং অনুকম্পিতা, এই বিশেষণদ্বয় স্বর্গ এবং পৃথিবী দুয়েতেই লাগবে। এতে অর্থ আসছে, পদচিহ্নে পৃথিবীকে অলঙ্কৃত করাতে ভক্তি বিস্তারাদি হতে থাকলো—এই ভাবে পৃথিবী অনুকম্পিতা। আর স্বর্গ পদচিহ্নে অলঙ্কৃতা হয়ে অনুকম্পিতা হয়, যখন পারিজাত হরণাদি ব্যাপারে তিনি স্বর্গে যান, আর পারিজাত পরাগে সেখানে পায়ের ছাপ পড়ে॥ জী০ ৩৮॥

৩৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ ভারাবতরণমবশ্য কর্ত্তব্যমিতি ভঙ্গ্যা জ্ঞাপয়ন্তি, দিষ্ট্যেতি। পদঃ পদ-জন্মায়াঃ "পদ্ভ্যাং ভূমিরিতি" শ্রুতেঃ। ভারঃ অপনীতঃ অধুনৈব কংসজরাসন্ধাদীন্ হতান্ জানীম ইতি ভাবঃ। পদকৈঃ সুকুমারৈঃ পদৈঃ সুশোভনৈর্ধ্বজবজ্রাদি মঙ্গলচিহ্নবদ্ভিঃ। গাং পৃথিবীং দ্যাং স্বর্গঞ্চ॥ বি০ ৩৮॥

৩৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ পৃথিবীর ভার দূরীভূত করা অবশ্য কর্তব্য, এই কথা ভঙ্গীতে নিবেদন করছেন, দিষ্ট্যেতি। **ভবতপদঃ ইত্যাদি**- আপনার পদজন্মা—'পদ' বলতেই পদজন্মা অর্থ করে ফেলার কারণ শ্রুতি বাক্য,যথা—'পদ্ভ্যাং ভূমি' অর্থাৎ পদযুগল থেকেই ভূমির জন্ম। **ভারঃ অপনীতঃ**—কংস জরাসন্ধাদি হতই হয়ে গিয়েছে, এ জানলাম—এরূপ ভাব। **পদকৈঃ**—সুকুমার পদের দ্বারা। **সুশোভনৈঃ**—ধ্বজ-বজ্রাদিচিহ্নে সুশোভন। **গাং** - পৃথিবী, **দ্যাং**—স্বর্গ॥ বি০ ৩৮॥

৩৯। ন তেঽভবস্যেশ ভবস্য কারণং বিনা বিনোদং বত তর্কয়ামহে।
ভবো নিরোধঃ স্থিতিরপ্যবিদ্যয়া কৃতা যতস্ত্বয্যভয়াশ্রয়াত্মনি॥

৩৯। অন্বয় ঃ বত (হর্ষে) ঈশ ! অভবস্য (অজস্য)তে ভবস্য(জন্মনঃ) কারণং বিনোদং বিনা (স্বস্বরূপানন্দাস্বাদনং বিনা অন্যৎ কিমপি) ন চ তর্কয়ামহে (ন কল্পয়ামঃ) যতঃ অভয় । আশ্রয়াত্মনি (সর্ব্বাশ্রয়রূপে) ত্বয়ি [বর্ত্তমানয়া] অবিদ্যয়া (মায়য়া এব) ভবঃ (জগতাং উৎপত্তিঃ) নিরোধঃ (প্রলয়ঃ) স্থিতিঃ অপি (পালনং চ) কৃতাঃ (সম্পাদিতা ভবন্তি) ।

৩৯। মূলানুবাদ ঃ হে ঈশ ! অজন আপনার এই দেবকীগর্ভে আবির্ভাবের কারণ মধুর লীলা খেলা বিনা আর অন্য কিছু আমরা চিন্তা করতে পারি না । সৃষ্টিস্থিতিলয় সে তো আপনার আশ্রিত মায়া দ্বারা ব্রহ্মাদিই করে থাকে, আর হে ভয়েরও ভয়স্বরূপ ! কংসাদি অসুর-ভয় তো আপনার স্মরণেই নিবর্তিত হয়ে যেতে পারে, এর জন্য আবির্ভাবের কি প্রয়োজন ।

৩৯। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ ন ভবঃ সংসারো ভক্তানাং জগতামপি বা যস্মাত্তস্য; বত হর্ষে । অন্যত্তৈঃ । যদ্বা, বিনোদমাত্রার্থত্বে হেতুঃ—হে অভয়, যতঃ সর্ব্বাশ্রয়াত্মনি ত্বয্যাশ্রিত্য বর্ত্তমানায়া অবিদ্যাবিদ্যাখ্যায়াশ্চিচ্ছক্তেরিতরা মায়া, তয়ৈব নিত্যং ভবাদয়ঃ কৃতা বর্ত্তন্তে, ততস্তদন্তঃপাতি-পালনমাত্রার্থং নায়ং স্বস্বরূপেণ প্রযত্নবিশেষো যুক্ত ইতি বিনোদং বিনা ন কারণান্তরং তর্কয়ামহ ইত্যর্থঃ । দুষ্টবধার্থপ্রযত্নশ্চ সভয়স্যৈব সম্ভবতীতি তদেবং বিনোদস্য স্বরূপানুবন্ধিত্বেন সৃষ্ট্যাদিলীলাভ্যো মহান্ বিশেষো দর্শিতঃ । অতএব নাগপত্নীভিরুক্তম্—'অব্যাকৃত-বিহারায়' (শ্রীভা০ ১০।১৬।৪৭) ইতি । অতএব 'অজিতরুচিরলীলাকৃষ্টসারঃ' (শ্রীভা০ ১২।১২।৬৯) ইত্যাদিকানি শ্রীশুকাদীনামপি বিশেষণানীতি॥ জী০ ৩৯॥

৩৯। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ বিহার মাত্রের জন্যই আপনার এই আবির্ভাব—এই আশয়ে বলা হচ্ছে—হে অভয়, যেহেতু সর্বাশ্রয় আপনাকে আশ্রয় করে বর্তমানা অবিদ্যা বিদ্যাখ্যা চিৎশক্তি থেকে নিকৃষ্টা মায়াই নিত্য জগৎসৃষ্টাদি কার্য করে থাকে, কাজেই এই সৃষ্ট্যাদি অন্তর্গত পালনের জন্য স্বস্বরূপে আপনার প্রযত্ন বিশেষের কথা যুক্তিযুক্ত বলে ভাবা যায় না । অতএব সুখক্রীড়া বিনা কারণান্তর নির্ণয় করা যায় না । আচ্ছা, একটি প্রশ্ন, দুষ্টবধার্থ যত্ন তো সভয় জনেরই সম্ভব, এর উত্তরে বলা হচ্ছে—সেও সুখ-বিহারেরই স্বরূপানুবন্ধী ভাব, এইরূপে সৃষ্ট্যাদি লীলা থেকে এর মহান বৈশিষ্ট্য দেখান হল । অতএব ভা০ ১০।১৬।৪৭ শ্লোকে নাগপত্নীগণ কালীয়নাগ দমনের পর বলেছেন—"আপনার এই কালীয়-দমন-বিহার অতর্ক" । অতএব ভা০ ১২।১২।৬৯ ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীশুকদেবাদির বিশেষণ রূপেও বলা হয়েছে, "শ্রীভগবানের রুচির লীলা সমূহের দ্বারা আকৃষ্ট চিত্ত" ॥ জী০ ৩৯ ॥

৩৯। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ অস্মদ্বিজ্ঞাপিতঃ অস্মদাদিপালনার্থমবতীর্ণোঽসীত্যস্মাকমভিমান এব কেবলং বস্তুতস্তুং স্বৈরজন্মকর্ম্মলীলোঽসীত্যাহুঃ—নেতি । অভবস্য অজন্মনঃ ভবস্য প্রাদুর্ভাবস্য যত আশ্রয়াত্মনি ত্বয়ি ত্বামাশ্রিত্য বর্ত্তমানা যা অবিদ্যা মায়া তয়ৈব ভবাদয়ো জগৎসৃষ্ট্যাদয়ঃ কৃতা ইত্যর্থঃ । হেঅভয় নাস্তি ভয়ং যত ইতি ত্বৎ স্মরণাদেব কংসাদ্যসুরভয়ং নিবর্ত্ততে । তৎ বধার্থং তব স্বয়মেবাবির্ভূয়োদ্যমো ন ঘটত ইতি ভাবঃ॥

৪০। মৎস্যাশ্বকচ্ছপনৃসিংহবরাহহংসরাজন্যবিপ্রবিবুধেষু কৃতাবতারঃ।
ত্বং পাসি নস্ত্রিভুবনঞ্চ যথাধুনেশ ভারং ভুবো হর যদূত্তম বন্দনং তে॥

৪০। **অন্বয়** ঃ মৎস্যাশ্বকচ্ছপনৃসিংহবরাহহংসরাজন্য বিপ্রবিবুধেষু কৃতাবতারঃ (মৎস্যাদিষু পরিগৃহীতঃ অবতারো যেন তথাভূতঃ) ত্বং যথা নঃ (অস্মান্) ত্রিভুবনং চ পাসি (পালয়সি) ঈশ (হে সর্ব্বেশ্বর) [তথা] অধুনা ভুবঃ ভারং হর (অপনয়); যদূত্তম! তে (তুভ্যং) বন্দনং (অস্মাকং নমোঽস্তু)।

৪০। **মূলানুবাদ** ঃ হে ঈশ! পূর্বে যেমন মৎস-অশ্ব-কুর্ম-নৃসিংহ-বরাহ-হংস-ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণ দেবতাগণের মধ্যে অবতার গ্রহণ করে আপনি আমাদিকে এবং ত্রিভুবন পালন করেছেন তেমনই এখন পৃথিবীর ভার হরণ করুন। হে যদূত্তম! আপনাকে প্রণাম প্রণাম।

৩৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ হে ভগবন্! আমাদিগের কর্তৃক বিজ্ঞাপিত হয়ে আপনি আমাদের পালনার্থে অবতীর্ণ হয়েছেন, এ আমাদের অভিমান মাত্র। বস্তুত আপনার জন্মকর্মলীলা স্বভাবসিদ্ধ—এই আশয়ে বলা হচ্ছে—নেতি।

অভবস্য—যাঁর জন্ম বলে কিছু নেই সেই আপনার **ভবস্য**—প্রাদুর্ভাবের কারণ বিচার করে স্থির করতে পারি না **যতঃ**—কারণ **আশ্রয়াত্মনি ত্বয়ি**—আপনার আশ্রিত মায়া দ্বারা ব্রহ্মাদিই জগৎসৃষ্ট্যাদি কাজ করে থাকেন। **অভয় ইত্যাদি** - যেহেতু আপনার স্মরণেই কংসাদি অসুর ভয় নিবারিত হয়ে যায়। তাদের বধের জন্য আপনার স্বয়ম্ আবির্ভাব ও উদ্যমের প্রকাশ সম্ভাবনার মধ্যে আনা যায় না॥ বি০ ৩৯॥

৪০। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা** ঃ হে ঈশেতি, তত্র সামর্থ্যং দর্শয়ন্তি, তথা পাহীতি শেষঃ; হে যদূত্তমেতি অধুনা শ্রীকৃষ্ণরূপত্বেন সাক্ষাদ্ভগবত্ত্বাৎ পূর্ব্বতোঽপি বিশেষেণ পালনং কর্ত্তব্যমিতি ভাবঃ। অতএব ভারং হরেতি যদ্যপি 'ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠাঃ' (শ্রীগী০ ১১।৩৪) 'ইতি-রীত্যা তব জন্মনা ভারোঽপনীত ইত্যুক্ত্যৈব তৎপ্রার্থনা বিশেষতো লব্ধা, তথাপি পুনর্ব্বহিস্তল্লীলাদর্শনার্থমত্যুৎকণ্ঠয়ৈবেদমুক্তমিতি জ্ঞেয়ম্। অন্যত্তৈঃ। যদ্বা, যথা পাসি, তথাধুনাপি পাসি পাস্যসি, কাক্বা ততোঽধিকমেব পাস্যসীত্যর্থঃ। তদেবাভিব্যঞ্জয়ন্তি—ভুবো ভারং হরেতি। শ্রীনৃসিংহাদ্যবতারে ত্বয়া হতানামপি হিরণ্যকশিপুকালনেমিপ্রভৃতীনাং পুনরত্র জন্মনা ভুবো ভারো ভবত্যেব। অধুনা তথা বিধেহি, যথা তেষাং পুনরাবৃত্তির্ন স্যাৎ, যেন ভক্তানামস্মাকং তাদৃশদুষ্টাদর্শনেন চ পরমহিতং স্যাদিতি ভাবঃ। নন্বেবং দুষ্টানাং মুক্তিদানমযোগ্যমিত্যাশঙ্ক্য তদর্থং সকাকু প্রণমন্তি—যদূত্তমেতি। অন্যৎ সমানম্। গূঢ়োঽয়মভিপ্রায়ঃ—অপুনরাবৃত্তির্মোক্ষাপ্ত্যা তেষাং দুষ্টানাং কদাচিদপি দর্শনং ন ভাবীতি ভক্তানামস্মাদৃশাং পরমহিতমেব সিদ্ধমিতি॥ জী০ ৪০॥

৪০। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ** ঃ 'হে ঈশ্বর' এ সম্বোধনে তাঁর সামর্থ্য ধ্বনিত হচ্ছে। 'যথা' থাকলেই তৎপর 'তথা' দিয়েই পাদপূরণ করার নিয়মানুসারে এখানে তথা না থাকলেও 'তথা পালন করুন' এইরূপ ভাবেই অর্থ করতে হবে। **হে যদূত্তম ইতি**—অধুনা শ্রীকৃষ্ণরূপ হেতু তোমাতে সাক্ষাৎ ভগবত্ত্বা থাকায় পূর্ব থেকেও বিশেষ ভাবে পালন করা কর্তব্য। অতএব ভার হরণ কর, যদ্যপি

৪১। দিষ্ট্যাম্ব তে কুক্ষিগতঃ পরঃ পুমানংশেন সাক্ষাদ্ভগবান্ ভবায় নঃ।
মাভূদ্ভয়ং ভোজপতের্মুমূর্ষোর্গোপ্তা যদূনাং ভবিতা তবাত্মজঃ॥

৪১। অন্বয় ঃ (হে মাতঃ!) ভগবান্ অংশেন (বলদেবেন সহ) নঃ (অস্মাকং) ভবায় (পালনায়) পরঃ পুমান্ (পরমপুরুষঃ শ্রীহরিঃ) সাক্ষাৎ (স্বয়মেব) তে তব কুক্ষিগতঃ (জঠরং প্রাপ্তঃ) মুমূর্ষোঃ (আসন্ন-মৃত্যোঃ) ভোজপতেঃ (কংসাৎ) ভয়ং মাভূৎ (ভয়ং মা কুরু) তব আত্মজঃ যদূনাং গোপ্তা (পালকঃ) ভবিতা (ভবিষ্যতি)।

৪১। মূলানুবাদ ঃ ওগো মা দেবকী! ভাগ্যক্রমে আমাদের মঙ্গলের জন্যে সাক্ষাৎ ভগবান্ পরম-পুরুষ বলদেবের সহিত আপনার গর্ভগত হয়েছেন। মরণেচ্ছু কংস থেকে আর আপনার কোন ভয় নেই। আপনার পুত্র যদুবংশের পালক হবেন।

"আমার দ্বারা পূর্ববিনষ্ট এদের বধ কর, ব্যথিত হয়ো না" শ্রীগীতার ১১।৩৪ শ্লোক রীতিতে পূর্বে ৩৮ শ্লোকে "তোমার জন্মের দ্বারাই ভার দূরীভূত" এই কথা বলাতেই এই ভার হরণের প্রার্থনা বিশেষ ভাবেই পাওয়া যাচ্ছে, তথাপি বাইরে এই লীলা দর্শন করার জন্য অতি উৎকণ্ঠাতেই এখানে এই ভার হরণের প্রার্থনা পুনরায় করা হচ্ছে।

অথবা, পূর্বে যেরূপ পালন করেছিলে সেইরূপই করলে আর কি এমন করা হল, তার থেকে অধিক ভাবে পালন কর—এইরূপ কথার ধ্বনি। এই কথাটা পরিষ্কার করে বলা হচ্ছে—শ্রীনৃসিংহাদি অবতারে আপনার হাতে হত হিরণ্যকশিপু-কালনেমি প্রভৃতির পুনরায় এই পৃথিবীতে জন্মে পৃথিবীর ভার হয়—অধুনা আপনি এইরূপ ব্যবস্থা করুন, যাতে আর পুনর্জন্ম না হয়, যাতে ভক্ত-আমাদের তাদৃশ দুষ্ট অদর্শনে পরমহিত হতে পারে। শ্রীভগবান তো বলতে পারেন এরূপ অসুরের মুক্তিদান অযোগ্য, এরূপ কথার আশঙ্কা করে প্রার্থনা পূরণের জন্য সদৈন্যে মাটিতে মাথা ঠিকিয়ে প্রণাম করছেন, 'যদূত্তম' ইত্যাদি কথা বলছেন। এখানে গূঢ় অভিপ্রায় হলো, পুনরাবৃত্তি রহিত মোক্ষ পেলে ঐ দুষ্টদের কখনও-ই আর দর্শন হবে না—এইরূপে অস্মাদৃশ ভক্তদের পরম মঙ্গল সিদ্ধ হবে॥ জী০ ৪০॥

৪০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ তদপ্যস্মাকমধীরাণাং বহুধৈবাবগতচরং বৈকল্যমবগম্যতাং চেত্যাহুঃ—মৎস্যাশ্বেতি। তথৈব ভূবো ভারং হরেতি ভূভারহরণমেব সম্প্রত্যস্মাকং পালনমিতি ভাবঃ। বন্দনং তে ইতি বদন্তঃ সর্ব্বে শিরোভিঃ প্রণমন্তি॥ বি০ ৪০॥

৪০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ তথাপিও অধীর আমাদের অনেক কিছু ব্যাকুলতার কথা, যা যা নিবেদন করেছি, তা দূর করুন। এই আশয়ে বলা হচ্ছে—মৎস্য-অশ্ব ইতি। সেইরূপেই পৃথিবীর ভার হরণ করুন—কারণ পৃথিবীর ভার হরণই সম্প্রতি আমাদের পালন। **বন্দনং তে**—এইরূপ যারা বলছিলেন, তাঁরা সকলে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন॥ বি০ ৪০॥

৪১। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ এবমন্যৈরলক্ষ্যমাণা দেবাঃ শ্রীভগবন্তং স্তুত্বা তেনৈবাতি-বিস্মিতাং শ্রীদেবকীমাশ্বাসয়ন্তি—দিষ্ট্যাম্বেতি। হে মাতরিতি—ভগবন্মাতৃত্বেন পরমবন্দ্যত্বাৎ। যদ্যপি মনস্তো দধার ইত্যুক্তং, তথাপি কুক্ষিগত ইতি মাতরি তস্যাং তথৈব বক্তুং যোগ্যত্বাদুক্তম্—পরঃ পুমান্ পরমপুরুষোত্তম ইত্যর্থঃ; তত্র সাক্ষাৎ স্বয়মেব ন ত্বংশাদিনা, অতএব ভগবান্ সর্ব্বৈশ্বর্য্যযুক্তঃ অংশেন শ্রীবলদেবেন ইতি তস্যাপি তস্যাং জন্ম প্রকাশিতমিতি জ্ঞেয়ম্; ন ইতি সাক্ষাত্তদঙ্গবিশেষয়োর্যুবয়োর্ভবায়েতি কিং বক্তব্যমপি তু তৎ-প্রজানামস্মাকমেবেত্যর্থঃ। যদ্বা, অংশেন মৎস্যাশ্বাদিনা যোঽস্মাকং ভবায় ভবেৎ, স এব সাক্ষাত্তে কুক্ষিং গত ইতি যৎ, এতৎ দিষ্ট্যা। নন্বু কংসস্য দুশ্চেষ্টাভরেণ বিভেমি,—তত্রাহুঃ—মুমূর্ষোরিতি, নিকটায়াতমৃত্যুত্বাদেবং চেষ্টত ইতি ভাবঃ। তে ভয়ং মাভূৎ, ত্ব ভয়ং মা কুর্ব্বিত্যর্থঃ। নন্বু ন জানে তাবদেব কিমনিষ্টং স্যাদিতি তত্রাহুঃ —যদূনাং সর্ব্বেষামপি কিং পুনস্তব শ্রীবসুদেবাদীনাং বা তস্য স্বস্য বেত্যর্থঃ। এবং নিত্যমেব দেবাস্তাং স্তুবন্তীতি জ্ঞেয়ম্। তথা চ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—'অদৃষ্টাঃ পুরুষৈঃ স্ত্রীভির্দেবকীং দেবতাগণাঃ। বিভ্রাণাং বপুষা বিষ্ণুং তুষ্টু-বুস্তামহর্নিশম্॥' ইতি॥ জী০ ৪১॥

৪১। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ এইরূপে অন্যের অলক্ষ্যমান্ দেবগণ শ্রীভগবানকে স্তব করবার পর অতি বিস্মিতা শ্রীদেবকীকে সান্ত্বনা দিতে দিতে বললেন—**দিষ্ট্যাম্ব ইতি**—শ্রীদেবকীকে মা বলে সম্বোধন করলেন, কারণ শ্রীভগবানের মা বলে পরমবন্দনীয় তিনি। যদিও বলা হয়েছে দেবকী শ্রীভগবানকে মনে ধারণ করলেন, তথাপি এখানে যে 'কুক্ষিগত' বলা হল, তার কারণ মা বলে তার সম্বন্ধে এইরূপ উক্তিই যোগ্য। **পরঃ পুমান্**—পরমপুরুষোত্তম। এর মধ্যেও আবার 'সাক্ষাৎ' অর্থাৎ স্বয়ংই, কোনও অংশ নয়। অতএব 'ভগবান্' অর্থাৎ সর্বৈশ্বর্যযুক্ত 'অংশেন' অংশের সহিত অর্থাৎ শ্রীবলদেবের সহিত—বলদেবের দেবকী থেকেই যে জন্ম, তা এই বাক্যে বুঝা গেল। **নঃ ভবায়**—আমাদের মঙ্গলের জন্য—শ্রীভগবানের প্রজা আমাদেরই মঙ্গলের জন্য,—সাক্ষাৎ তাঁর অঙ্গ-বিশেষ পিতা মাতা আপনাদের মঙ্গলের জন্য যে, এতে আর বলবার কি আছে। অথবা **অংশেন**—মৎস্যাদিরূপে যিনি আমাদের মঙ্গলের জন্য আবির্ভূত হয়ে থাকেন তিনিই আজ আপনার কুক্ষিগত হয়েছেন—ইহা যে হয়েছে, তা আমাদের জন্যই বলতে হবে। মাতা দেবকী যেন বলছেন—কংসের দুষ্টচেষ্টা থেকে ভয় করছি—এরই উত্তরে দেবতাগণ বলছেন—মুমূর্ষে রিতি। মৃত্যু আসন্ন বলেই এরূপ চেষ্টা তার। **মাভূদ্ভয়ং**—আপনি ভয় করবেন না। জানি না অতঃপর কতকিছু কি অনিষ্টই-না হয়? এরই উত্তরে—**যদূনাং**—যদুগণের সকলেরই, আপনার এই পুত্র রক্ষক আপনার এবং শ্রীবসুদেবের কথা আর বলবার কি আছে।—এইরূপে দেবতাগণ নিত্যই স্তব করতে লাগলেন ঐ গর্ভের। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে সেই রূপই পাওয়া যায়।

। যিনি **অংশেন**—অংশে মৎস্যাদিরূপে আমাদের মঙ্গলের জন্য আবির্ভূত হন, সেই তিনিই (সাক্ষাৎ) স্বয়ং ভগবান্ আপনার কুক্ষিগত হয়েছেন। পূর্বে এই স্তবের ১৮ শ্লোকে বলা হয়েছে **'মনস্তো দধার'**—অর্থাৎ "মনের দ্বারা ধারণ করলেন"। কাজেই একবাক্যতা অনুরোধে এখানে অর্থ হবে—যদ্যপি মা দেবকীর প্রাচীন তাদৃশ প্রেম যাচ্ঞা বশতঃ শ্রীভগবান্ কুক্ষিতেই প্রবিষ্ট হলেন, তথাপি কুক্ষি আদি দ্রব্য

শ্রীশুক উবাচ।

৪২। ইত্যভিষ্টুয় পুরুষং যদ্রূপমনিদং যথা।
ব্রহ্মেশানৌ পুরোধায় দেবাঃ প্রতিযযুর্দিবম্॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে গর্ভগতবিষ্ণোর্ব্রহ্মাদিকৃতস্তুতির্নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

শ্রীশুক উবাচ।

৪২। **অন্বয়** ঃ দেবাঃ যথা (যথাবৎ) যদ্রূপং অনিদং (প্রপঞ্চাতীতং) পুরুষং (পুরুষোত্তমং শ্রীবিষ্ণুং) ইতি অভিষ্টুয় (স্তুত্বা) ব্রহ্মেশানৌ (ব্রহ্মারুদ্রৌ) পুরোধায় (অগ্রেকৃত্বা) দিবং প্রতিযযুঃ (গতবন্তঃ)।

৪২। **মূলানুবাদ** ঃ দেবকীগর্ভগত চিন্ময় স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণকে এইরূপে স্তব করে ব্রহ্মা-শিবকে সম্মুখে নিয়ে দেবতাগণ সুরলোকে গমন করলেন।

শ্রীভগবানের অবরোধক হয় না, কিন্তু প্রেমই হয়। সেই প্রেমের আশ্রয় কুক্ষি নয় কিন্তু মনই—প্রেমতাদাত্ম হেতু মনই শ্রীভগবানকে ধারণের আসন। অতএব কুক্ষিদ্বারে প্রবেশ করে মন-সিংহাসনে গিয়ে বসলেন।—শ্রীজীব ক্রমসন্দর্ভ॥ ৪১॥]

৪১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ দেবকীং স্তবন্ত আশ্বাসয়ন্তি দিষ্ট্যেতি। অংশেন বলদেবেন সহ কুক্ষিং গতঃ। যদ্বা যোঽংশেন পরঃ পুমান্ প্রকৃতীক্ষণকর্ত্তা ভবেৎ স সাক্ষাদ্ভগবানিত্যর্থঃ। ভবায় ভূত্যৈ॥ বি০ ৪১॥

৪১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ মা দেবকীকে আশ্বাস দানমুখে স্তব করছেন—দিষ্ট্যেতি। কৃষ্ণ **অংশেন**—বলদেবের সহিত গর্ভগত হয়েছেন। অথবা, যিনি অংশে **পরঃ পুমান্** প্রকৃতির ঈক্ষণকর্তা সেই সাক্ষাদ্ভগবান্। **ভবায়**—মঙ্গলের জন্য॥ বি০ ৪১॥

৪২। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা** ঃ পুরুষমিতি শ্রীদেবকীহৃদয়পুরে স্থিত্যভিপ্রায়েণ; যদ্বা, পরমপুরুষোত্তমম্; যস্য রূপমনিদং প্রপঞ্চাতীতং পরব্রহ্মাত্মকং, তথা তথাভূতত্বেন স্তুতেরবিষয়মপীত্যর্থঃ। ইত্যনেন দেবকীজন্মমাত্রেণৈব ভূভারোঽপনীত ইত্যাদিগর্ব্বিতেন প্রকারেণাভিতঃ স্তুত্বেতি পরমাত্মতাদি-বর্ণনেন স্তবনাদপি শ্রীদেবকীগর্ভ্ভজাতত্বাদি-বর্ণনস্তুতেরুৎকর্ষোঽভিপ্রেতঃ। জী০ ৪২॥

৪২। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ পুরুষং ইতি** শ্রীদেবকীহৃদয়ে স্থিতি, এই অভিপ্রায়ে 'পুরুষ' শব্দ ব্যবহার। অথবা, কৃষ্ণ পরমপুরুষ বলে এই শব্দের ব্যবহার। **যদ্রূপমনিদং**—যাঁর রূপ 'অনিদং' অর্থাৎ প্রপঞ্চাতীত পরব্রহ্মাত্মক। এইরূপ হওয়ায় স্তুতির অবিষয় হলেও—স্তুতি করলেন। আরও, দেবকীগর্ভ থেকে জন্মমাত্রেই ভূভার দূরীভূত হয়ে গিয়েছে, **ইত্যভিষ্টুয়**—এইরূপে দেবকী-গর্ভ্ভ-সম্বন্ধ নিয়ে স্তুতি করলেন—এতে বুঝা যাচ্ছে পরমাত্মাদি বর্ণনে স্তুতি থেকে শ্রীদেবকী গর্ভ্ভ জাতত্বাদি-বর্ণন-মুখে স্তুতির উৎকর্ষ অভিপ্রেত॥ জী০ ৪২॥

ইতি শ্রীরাধাচরণনূপুরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বাদনেচ্ছু
দীনমণিকৃত দশম-দ্বিতীয় অধ্যায়ে বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

৪২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** যস্য রূপং অনিদং প্রপঞ্চাতীতং চিন্ময়মিত্যর্থঃ। অস্মান্ বঞ্চয়িত্বা এতাবিহ কিমপি রহস্যং অদ্ভুতং দ্রক্ষ্যত ইতি মন্যমানা ব্রহ্মেশানৌ পুরতঃ কৃত্বা ॥ বি০ ৪২ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাম্ হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
দ্বিতীয়ো দশমেঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

৪২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ যদ্রূপমনিদং**—যার রূপ প্রপঞ্চাতীত-চিন্ময়। **ব্রহ্মেশানৌ পুরোধায়েতি**—আমাদিকে বঞ্চনা করে ব্রহ্মাশিব এঁরা দুজন কোনও অদ্ভুত লীলা দেখে নিবেন, এই মনে করে তাঁদের সম্মুখে রেখে নিয়ে দেবতারা চললেন ॥ বি০ ৪২ ॥

ইতি শ্রীরাধাচরণ-নূপুরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বাদনেচ্ছু
দীনমণিকৃত দশমে তৃতীয় অধ্যায়ে বঙ্গানুবাদ।